বর্ষ ২৯। সংখ্যা ৩৩৭। সেপ্টেম্বর ২০২৪

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

প্রফেসর'স
professorsprokashon.com

বুদ্ধিদীপ্ত ও চৌকশ তারুণ্যের সঙ্গী

সম্পাদক
জসিম উদ্দিন
নির্বাহী সম্পাদক
রেজাউল করিম মামুন
সহযোগী সম্পাদক
মো. ইউসুফ খান
সহসম্পাদক
মো. সাবিরুল ইসলাম
গোলাম রব্বানী
জোনাইদ হোসেন
মো. আবু তাহের
সোয়েব হোসেন আকিল
পরিকল্পনা সমন্বয়ক
মো. বাইচ উদ্দিন
মো. রফিকুল ইসলাম
মো. সাজ্জাদ হোসেন
সোহাইল আহমেদ
কাউসার আফরাদ
জয়নুল হক
চিত্রা পাল
পরামর্শক
আরিফ খান মিরণ
শিল্প নির্দেশক
মো. মাইনুল ইসলাম
সানিয়া জিহা ও মারিয়া নেহা
গ্রাফিকস
নূর নবী বাবর
বর্ণবিন্যাস
আবদুল করিম কাজল
রাফি উদ্দিন খান
বিজ্ঞাপন
এইচ এ কাইউম
০১৭১১ ৮৭১১৩৬

দাম : ৩০ টাকা

তারুণ্য-সুন্দরের কাছে প্রত্যাশা

জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ, আহত, ক্ষতিগ্রস্ত সবার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪-এ এই রোদবৃষ্টির বর্ষা-শরৎ ঋতুতে সূচিত হলো নতুন আরও এক অধ্যায়ের। এ দেশের তারুণ্য আমাদের দিশা দেখাতে চাইছে। জুলাইয়ের খরতাপে ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পতন ঘটে কর্তৃত্ববাদী সরকারের। শুরু হয় নতুন বাংলাদেশ গঠনের কর্মযজ্ঞ। ইতিমধ্যে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে দক্ষ, যোগ্য ও গুণীজনদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। জেনারেশন-জেড এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সবার প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

আমরা আশা করব, অনেক মৃত্যু ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে অর্জিত এ নতুন সময়ে সকল বৈষম্য ও ভয়ের অন্ধকার দূর হবে। সব দুর্নীতি, প্রতিহিংসা, দমন-পীড়ন অতিক্রম করে বাংলাদেশ হয়ে উঠবে মানবিক রাষ্ট্র। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দূর করা হবে বেকারত্ব। শিক্ষার উপযুক্ত পাঠক্রম ও পরিবেশের অনিশ্চয়তা দূর হবে। ন্যায় বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যায় কবলিত হয়েছে অনেক এলাকা। সবার প্রতি আহ্বান, সকলেই এ মানবিক বিপর্যয়ে মানুষের পাশে থাকবেন।

সর্বোপরি বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি মিশে রয়েছে আমাদের রক্তে। দল-মত নির্বিশেষে সবার প্রতি বেকারত্বমুক্ত, দুর্নীতিহীন, সমৃদ্ধিশালী, মানবিক ও কল্যাণকর বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান রইল।

সবার নিরাপদ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।

যোগাযোগ

অফিস
নাভানা এফএইচ সোলারিস, লেভেল-৯, ৬৫ বিজয়নগর, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, ঢাকা ১০০০, E-mail : ca@professorsprokashon.com
০১৩২৪২৫৪৬০৮, ০১৩২৪২৫৪৬০৯ /professorscurrentaffairs

গ্রাহক ও এজেন্ট
প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ৩৭/১ দোতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৫৭১৬৫১২৯, ০১৩২৪২৫৪৬১৮ (বিকাশ)

সম্পাদক কর্তৃক প্রফেসর'স প্রকাশন-এর ছাপাখানা সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ঢাকা ১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

CamScanner

সূচিপত্র

কুইজ প্রতিযোগিতা ০৩

সাম্প্রতিক

সাম্প্রতিক MCQ ০৫
সংবাদ সমাচার ০৬
সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর ০৮
Recent Info Inquiy ০৯
দৃষ্টিজুড়ে বাংলাদেশ ও বিশ্ব ১০
দেশজুড়ে ১৪
বিদ্রোহে বিপ্লবে অভ্যুত্থান ১৬
গণহত্যা : মানবতাবিরোধী অপরাধ ১৭
বিশ্বজুড়ে ১৮
ছাত্র-জনতার বিজয় : শেখ হাসিনার পদত্যাগ ২৩
ছাত্র আন্দোলন : বিশ্ব ইতিহাসে রেকর্ড ২৭
রক্তের বিনিময়ে আশার প্রদীপ ২৮
ছাত্র-জনতার প্রত্যাশা ২৯
অভ্যুত্থানের অগ্নিঝরা শব্দবন্ধ ৩০
আলোর দিশারি Gen Z ৩১
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৩২
নবীন-প্রবীণের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ৩৩
ড. মুহাম্মদ ইউনূস : অসীম চৈতন্যের খোঁজে ৩৪
জাতিসংঘে বাংলাদেশের ৫০ বছর ৩৬
বিশ্বজুড়ে মহামারি এমপক্স ৩৮
আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ৩৯
খেলাধুলা ৪০
প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪ ৪১

প্রবন্ধ-ফিচার

বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশ ৪৪
Turning Students from Job Seekers into Job Creators ৪৬
Short Notes ৪৮

Exam Foundation Course

বাংলা শিখন : পর্ব-১২ ৫৮
English Erudition : পর্ব-২০ ৫৯
গণিত অনুশীল : পর্ব-১৯ ৬০
বিজ্ঞান কোষ : পর্ব-১৪ ৬১

চাকরি প্রস্তুতি

প্রশ্ন বিশ্লেষণ ৬২
প্রাক-বিসিএস পরামর্শ ৬৪
PSC নন-ক্যাডার লিখিত মডেল ৬৬
সমাজসেবা অধিদপ্তর নিয়োগ ৬৮
থানা শিক্ষা অফিসার : পর্ব-২ ৭০
১৩-২০তম গ্রেড লিখিত ৭২
সমন্বিত ব্যাংক নিয়োগ প্রস্তুতি ৭৪
কর অঞ্চল নিয়োগ টিপস ৭৮
সমন্বিত মডেল টেস্ট ৭৯
বিশ্ব-জ্ঞান-দৃষ্টি : পর্ব-৪ ৮৫

ভর্তি প্রস্তুতি

বিশ্ববিদ্যালয় : পর্ব-২ ৮২
ক্যাডেট কলেজ ৮৬

অন্যান্য আয়োজন

এখন যৌবন যার ৪৯
উদীয়মান অর্থনীতির জোট ব্রিকস ৫০
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৫২
ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ : তৃতীয় পর্ব ৫৪
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৭
টেলিভিশন : বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার ৮৮
জেলা পরিচিতি : কুষ্টিয়া ৯০
বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন ৯২
বিদ্যুৎ খাতে ক্যারিয়ার ৯৩
পাঠকের জানালা : প্রশ্ন ও উত্তর ৯৪
বিচিত্র-বিশ্ব ৯৫
পাদটীকা : মলদোভা, রোমানিয়া, সাইপ্রাস, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া

প্রফেসর'স প্রকাশন-এর
নতুন দু'টি বই

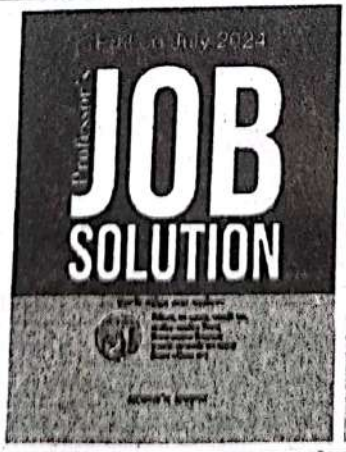

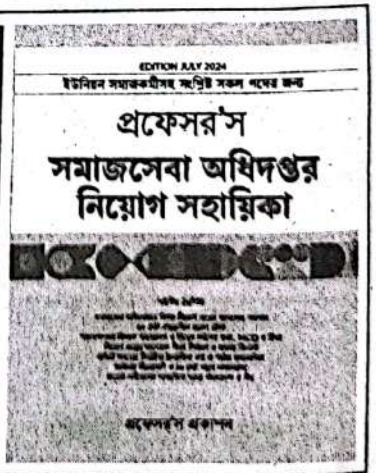

যোগাযোগ ও বিকাশ
০১৩২৪২৫৪৬১৮, ০১৭১১১২০৭০১

কুইজ প্রতিযোগিতা
প্রতিমাসে
৩ পর্বে
৯ জন
বিজয়ী
সেপ্টেম্বর ২০২৪

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

নিয়মাবলি

■ কুইজের নির্ধারিত স্থানে নাম-ঠিকানা ও উত্তর লিখুন। এরপর ছবি তুলে ওয়েব লিংকে (professorsprokashon.com/caquiz) অথবা, caquiz@professorsprokashon.com ই-মেইলে অথবা, প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, নাভানা এফএইচ সোলারিস, লেভেল-৯, ৬৫ বিজয়নগর, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, ঢাকা ১০০০ এই ঠিকানায় কুরিয়ার বা ডাকযোগে পাঠিয়ে দিন।

ক্যাটাগরি	পাঠানোর সময়	পুরস্কার (প্রতি জন)	ড্র ও ঘোষণা
প্লাটিনাম	১-১০	২,০০০ টাকা	১৫ তারিখ
গোল্ড	১১-২০	১,০০০ টাকা	২৪ তারিখ
সিলভার	২১-২৮	৫০০ টাকা	পরবর্তী মাসের ৩ তারিখ

মেগা বিজয়ী

ডিসেম্বর ২০২৩ এবং জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সংগীতা দাস
নওগাঁ সদর, নওগাঁ

প্রশ্ন : দেশের ৫০তম নদীবন্দর কোনটি?
উত্তর :
প্রশ্ন : দেশের ১৭তম জেলা কোনটি?
উত্তর :
প্রশ্ন : কুরস্ক অঞ্চল কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর :
প্রশ্ন : প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪ এ পদক প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর :
প্রশ্ন : বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে কবে শহীদ হয়?
উত্তর :

নাম : ______________________ বয়স : __________
ঠিকানা : ______________________
মোবাইল : ______________ ই-মেইল : ______________
পাঠানোর তারিখ : ______________ ক্যাটাগরি : ______________

কুইজ প্রতিযোগিতার ফলাফল : আগস্ট ২০২৪

কুইজের উত্তর : ❶ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ❷ নরসিংদীর লটকন ❸ ফরাসি ❹ আর্জেন্টিনা ❺ রাইগার নদী

বিজয়ী

প্লাটিনাম

হাজেরা বেগম
শান্তিগঞ্জ
সুনামগঞ্জ

অলিউল্লাহ
বহালগাছিয়া
পটুয়াখালী

ফরহাদ হোসেন
পবহাটি
ঝিনাইদহ

গোল্ড

শ্রী রণবীর চন্দ্র বর্মণ
চিলমারী
কুড়িগ্রাম

আবদুল আহাদ
দারুন্নাজাত সিদ্দীকিয়া
মাদ্রাসা, ডেমরা

সাইফুল্লাহ
চট্টগ্রাম

CamScanner

BCS কনফিডেন্স-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন পরিচালিত

CAREER MAP

স্বপ্নপূরণের অভিযাত্রায় পাশে থাকার অঙ্গীকার

❑ ব্যাংক জব: • প্রিলি. • লিখিত • ভাইভা

- ❑ পেট্রোবাংলা
- ❑ প্রাইমারি
- ❑ শিক্ষক নিবন্ধন
- ❑ নন-ক্যাডার (১১-২০তম গ্রেড)

অফলাইন ও অনলাইন কোর্সে

ভর্তি চলছে

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সিইও, ক্যারিয়ার ম্যাপ ও
ডিএমডি, বিসিএস কনফিডেন্স

অনলাইন	মালিবাগ	মিরপুর-১০	নীলক্ষেত
01896-061992 01896-061993	01907-070733/34 ২৬০/৫ (৪র্থ তলা), মালিবাগ মোড়, হোসাফ টাওয়ারের পাশে	01896-062010/11 বাসা নং-১২, (লিফট-৫) আখন্দ টাওয়ার ফলপট্টি গলি, মিরপুর-১০	01896-061997/98 রাফিন প্লাজা (৪র্থ তলা) নীলক্ষেত, ঢাকা।

ফার্মগেট	চট্টগ্রাম চকবাজার
01907-070738/39 ২২ ইন্দিরা রোড, রাশেদ বুকস্-এর ৪র্থ তলা ফার্মগেট, ঢাকা।	01896-062001/02 বিটি কোচিং ভবন, চট্টেশ্বরী রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম

Facebook Page:
facebook.com/CareerMapBD

CamScanner

সাম্প্রতিক MCQ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

বাংলাদেশ

১. ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন কবে?
ক ৩ আগস্ট ২০২৪ খ ৪ আগস্ট ২০২৪
গ ৫ আগস্ট ২০২৪ ঘ ৬ আগস্ট ২০২৪

২. ৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
ক ড. আসিফ নজরুল খ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ
গ মো. সাহাবুদ্দিন ঘ ড. মুহাম্মদ ইউনূস

৩. বর্তমানে দেশে নদীবন্দর কতটি?
ক ৪৬টি খ ৪৮টি গ ৪৯টি ঘ ৫০টি

৪. দেশের ৫০তম নদীবন্দর কোনটি?
ক রাজশাহী নদীবন্দর
খ মোহনগঞ্জ নদীবন্দর, নেত্রকোনা
গ ভোলাগঞ্জ নদীবন্দর, সিলেট
ঘ সুলতানগঞ্জ নদীবন্দর, রাজশাহী

৫. ২৬ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কতটি?
ক ৪২টি খ ৪৩টি গ ৪৪টি ঘ ৪৫টি

৬. দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পায় কোন দল?
ক আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)
খ বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি)
গ ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ
ঘ তৃণমূল বিএনপি

৭. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদের বয়সসীমা কত?
ক ৬২ বছর খ ৬৫ বছর গ ৬৭ বছর ঘ বয়সসীমা নেই

সংস্থা-প্রতিষ্ঠানের প্রধান

৮. বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর কে?
ক রেহমান সোবহান খ বদিউল আলম মজুমদার
গ আহসান এইচ মনসুর ঘ মোশতাক হোসেন খান

৯. দেশের ২৫তম প্রধান বিচারপতি কে?
ক বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম
খ বিচারপতি আবু জাফর সিদ্দিকী
গ বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ
ঘ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক

১০. থাইল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ ও দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী কে?
ক পিটাকা সুকসাওয়াত খ আনন্দ পানিয়ারচুন
গ ইংলাক সিনাওয়াত্রা ঘ পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা

১১. বিশ্বের কোন দেশে প্রথম AI হাসপাতাল চালু হয়?
ক চীন খ ফ্রান্স গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ রাশিয়া

১২. মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় নারী প্রার্থী হন কে?
ক সারাহ পলিন খ হিলারি ক্লিনটন
গ কমলা হ্যারিস ঘ ম্যাডেলিন অলব্রাইট

সংস্থার সদস্য

১৩. ২৩ আগস্ট ২০২৪ কোন দেশ ICSID'র সদস্যপদ লাভ করে?
ক চীন খ ভেনেজুয়েলা গ নিরক্ষীয় গিনি ঘ হন্ডুরাস

১৪. স্থায়ী সালিশি আদালতের (PCA) বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
ক ১২১টি খ ১২২টি গ ১২৩টি ঘ ১২৪টি

১৫. ১১ আগস্ট ২০২৪ কোন দেশ PCA'র ১২৩তম সদস্যপদ লাভ করে?
ক জিবুতি খ আফগানিস্তান গ মঙ্গোলিয়া ঘ ভানুয়াতু

রিপোর্ট-সমীক্ষা

১৬. Lloyd's List'র ২০২৪ সালের কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের বৈশ্বিক তালিকায় ব্যস্ততম বন্দর কোনটি?
ক সিঙ্গাপুর বন্দর খ সাংহাই বন্দর, চীন
গ বুসান বন্দর, দ. কোরিয়া ঘ নিংবো জওশান বন্দর, চীন

১৭. Lloyd's List'র ২০২৪ সালের কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের বৈশ্বিক তালিকায় চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান কত?
ক ৫৮তম খ ৬৭তম গ ৭০তম ঘ ৭৬তম

বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান ২০২৩

১৮. তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক চীন খ বাংলাদেশ গ ভিয়েতনাম ঘ ভারত

১৯. একক দেশ হিসেবে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক ১ম খ ২য় গ ৩য় ঘ ৪র্থ

২০. একক দেশ হিসেবে বিশ্বে তৈরি পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক যুক্তরাষ্ট্র খ জাপান গ যুক্তরাজ্য ঘ হংকং

২১. একক দেশ হিসেবে বস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক তুরস্ক খ যুক্তরাষ্ট্র গ ভারত ঘ চীন

২২. একক দেশ হিসেবে বিশ্বে বস্ত্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক যুক্তরাষ্ট্র খ ভিয়েতনাম গ চীন ঘ বাংলাদেশ

২৩. একক দেশ হিসেবে বিশ্বে বস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক ২য় খ ৩য় গ ৪র্থ ঘ ৫ম

ক্রীড়াঙ্গন

২৪. ৩৪তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ক ১৪-৩০ জুন ২০২৮ খ ১৪-৩০ জুলাই ২০২৮
গ ১৪-৩০ আগস্ট ২০২৮ ঘ ১৪-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৮

২৫. ৩৪তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ক বেইজিং (চীন) খ সিউল (দ. কোরিয়া)
গ লস অ্যাঞ্জেলেস (যুক্তরাষ্ট্র) ঘ ব্রিসবেন (অস্ট্রেলিয়া)

উত্তর

১. গ
২. ঘ
৩. ঘ
৪. গ
৫. ঘ
৬. ক
৭. ঘ
৮. গ
৯. গ
১০. ঘ
১১. ক
১২. গ
১৩. গ
১৪. গ
১৫. ঘ
১৬. খ
১৭. খ
১৮. ক
১৯. খ
২০. ক
২১. ঘ
২২. ক
২৩. গ
২৪. খ
২৫. গ

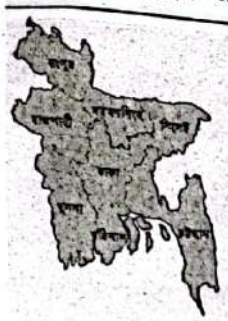

সংবাদ সমাচার

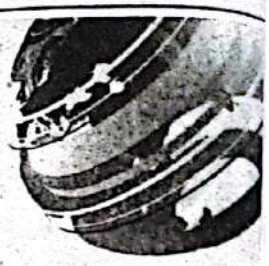

আগস্ট

আন্তর্জাতিক ♦ ০১.০৮.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
— রাশিয়া ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় বন্দিবিনিময়ের ফলে মুক্তি পান মার্কিন সাংবাদিক গার্শকোভিচসহ ২৬ জন।

আন্তর্জাতিক ♦ ০২.০৮.২০২৪ | শুক্রবার
— যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত খালিদ শেখ মোহাম্মদের সঙ্গে করা চুক্তিটি বাতিলের ঘোষণা দেয় মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন।

বাংলাদেশ ♦ ০৩.০৮.২০২৪ | শনিবার
— বিশ্ববিদ্যালয়, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রস্তাবিত পেনশন ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশ ♦ ০৪.০৮.২০২৪ | রবিবার
— ঢাকাসহ বিভাগীয় সদর, জেলা সদর এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়।

বাংলাদেশ ♦ ০৬.০৮.২০২৪ | মঙ্গলবার
— বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি লাভ।
— রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।
— ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক
— ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধা হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর নতুন প্রধান হিসেবে ইয়াহিয়া সিনওয়ারের নাম ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ ♦ ০৭.০৮.২০২৪ | বুধবার
— শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় শ্রম আদালতের দেওয়া কারাদণ্ড থেকে খালাস পান ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

আন্তর্জাতিক
— থাইল্যান্ডের আদালত মুভ ফরোয়ার্ড পার্টিকে বিলুপ্ত করার নির্দেশ দেয়।
— তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট কাইস সাইদ দেশটির প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে আহমেদ হাচানিকে বরখাস্ত করেন।

বাংলাদেশ ♦ ০৯.০৮.২০২৪ | শুক্রবার
— অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম অনানুষ্ঠানিক বৈঠক।
— ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করা হয়।

আন্তর্জাতিক
— হিজাব, বোরকা, টুপি বা নিকাব নিষিদ্ধ করা নিয়ে মুম্বাইয়ের এক কলেজের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট।

বাংলাদেশ ♦ ১০.০৮.২০২৪ | শনিবার
— প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতি পদত্যাগ করেন।
— কিংবদন্তি চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের ১০০তম জন্মবার্ষিকী পালিত।
— ছাত্র আন্দোলনে নিহত রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বাংলাদেশ ♦ ১১.০৮.২০২৪ | রবিবার
— অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন বিধান রঞ্জন রায় ও সুপ্রদীপ চাকমা।
— ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের করা মামলা থেকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ আসামিকে খালাস দেয়।

আন্তর্জাতিক
— ৩৩তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের সমাপ্তি।

বাংলাদেশ ♦ ১২.০৮.২০২৪ | সোমবার
— দেশের সড়ক-মহাসড়ক, ফ্লাইওভার, টানেল, ফেরি ও এক্সপ্রেসওয়েতে অ্যাম্বুলেন্স থেকে টোল আদায় না করতে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

আন্তর্জাতিক
— ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানী নুসানতারায় প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো।

বাংলাদেশ ♦ ১৩.০৮.২০২৪ | মঙ্গলবার
— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঘোষিত ১৫ আগস্টের সাধারণ ছুটি বাতিল করা হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পুনর্বণ্টনকৃত মন্ত্রণালয়

২৭ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের মন্ত্রণালয় ও বিভাগ পুনর্বণ্টন করায় সেপ্টেম্বর ২০২৪ সংখ্যার ৩৩নং পৃষ্ঠার আপডেট নিম্নরূপ—

ড. মুহাম্মদ ইউনূস	মন্ত্রণালয় ➤ প্রতিরক্ষা • খাদ্য • জনপ্রশাসন • বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন। বিভাগ ➤ মন্ত্রিপরিষদ • সশস্ত্র বাহিনী
সালেহ উদ্দিন আহমেদ	অর্থ • বাণিজ্য • বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
হাসান আরিফ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় • ভূমি
ব্রি.জে. (অব:) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন	বস্ত্র ও পাট • নৌ-পরিবহন
শারমীন এস মুরশিদ	সমাজকল্যাণ • মহিলা ও শিশু বিষয়ক

—ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় পুলিশের গুলিতে মুদি দোকানের মালিক আবু সাঈদের মৃত্যুর ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের।
—অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক-ই-আজম বীরপ্রতীক।
—সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নবনিযুক্ত চার বিচারপতি শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ♦ ১৪.০৮.২০২৪ | বুধবার
—সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা।
—উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪'; 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪'; 'জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এবং 'উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর খসড়া অনুমোদন।

আন্তর্জাতিক
—বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এমপক্স নিয়ে বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে।
—সাংবিধানিক আদালতের রায়ে ক্ষমতাচ্যুত হন থাই প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিন।

বাংলাদেশ ♦ ১৫.০৮.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৯তম শাহাদতবার্ষিকী পালিত।
—বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ ২৮ দিন বন্ধ থাকার পর চট্টগ্রামসহ সারাদেশে আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল শুরু।

বাংলাদেশ ♦ ১৬.০৮.২০২৪ | শুক্রবার
—অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন আরও চার উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ।

আন্তর্জাতিক
—থাইল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রাকে বেছে নেয় দেশটির পার্লামেন্ট।

বাংলাদেশ ♦ ১৭.০৮.২০২৪ | শনিবার
—ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'থার্ড ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ সামিট-২০২৪'-এ ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
—বিশ্বে দ্রুতগতিতে মাঙ্কিপক্স বা এমপক্স ছড়িয়ে পড়ায় দেশের তিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সতর্কতা জারি করে।
—'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪'; 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪'; 'জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এবং 'উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' জারি।

বাংলাদেশ ♦ ১৮.০৮.২০২৪ | রবিবার
—নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত।
—দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ৬০ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ৩২৩ পৌরসভার মেয়র ও ৪৯৩ উপজেলা চেয়ারম্যানকে অপসারণ করে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করে স্থানীয় সরকার বিভাগ।

বাংলাদেশ ♦ ১৯.০৮.২০২৪ | সোমবার
—দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে অপসারণ করে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়।
—সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করে হাইকোর্ট।

আন্তর্জাতিক
—যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্রেটিক পার্টির চারদিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন শুরু।

বাংলাদেশ ♦ ২০.০৮.২০২৪ | মঙ্গলবার
—শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে চলমান এইচএসসি ও সমমানের স্থগিত সব পরীক্ষা বাতিল করা হয়।

বাংলাদেশ ♦ ২১.০৮.২০২৪ | বুধবার
—আমার বাংলাদেশ পার্টিকে (এবি পার্টি) নিবন্ধন দেয় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

বাংলাদেশ ♦ ২২.০৮.২০২৪ | বৃহস্পতিবার
—অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় গুমের ঘটনাগুলো তদন্তে কমিশন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত।
—অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়।
—ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় হত্যাকাণ্ডসহ সামগ্রিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্তে জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দল ঢাকায় পৌঁছেন।
—সরকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সংসদ-সদস্যদের (এমপি) জন্য বরাদ্দকৃত সব কূটনৈতিক (লাল) পাসপোর্ট বাতিল করে।

আন্তর্জাতিক
—যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনে কমলা হ্যারিসের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় মনোনয়ন তুলে দেওয়া হয়।
—বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

আন্তর্জাতিক ♦ ২৩.০৮.২০২৪ | শুক্রবার
—মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন জানান রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র।

বাংলাদেশ ♦ ২৫.০৮.২০২৪ | রবিবার
—অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

আন্তর্জাতিক
—হন্ডুরাস ICSID'র সদস্যপদ ত্যাগ করে।

বাংলাদেশ ♦ ২৭.০৮.২০২৪ | মঙ্গলবার
—জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী।

শীর্ষ সংবাদ

৫ আগস্ট : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন।
৮ আগস্ট : ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ গ্রহণ।
১১ আগস্ট : দেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করেন সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
১৩ আগস্ট : বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৩তম গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান আহসান এইচ মনসুর।
১৮ আগস্ট : থাইল্যান্ডের কনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা।
২৫ আগস্ট : পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রথম টেস্ট জয়।

CamScanner

সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

প্রশ্ন: দেশে প্রথম স্পোর্টস ইনস্টিটিউট তৈরি করার ঘোষণা দেওয়া হয় কবে?
উত্তর: ১৮ আগস্ট ২০২৪।
প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক ঋণমান নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠান এসঅ্যান্ডপি গ্লোবালের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্রেডিট রেটিং কত?
উত্তর: বি প্লাস (B+)।
প্রশ্ন: 'দ্য কনভেনশন অন এবোলিশিং দ্য রিকোয়ারমেন্ট অব লিগালাইজেশন অব ফরেন পাবলিক ডকুমেন্ট'-এ বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হয় কবে?
উত্তর: ২৯ জুলাই ২০২৪।
প্রশ্ন: সর্বজনীন পেনশন স্কিম 'প্রত্যয়' বাতিল করা হয় কবে?
উত্তর: ৩ আগস্ট ২০২৪।
প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলের উদ্ভাবিত সয়াবিনের জাতটির নাম কী?
উত্তর: বিইউ সয়াবিন-৫।
প্রশ্ন: বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নরের নাম কী?
উত্তর: আহসান এইচ মনসুর।
প্রশ্ন: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কতজন নারী উপদেষ্টা রয়েছে?
উত্তর: ৪ জন।
প্রশ্ন: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন (Anti-discrimination Students Movement) গঠিত হয় কবে?
উত্তর: ১ জুলাই ২০২৪।
প্রশ্ন: বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক ((IGP) কে?
উত্তর: মো. ময়নুল ইসলাম।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের ১৭তম অ্যাটর্নি জেনারেল কে?
উত্তর: মো. আসাদুজ্জামান।
প্রশ্ন: ত্রিপুরার ডুম্বুর বাঁধ কোন নদীর ওপর অবস্থিত?
উত্তর: গোমতী।

আন্তর্জাতিক

প্রশ্ন: ৮ আগস্ট ২০২৪ ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিংকে বৈধতা দেয় কোন দেশ?
উত্তর: রাশিয়া।
প্রশ্ন: ২০২৪ সালের মার্কিন নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের রানিংমেট নির্বাচিত হন কে?
উত্তর: টিম ওয়ালেজ।
প্রশ্ন: তুরস্ক-ইরাকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয় কবে?
উত্তর: ১৫ আগস্ট ২০২৪।
প্রশ্ন: চীনের পর দ্বিতীয় দেশ হিসেবে কোন দেশ আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত গ্রহণ করে?
উত্তর: আরব আমিরাত।
প্রশ্ন: আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (UAE) মনোনীত করা হয়?
উত্তর: মাওলানা বদরুদ্দিন হাক্কানি।
প্রশ্ন: ইন্দোনেশিয়ার প্রস্তাবিত নতুন রাজধানী নুসানতারায় প্রথমবারের মতো মন্ত্রিসভার বৈঠক হয় কবে?
উত্তর: ১২ আগস্ট ২০২৪।
প্রশ্ন: ৬ আগস্ট ২০২৪ ইউক্রেনের সেনারা রাশিয়ার কোন ভূখণ্ডে অভিযান শুরু করে?
উত্তর: কুরস্ক।
প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস কবে পালিত হয়?
উত্তর: ৩০ আগস্ট।
প্রশ্ন: ১৯ আগস্ট ২০২৪ 'ভয়েস অব দ্য গ্লোবাল সাউথ' শীর্ষ সম্মেলন ভার্চুয়ালি কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: নয়াদিল্লি, ভারত।
প্রশ্ন: ইরানের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচিত হন কে?
উত্তর: আব্বাস আরাকচি।
প্রশ্ন: ৬ আগস্ট ২০২৪ হামাসের নতুন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
উত্তর: ইয়াহিয়া সিনওয়ার।
প্রশ্ন: থাইল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
উত্তর: পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা।
প্রশ্ন: বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম হীরার সন্ধান পাওয়া যায় কোন দেশে?
উত্তর: আফ্রিকার বতসোয়ানায়।
প্রশ্ন: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যাংক সিঙ্গাপুরের ডিবিএস গ্রুপের প্রথম নারী নির্বাহীর নাম কী?
উত্তর: তান সু শান।
প্রশ্ন: Decade of action for cryospheric sciences-এর সময়কাল—
উত্তর: ২০২৫-২০৩৪।
প্রশ্ন: ICSID'র বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর: ১৬৬টি।
প্রশ্ন: ২৫ আগস্ট ২০২৪ কোন দেশ ICSID ত্যাগ করে?
উত্তর: হন্ডুরাস।
প্রশ্ন: বৈশ্বিক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর: চীন।
প্রশ্ন: বৈশ্বিক আমদানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রশ্ন: বাংলাদেশ ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত কতটি টেস্টে জয় লাভ করে?
উত্তর: ২০টি।
প্রশ্ন: ২৫ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশ কোন দেশের সাথে টেস্টে জয় লাভ করে?
উত্তর: পাকিস্তান।
প্রশ্ন: টেস্ট ক্রিকেটের ১৫০ বছর পূর্তিতে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড বিশেষ ম্যাচ কবে অনুষ্ঠিত হবে?
উত্তর: ২০২৭ সালের মার্চে।
প্রশ্ন: বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (BCB)-এর ১৭তম সভাপতি হন কে?
উত্তর: ফারুক আহমেদ।
প্রশ্ন: ২০২৪ সালের ৩৩তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে সর্বাধিক পদক লাভ করে কোন দেশ?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন: প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪ এ স্বর্ণজয়ী শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র (৪০টি)।
প্রশ্ন: প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪ ম্যারাথনে (পুরুষ) চ্যাম্পিয়ন হন কে?
উত্তর: তামিরাত তোলা (ইথিওপিয়া)।

Recent Info Inquiry

Bangladesh

Ques : Newly appointed chief justice of Bangladesh—
Ans : Syed Refaat Ahmed since 10 August 2024.
Ques : On what date members of the interim government took oath?
Ans : 8 August 2024.
Ques : Who was appointed chief of interim government?
Ans : Dr. Muhammad Yunus.
Ques : What is the position of Chattrogram in 100 top ports globally this year, according Lloyd's List?
Ans : 67th.
Ques : On 10 July 2024 Bangladesh becomes member of which security group?
Ans : Colombo Security Conclave (CSC).
Ques : The highest source of remittance for Bangladesh in fiscal year 2023-2024—
Ans : United Arab Emirates.
Ques : Position of Bangladesh in AI Prepared Index (AIPI) by IMF—
Ans : 113th out of 174 countries.
Ques : On 29 July 2024 Bangladesh joined which international convention?
Ans : Apostille Convention of 1961.
Ques : On what date 'Anti-discrimination Students Movement' was formed?
Ans : 1 July 2024.
Ques : What is cloudburst?
Ans : A cloudburst is an extreme amount of precipitation in a short period of time, sometimes accompanied by hail and thunder, which is capable of creating flood conditions.
Ques : On what date Abu Sayed, a quota reform protester, died?
Ans : 16 July 2024.

International

Ques : Recently which region of Russia was struck directly by Ukrainian force?
Ans : Kursk region.
Ques : On 14 August which disease was declared a global emergency by WHO?
Ans : Mpox (monkeypox).
Ques : Which European country saw huge anti-immigration riot recently?
Ans : United Kingdom.
Ques : On which ground Thailand's Constitutional Court removed Prime Minister Srettha Thavisin?
Ans : For appointing a minister with a criminal conviction.
Ques : Thailand's new, youngest prime minister—
Ans : Paetongtarn Shinawatra.
Ques : Who was the host of the 3rd edition of the Voice of Global Summit (VOGSS) inaugurated on 17 August 2024?
Ans : Prime minister Narendra Modi.
Ques : On what date India-administered Kashmir will hold local elections?
Ans : 18 September 2024.
Ques : Which country is going to hold BIMSTEC summit on 4 September 2024?
Ans : Thailand.
Ques : On what date The Supreme Court of India barred a decision banning 'hijab, burqa, cap and naqab' on the campus?
Ans : 9 August 2024.
Ques : First female Chancellor of Exchequer in the history of UK—
Ans : Rachel Reeves.
Ques : On 10 July 2024 NATO's 75th summit was held in—
Ans : Washington DC.
Ques : First country in Mercosur trade bloc to ratify agreement with Palestine—
Ans : Brazil.
Ques : As a boost to its war effort Ukraine received which type of fighter jet from USA?
Ans : F-16.
Ques : On 7 August 2024 Thailand's Constitutional Court dissolved which political party?
Ans : Move Forward Party.
Ques : In which place Indonesian President Joko Widodo held his first cabinet meeting?
Ans : Future capital of Nusantara.
Ques : What is VSAT?
Ans : Very Small Aperture Terminal.
Ques : What is TURKSAT 6A?
Ans : Communication satellite made by Turkey.
Ques : What is 'Sarco Capsule'?
Ans : A suicide pod made by Switzerland.

Sports

Ques : Winner of gold medal in men's 100 metres event at the 2024 Summer Olympics—
Ans : Noah Lyles (USA).
Ques : Motto of 2024 Summer Olympics—
Ans : Games Wide Open.
Ques : Paris Olympic 2024 total medal won by USA—
Ans : 126.
Ques : 2026 Winter Olympic will be held in—
Ans : Italy.
Ques : Which country is to hold Asia Cup 2025?
Ans : India.

CamScanner

দৃষ্টিজুড়ে বাংলাদেশ ও বিশ্ব

নব-নিযুক্ত : বাংলাদেশ

সিনিয়র সচিব

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ : ড. শেখ আব্দুর রশিদ; নিয়োগ ১৭ আগস্ট ২০২৪।
- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ : মো. এহছানুল হক; নিয়োগ ১৭ আগস্ট ২০২৪।
- জননিরাপত্তা বিভাগ : ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন; নিয়োগ ১৭ আগস্ট ২০২৪।
- জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় : ড. নাসিমুল গনি; নিয়োগ ১৭ আগস্ট ২০২৪।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় : মো. মোকাব্বির হোসেন; নিয়োগ ১৭ আগস্ট ২০২৪।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ : এম এ আকমল হোসেন আজাদ; নিয়োগ ২০ আগস্ট ২০২৪।

সচিব

- রেলপথ মন্ত্রণালয় : আব্দুল বাকী; নিয়োগ ২০ আগস্ট ২০২৪।
- পরিকল্পনা কমিশন : মো. জাহাঙ্গীর আলম; নিয়োগ ২০ আগস্ট ২০২৪।

চেয়ারম্যান

- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) : খন্দকার রাশেদ মাকসুদ; ১৮ আগস্ট ২০২৪ চার বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়।
- চট্টগ্রাম বন্দর : রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান; দায়িত্ব গ্রহণ ১১ আগস্ট ২০২৪।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) : ড. শেখ আব্দুর রশীদ; ১৩ আগস্ট ২০২৪ তিনি তিন বছরের জন্য নিয়োগ পান।
- রূপালী ব্যাংক পিএলসি : নজরুল হুদা; ১৩ আগস্ট ২০২৪ তাকে ৩ বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়।
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স : আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী; নিয়োগ ১৮ আগস্ট ২০২৪।
- বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) : এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া; নিয়োগ ৯ আগস্ট ২০২৪।
- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC) : জালাল আহমেদ; ২২ আগস্ট ২০২৪ তিন বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়।
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB) : মো. রেজাউল করিম; নিয়োগ ২২ আগস্ট ২০২৪।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) : মো. আবদুর রহমান খান; নিয়োগ ১৪ আগস্ট ২০২৪।

মহাপরিচালক

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর : অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ রোবেদ আমিন; নিয়োগ ১৮ আগস্ট ২০২৪।
- প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (PIB) : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন; নিয়োগ ২২ আগস্ট ২০২৪।
- প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (DGFI) : মেজর জেনারেল মো. ফয়জুর রহমান, নিয়োগ ১২ আগস্ট ২০২৪
- বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী : মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ; নিয়োগ ১২ আগস্ট ২০২৪
- জাতীয় গোয়েন্দা নিরাপত্তা সংস্থা (NSI) : মেজর জেনারেল আবু মোহাম্মদ সরোয়ার ফরিদ; নিয়োগ ১৩ আগস্ট ২০২৪।
- ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (NTMC) : মেজর জোনারেল আ স ম রিদওয়ানুর রহমান; নিয়োগ ১৫ আগস্ট ২০২৪।

সভাপতি

- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (BCB) : ফারুক আহমেদ; নির্বাচিত হন ২১ আগস্ট ২০২৪।
- বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (BGMEA) : খন্দকার রফিকুল ইসলাম; নিয়োগ ২৪ আগস্ট ২০২৪।
- বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BKMEA) : মোহাম্মদ হাতেম; নিয়োগ ২৫ আগস্ট ২০২৪।

বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক

৬ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশ পুলিশের নতুন মহাপরিদর্শক (IGP) হিসেবে নিয়োগ পান মো. ময়নুল ইসলাম, এনডিসি। ৭ আগস্ট তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মো. ময়নুল ইসলাম পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১ জানুয়ারি ১৯৯১ তিনি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন।

র‍্যাব মহাপরিচালক

৭ আগস্ট ২০২৪ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (RAB) নতুন মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান এ কে এম শহিদুর রহমান, পিপিএম, এনডিসি। ৮ আগস্ট র‍্যাবের ১১তম মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

DMP'র কমিশনার

৭ আগস্ট ২০২৪ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (DMP) নতুন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পান মো. মাইনুল হাসান, পিপিএম-সেবা, এনডিসি।

মলদোভার বর্তমান রাষ্ট্রপতি মাইয়া সান্দু

CamScanner

উপাচার্য *[নিয়োগ ২৭ আগস্ট ২০২৪]*

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ।

বিবিধ

- প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব : শফিকুল ইসলাম ; নিয়োগ ১৩ আগস্ট ২০২৪।
- প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক : লামিয়া মোরশেদ; নিয়োগ ১৪ আগস্ট ২০২৪।
- প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী : লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ; নিয়োগ ২২ আগস্ট ২০২৪।
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা : মাহবুব মোর্শেদ; নিয়োগ ১৭ আগস্ট ২০২৪।
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা : এ কে এম সহিদ উদ্দিন; নিয়োগ ১৫ আগস্ট ২০২৪।
- পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (PBI) প্রধান : মো. তওফিক মাহবুব চৌধুরী; নিয়োগ ১৩ আগস্ট ২০২৪।
- অপরাধ তদন্ত বিভাগের (CID) প্রধান : এ এফ এম আনজুমান কালাম; নিয়োগ ১৩ আগস্ট ২০২৪
- কমান্ড্যান্ট, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (MIST) : মেজর জেনারেল মো. নাসিম পারভেজ; নিয়োগ ১২ আগস্ট ২০২৪।
- মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর : ব্রি. জে. সৈয়দ মোহাম্মদ মোতাহের হোসেন; নিয়োগ ১১ আগস্ট ২০২৪।
- কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী : লে. জে. আহম্মদ তাবরেজ শামস চৌধুরী; নিয়োগ ৬ আগস্ট ২০২৪।
- চিফ অব জেনারেল স্টাফ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী : লে. জে. মিজানুর রহমান শামীম; নিয়োগ ৬ আগস্ট ২০২৪।
- কমান্ড্যান্ট, ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স (NDC) : লে. জে. মোহাম্মদ শাহীনুল হক; নিয়োগ ৬ আগস্ট ২০২৪।

অ্যাটর্নি জেনারেল

৮ আগস্ট ২০২৪ অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. আসাদুজ্জামান। তিনি বাংলাদেশের ১৭তম অ্যাটর্নি জেনারেল। তিনি ১৬তম অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিনের স্থলাভিষিক্ত হন। ১৩ আগস্ট ২০২৪ তিনজন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ও ৯ জন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলও নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি।

আপিল বিভাগে নতুন বিচারপতি

১২ আগস্ট ২০২৪ রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন হাইকোর্ট বিভাগের চার বিচারপতিকে আপিল বিভাগে নিয়োগ দেন। নিয়োগ পাওয়া চার বিচারপতি হলেন— জুবায়ের রহমান চৌধুরী, সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল করিম, মো. রেজাউল হক ও এস এম এমদাদুল হক। তাদের নিয়ে আপিল বিভাগের মোট বিচারপতি ৬ জন।

নব-নিযুক্ত : আন্তর্জাতিক

প্রেসিডেন্ট

- আইসল্যান্ড : হাল্লা টমাসদোত্তির; দায়িত্ব গ্রহণ ১ আগস্ট ২০২৪। তিনি দেশটির দ্বিতীয় নারী প্রেসিডেন্ট।

প্রধানমন্ত্রী

- মৌরিতানিয়া : মোখতার ওউলদ জায়ে; দায়িত্ব গ্রহণ ২ আগস্ট ২০২৪।
- তিউনিসিয়া : কামেল মাদৌরী; দায়িত্ব গ্রহণ ৭ আগস্ট ২০২৪।
- নিরক্ষীয় গিনি : মানুয়েল ওসা এনসু এনসুয়া; দায়িত্ব গ্রহণ ১৭ আগস্ট ২০২৪।

২৫তম প্রধান বিচারপতি

১০ আগস্ট ২০২৪ হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারক বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদকে বাংলাদেশের ২৫তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১১ আগস্ট ২০২৪ রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তাকে শপথবাক্য পাঠ করান। তার পিতা ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারে সাবেক উপদেষ্টা ও সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন। আর মা ভাষা সৈনিক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ড. সুফিয়া আহমেদ বাংলাদেশের প্রথম নারী জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন। সৈয়দ রেফাত আহমেদ ২৭ এপ্রিল ২০০৩ হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত হন। ২৭ এপ্রিল ২০০৫ হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আল্টিমেটামের মুখে ১০ আগস্ট ২০২৪ পদত্যাগ করেন বাংলাদেশের ২৪তম প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

১৩ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৩তম গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান অর্থনীতিবিদ ও গবেষক আহসান এইচ মনসুর। তাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ দেয়ার জন্য 'Bangladesh Bank (Amendment) Ordinance, 2024' জারি করে গভর্নর পদের বয়সসীমা ৬৭ বছর তুলে দেওয়া হয়। কারণ, আহসান এইচ মনসুরের বয়স এখন ৭২ বছর ৮ মাস। এর আগে ৯ জুলাই ২০২০ জাতীয় সংসদে বিল পাস করে গভর্নরের বয়সসীমা ৬৫-৬৭ বছর করা হয়।

মলদোভার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডোরিন রিসেন

লোকান্তর

♦ **বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (১ মার্চ ১৯৪৪-৮ আগস্ট ২০২৪) :** ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, বাম নেতা ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৬ নভেম্বর ২০০০-১৩ মে ২০১১পর্যন্ত টানা ১১ বছর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের দ্বিতীয় ও শেষ মুখ্যমন্ত্রী। আর উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ১২ জানুয়ারি ১৯৯৯-৫ নভেম্বর ২০০০ পর্যন্ত। একজন কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি ছিল তার। ২৫ জানুয়ারি ২০২২ কেন্দ্রীয় সরকার পদ্মভূষণে মনোনিত করলে বুদ্ধদেব বসু তা প্রত্যাখ্যান করেন।

♦ **মিহির লালা (৪ জানুয়ারি ১৯৪১-১৭ আগস্ট ২০২৪) :** স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠসৈনিক ও শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী শতবর্ষীয় সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র 'আর্য্য সংগীত সমিতি' ও 'সুরেন্দ্র সংগীত বিদ্যাপীঠ'এ। ২০১৮ সালে তিনি জাতীয় শিল্পকলা একাডেমি পদক পান।

♦ **সুসান ওয়াজসিকি (৫ জুলাই ১৯৬৮-৯ আগস্ট ২০২৪) :** ইউটিউবের প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)। ১৯৯৮ সালে বিশ্বখ্যাত সার্চ ইঞ্জিন গুগলের প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ এবং সার্জে ব্রিন তাদের প্রথম অফিস শুরু করেন সুসান ওয়াজসিকি ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়ির গ্যারেজে।

♦ **ইসা হায়াতু (৯ আগস্ট ১৯৪৬-৮ আগস্ট ২০২৪) :** আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের (FIFA) সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট। তিনি ১০ মার্চ ১৯৮৮-১৬ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত Confederation of African Football (CAF)-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৮ অক্টোবর ২০১৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ফিফার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

♦ **কুনওয়ার নটওয়ার সিং (১৬ মে ১৯২৯-১০ আগস্ট ২০২৪) :** ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি ২২ মে ২০০৪-৬ ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন।

♦ **এডনা ও'ব্রিয়েন (১৫ ডিসেম্বর ১৯৩০-২৭ জুলাই ২০২৪) :** আয়ারল্যান্ডের কবি, নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত তার প্রথম উপন্যাসের নাম 'দ্য কান্ট্রি গার্লস'।

♦ **এম সিরাজুল ইসলাম (১৯৩৩-১১ আগস্ট ২০২৪) :** সাবেক রাষ্ট্রদূত। ১৯৭৫-৭৬ সালে তিনি কানাডার ব্রক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি খেলাধুলার সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে তাকে টেনিসে ব্লু পদক দেওয়া হয়। ১৯৭৬-১৯৯০ এবং ১৯৮৮-১৯৯০ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিজ্ঞান জাদুঘরের পরিচালক ছিলেন তিনি।

♦ **শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (৩১ জুলাই ১৯৩১-৯ আগস্ট ২০২৪) :** প্রকৌশলী এবং তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক। তিনি খুলনার দৌলতপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৯ আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির 'মার্ক্সবাদী' নামক পত্রিকা বহন করার ফলশ্রুতিতে গ্রেপ্তার হন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হন। পরে 'শহীদুল্লাহ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস' নামে একটি স্থাপত্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ রক্ষায় জনসচেতনতা তৈরিতে 'তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

গোলাম মুরশিদ

(৮ এপ্রিল ১৯৪০-২২ আগস্ট ২০২৪)

নন্দিত লেখক ও গবেষক। তার জন্ম বরিশালের উজিরপুরে। পড়াশোনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের গবেষণা-সহযোগী ছিলেন। লন্ডনের বিবিসি বাংলা বিভাগে সাংবাদিকতা করেন গোলাম মুরশিদ।

উল্লেখযোগ্য

প্রবন্ধ-গবেষণা ➤ আশার ছলনে ভুলি • কালান্তরে বাংলা গদ্য • রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারীপ্রগতির একশো বছর • স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি • হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি • বিলেতে বাঙালির ইতিহাস • রেনেসন্স বাংলার রেনেসন্স • হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক • উজান স্রোতে বাংলাদেশ • মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস।

সম্পাদনা ➤ বিদ্যাসাগর • বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান।

সম্মাননা ➤ বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮২) • প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার (১৪১২) • একুশে পদক ২০২১ • ১৪৩০ বঙ্গাব্দের আনন্দ পুরস্কার।

দিবস প্রতিপাদ্য : আগস্ট

১ : বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস।
৪ : (আগস্ট মাসের প্রথম রবিবার) বন্ধু দিবস।
৯ : জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস।
: আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস।
১২ : আন্তর্জাতিক যুব দিবস। প্রতিপাদ্য— ক্লিকে প্রগতি : টেকসই উন্নয়নের পথে ডিজিটাল যুবসমাজের পথপরিক্রমা।
: বিশ্ব হাতি দিবস।
১৩ : আন্তর্জাতিক বাঁহাতি দিবস।
১৫ : জাতীয় শোক দিবস।
১৭ : নদী অধিকার দিবস।
১৯ : বিশ্ব মানবতা দিবস।
: বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস।
২০ : বিশ্ব মশা দিবস।
২৩ : দাস ব্যবসা ও এর বিলোপ স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস।
২৯ : পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস।
৩০ : বলপূর্বক অন্তর্ধানের শিকার ব্যক্তিবর্গের আন্তর্জাতিক দিবস।

সপ্তাহ

- ১-৭ আগস্ট : বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ। প্রতিপাদ্য— ক্লোসিং দ্য গ্যাপ : ব্রেস্ট ফিডিং সাপোর্ট ফর অল।

রিপোর্ট-সমীক্ষা

■ **বিশ্বের ১০০ ব্যস্ততম কনটেইনার বন্দর**
প্রকাশ : আগস্ট ২০২৪ ‖ প্রকাশক : শিপিং জার্নাল Lloyd's List।
প্রতিবেদন অনুযায়ী—
বিশ্বের ব্যস্ততম কনটেইনার বন্দর চীনের সাংহাই বন্দর, দ্বিতীয় সিঙ্গাপুর বন্দর ♦ **চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ৬৭তম।**

■ **বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান ২০২৩**
প্রকাশ : আগস্ট ২০২৪ ‖ প্রকাশক : বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)।

- ♦ বৈশ্বিক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ : চীন • আমদানিতে শীর্ষ দেশ : যুক্তরাষ্ট্র।
- ♦ বস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ : চীন • আমদানিতে শীর্ষ দেশ : যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ : চতুর্থ।
- ♦ পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ : চীন, বাংলাদেশ : দ্বিতীয় • আমদানিতে শীর্ষ দেশ : যুক্তরাষ্ট্র।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক টেস্ট জয়

২৫ আগস্ট ২০২৪ রাওয়ালপিন্ডিতে স্বাগতিক পাকিস্তানকে বিপক্ষে প্রথম টেস্ট জয় পায় বাংলাদেশ। এর আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৩ টেস্ট খেলে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ছিল ২০১৫ সালে খুলনা টেস্ট ড্র। ১৪তম টেস্টে বাংলাদেশ ঐতিহাসিক জয় পায়। দেশের বাইরে বাংলাদেশের এটি সপ্তম জয়, সব মিলিয়ে ২০তম। অন্যদিকে টেস্টে বাংলাদেশের এটিই প্রথম ১০ উইকেটে জয়। পাকিস্তান নবম প্রতিপক্ষ, যাদের টেস্টে হারায় বাংলাদেশ। বাকি রইল শুধু ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

দেশওয়ারি বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট জয়

দেশ	সময়কাল	জয়লাভ	ম্যান অব দ্য ম্যাচ
জিম্বাবুয়ে	৬-১০ জানুয়ারি ২০০৫	২২৬ রানে	এনামুল হক জুনিয়র
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৯-১৩ জুলাই ২০০৯	৯৫ রানে	তামিম ইকবাল
ইংল্যান্ড	২৮-৩০ অক্টোবর ২০১৬	১০৮ রানে	মেহেদী হাসান মিরাজ
শ্রীলংকা	১৫-১৯ মার্চ ২০১৭	৪ উইকেটে	তামিম ইকবাল
অস্ট্রেলিয়া	২৭-৩০ আগস্ট ২০১৭	২০ রানে	সাকিব আল হাসান
নিউজিল্যান্ড	১-৫ জানুয়ারি ২০২২	৮ উইকেটে	ইবাদত হোসেন
আয়ারল্যান্ড	৪-৭ এপ্রিল ২০২৩	৭ উইকেটে	মুশফিকুর রহিম
আফগানিস্তান	১৪-১৭ জুন ২০২৩	৫৪৬ রানে	নাজমুল হাসান শান্ত
পাকিস্তান	২১-২৫ আগস্ট ২০২৪	১০ উইকেটে	মুশফিকুর রহিম

নারী টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৪

১৯ আগস্ট ২০২৪ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বোর্ডের (ICC) ভার্চুয়াল বোর্ড সভায় ২০২৪ সালের নবম নারী টি-২০ বিশ্বকাপ বাংলাদেশ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে স্থানান্তর করা হয়। এ বিশ্বকাপ আরব আমিরাতে হলেও বাংলাদেশই থাকবে আনুষ্ঠানিক আয়োজক। খেলা হবে দুবাই ও শারজাহর দু'টি ভেন্যুতে। পূর্বের সূচি অনুযায়ী ৩-২০ অক্টোবর ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের ১১৬তম ড্র : ৩১ জুলাই ২০২৪

- প্রথম পুরস্কার — টা. ৬,০০,০০০ — নং ০৯৩৪০৭৭
- দ্বিতীয় পুরস্কার — টা. ৩,২৫,০০০ — নং ০৬২৯২২০
- তৃতীয় পুরস্কার প্রতিটি ১,০০,০০০ টাকার; মোট ২টি। নং ০০১২২২১, নং ০১৬৮০১৮
- চতুর্থ পুরস্কার প্রতিটি ৫০,০০০ টাকার; মোট ২টি। নং ০১০১৬৮৬, নং ০৮৬২২৫০
- পঞ্চম পুরস্কার প্রতিটি ১০,০০০ টাকার; মোট ৪০টি।

০০২৯৪২৫	০২২৬৩২০	০৪৭৩৩৫০	০৬৫৭৭৬৮	০৮৫৫২৬৬
০০৭৪৩১১	০২৭০৩৭১	০৫৪৮৩৮৯	০৬৬৫১৭৯	০৮৬৬৫৪৭
০১১০১৯৬	০৩৯৯৬২৮	০৫৭৫২৯০	০৬৯১৮২৫	০৮৬৭৩০৩
০১৪৪৩৩৬	০৪১২৬৮৩	০৫৭৬০৬৮	০৭৪১৭১০	০৮৯১৩১৮
০১৫৪৯৪২	০৪৩৬৪৪১	০৬০৭০৮১	০৭৭৬৩০৫	০৯৩৬২৮১
০১৮৪৬৯৭	০৪৪৬৩২৯	০৬৪০৪১৯	০৮০৬৯৮৩	০৯৭২১৫৫
০১৮৫৯২১	০৪৫৯১৬৭	০৬৪৬৭০২	০৮১৫৭৫৫	০৯৭৫৫২২
০২০৭১৭৩	০৪৬৮৮৫৫	০৬৫৫০৫৬	০৮৩৫১৭২	০৯৯৫৯০৭

বি. দ্র. প্রাইজবন্ডের পুরস্কারের দাবি 'ড্র' এর তারিখ হতে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে গ্রহণযোগ্য।

CamScanner

স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি অপসারণ

১৮ আগস্ট ২০২৪ দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ৬০টি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ৪৯৩টি উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ৩২৩টি পৌরসভার মেয়রকে অপসারণ করা হয়। স্থানীয় সরকারের চার স্তরে সব মিলিয়ে ১,৮৭৬ জন জনপ্রতিনিধিকে অপসারণ করা হয়। এরপর স্থানীয় সরকার বিভাগের পৃথক আদেশে অপসারিত এ সকল পদে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৬ আগস্ট ২০২৪ 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪', 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪', 'জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' ও 'উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪'-এর খসড়া অনুমোদন করে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। পরে তা অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হয়।

শুল্কমুক্ত সুবিধায় UNOPS

জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের কাজের জন্য আমদানি করা পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয় বাংলাদেশ। দেশে এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩৩টি। ৩১ জুলাই ২০২৪ এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ হয় United Nations Office for Project Services (UNOPS)। UNOPS ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও দীর্ঘদিন বাংলাদেশে এর কোনো কার্যক্রম ছিল না। জাতিসংঘের কনভেনশন অন দ্য প্রিভিলেজেস অ্যান্ড ইমিউনিটিস অব স্পেশালাইজড এজেন্সিসের আওতায় এ ধরনের শুল্ক সুবিধা দেওয়া হয়।

S & P Global'র ঋণমান অবনমন

৩০ জুলাই ২০২৪ বাংলাদেশের সভরেন ক্রেডিট রেটিং (সার্বভৌম ঋণমান) অবনমন করে আন্তর্জাতিক ঋণমান নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠান এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল। প্রতিষ্ঠানটির নিরীক্ষায় এতদিন দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্রেডিট রেটিং ছিল 'বিবি মাইনাস' (BB-)। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের এ ঋণমান কমিয়ে 'বি প্লাস' (B+) করে দেওয়া হয়। তবে স্বল্প মেয়াদে ঋণমান অপরিবর্তিত (B) রাখার পাশাপাশি আউটলুক 'স্থিতিশীল' রাখে সংস্থাটি।

প্রত্যয় স্কিম বাতিল

১৭ আগস্ট ২০২৩ সর্বজনীন পেনশন স্কিমের উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেদিন থেকে প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা নামে চারটি স্কিম চালু হয়। পরে ১৩ মার্চ ২০২৪ রাষ্ট্রায়ত্ত, স্বশাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ বা সমজাতীয় সংস্থা এবং এদের অধীনস্থ অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং 'প্রত্যয়' নামে স্কিম ঘোষণা করা হয়। নানা আলোচনা সমালোচনার পর ৩ আগস্ট ২০২৪ প্রত্যয় পেনশন স্কিম বাতিল করা হয়।

১০ আগস্ট ১৯২৪ নড়াইলের মাছিমদিয়ার এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এস এম সুলতান। ১০ আগস্ট ২০২৪ তার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। পারিবারিক ডাক নাম লাল মিয়া। ১৯২৮ সালে নড়াইলের ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৩ সালে তিনি খাকসার আন্দোলনে যোগ দেন। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি বেড়িয়ে পড়েন উপমহাদেশের পথে পথে। ৭০ বছরের বোহেমিয়ান জীবনে চিত্রশিল্পী সুলতান তুলির আঁচড়ে দেশ, মাটি, মাটির গন্ধ আর ঘামে ভেজা মেহনতি মানুষের সঙ্গে নিজেকে একাকার করে সৃষ্টি করেন বিশ্ববিখ্যাত সব ছবি। ১৯৫০ সালে ইউরোপ সফরের সময় যৌথ প্রদর্শনীতে তার ছবি সমকালীন বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো, ডুফি, সালভেদর দালি, পল ক্লি, কনেট, মাতিসের ছবির সঙ্গে প্রদর্শিত হয়। কালোত্তীর্ণ এ শিল্পী ১৯৮২ সালে একুশে পদক, ১৯৮৪ সালে সরকারের রেসিডেন্সিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে স্বীকৃতি এবং ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতা পদক পান। ১০ অক্টোবর ১৯৯৪ যশোরে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। উল্লেখ্য, ১৯৭৬-এ আঁকা তার আইকনিক ছবি 'ফার্স্ট প্ল্যান্টেশন' এখন আমাদের দেশের জাতীয় সম্পদ।

খালেদা জিয়ার মুক্তি

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলার রায়ে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া কারাবন্দি হন। এ মামলার রায়ে ২ বছরের বেশি সময় কারাবন্দি ছিলেন তিনি। ২৫ মার্চ ২০২০ সরকারের নির্বাহী আদেশে দুই মামলার সাজা স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হয়। ৬ আগস্ট ২০২৪ আরেক নির্বাহী আদেশে পূর্ণাঙ্গভাবে মুক্তি দেওয়া হয় তাকে। ২০ মার্চ ১৯৯১ বিএনপি নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালের পর মোট পাঁচ বার তিনি আটক হন।

CamScanner

এপোস্টিল কনভেনশনে যুক্ত বাংলাদেশ

২৯ জুলাই ২০২৪ নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ শহরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'দ্য কনভেনশন অন এবোলিশিং দ্য রিকোয়ারমেন্ট অব লিগালাইজেশন অব ফরেন পাবলিক ডকুমেন্ট' বা এপোস্টিল কনভেনশন-১৯৬১ এর পক্ষভুক্ত হয় বাংলাদেশ। যা কার্যকর হবে ২৫ মার্চ ২০২৫। এর ফলে এখন থেকে সত্যায়ন করা নথিপত্র অন্য দেশে গিয়ে পুনরায় সত্যায়নের প্রয়োজন হবে না। নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ইস্যু করা এপোস্টিল সার্টিফিকেট ব্যবহার করলে বিদেশি দূতাবাস বা বিদেশি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা বিদেশি অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের সত্যায়নের জন্য শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে তাদের দ্বারস্থ হতে হবে না। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের মে মাসে মন্ত্রিসভায় এপোস্টল কনভেনশন স্বাক্ষরের অনুমোদন দেয় সরকার।

উচ্চফলনশীল সয়াবিনের নতুন জাত

সম্প্রতি গাজীপুরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল জলাবদ্ধতা সহনশীল উচ্চফলনের সয়াবিনের নতুন একটি জাত উদ্ভাবন করেন। জাতটির নামকরণ করা হয় বিইউ সয়াবিন-৫। জাতটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ অনুবিভাগে নিবন্ধন করা হয়।

দেশের পূর্বাঞ্চলের আকস্মিক বন্যা

দেশের পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যায় ফেনীসহ ১১ জেলার ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হয়। ১৯ আগস্ট ২০২৪ থেকে টানা তিন দিন প্রবল বর্ষণ আর উজান থেকে আসা ঢল দেশের পূর্বাঞ্চলকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। চলমান বন্যায় ২৭ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত দেশে ১১টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হন প্রায় ৫৭,০১,২০৪ জন। ১১ জেলায় মোট ১২,৩৮,০৪৮টি পরিবার পানিবন্দি হন। আর মৃত্যুবরণ করেন ২৭-এর অধিক মানুষ।

ডম্বুর জলাধার : ভারতের ত্রিপুরায় গোমতী জেলায় অবস্থিত গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অধীন ডম্বুর জলাধার। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলাধারটির সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৯৪ মিটার। জলস্তর এর বেশি উঠলেই নিজের থেকেই জল গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবে। জলস্তর আবার নিচে নেমে গেলে নিজের থেকেই গেট বন্ধ হয়ে যায়। সেই ১৯৯৩ সালে ডম্বুর জলাধারের গেট উপছিয়ে জল বেরিয়ে যায়, আবার একই ঘটনা ঘটলো ২০২৪ সালের আগস্টে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ

৩০ জানুয়ারি ২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরু হয়। ৬ আগস্ট ২০২৪ রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদের অধীন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করেন। এ প্রেক্ষাপটে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নানা তথ্য তুলে ধরা হলো।

■ মোট অধিবেশন : ৩ ■ কার্যদিবস : ৪৭ দিন ■ বিল পাস : ১০টি

- ✓স্পীকার : ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী
- ✓ডেপুটি স্পীকার : মো. শামসুল হক টুকু
- ✓সংসদ নেতা : শেখ হাসিনা
- ✓বিরোধী দলীয় নেতা : গোলাম মোহাম্মদ কাদের
- ✓উপনেতা : মতিয়া চৌধুরী।
- ✓বিরোধী দলীয় উপনেতা : আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।
- ✓সরকার দলীয় চিফ হুইপ : নূর-ই-আলম চৌধুরী।
- ✓সরকার দলীয় হুইপ : ৬ জন- সাইমুম সরওয়ার কমল, মাশরাফী বিন মোর্তুজা, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, ইকবালুর রহিম, সানজিদা খানম ও মো. নজরুল ইসলাম বাবু।
- ✓বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ : মুজিবুল হক চুন্নু।

অধিবেশনসমূহ

অধিবেশন	শুরু	শেষ	কার্যদিবস	বিল পাস
প্রথম	৩০ জানুয়ারি ২০২৪	৫ মার্চ ২০২৪	২২	২
দ্বিতীয়	২ মে ২০২৪	৯ মে ২০২৪	৬	১
তৃতীয়	৫ জুন ২০২৪	৩ জুলাই ২০২৪	১৯	৭

পাসকৃত উল্লেখযোগ্য বিল

বিলের নাম	পাস
আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) বিল, ২০২৪	৫ মার্চ ২০২৪
অফশোর ব্যাংকিং বিল, ২০২৪	৫ মার্চ ২০২৪
গ্রাম আদালত (সংশোধন) বিল, ২০২৪	৭ মে ২০২৪
নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০২৪	১০ জুন ২০২৪
অর্থ বিল, ২০২৪	২৯ জুন ২০২৪
নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০২৪	৩০ জুন ২০২৪
স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) বিল, ২০২৪	১ জুলাই ২০২৪
পরিশোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বিল, ২০২৪	২ জুলাই ২০২৪
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০২৪	২ জুলাই ২০২৪
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি বিল, ২০২৪	৩ জুলাই ২০২৪

মলদোভার কেন্দ্রীয় ব্যাংক National Bank of Moldova

CamScanner

বিদ্রোহে বিপ্লবে অভ্যুত্থান

ক্যু বা অভ্যুত্থান হলো একটি ছোট গোষ্ঠীর দ্বারা বিদ্যমান সরকারকে আকস্মিক বা সহিংস উপায়ে উৎখাত করা। 'অভ্যুত্থান' শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ Coup (ক্যু) থেকে। যার অর্থ আকস্মিকভাবে সরকারের বিরুদ্ধে অবরোধ করা। অনানুষ্ঠানিকভাবে অভ্যুত্থান বা ক্যু শব্দটি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে। ১৭৯৯ সালের অক্টোবরে আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ক্যু হয়। মিসরে সামরিক অভিযান থেকে ফিরে আসার পর ফরাসি সামরিক নেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রান্সের ক্ষমতায় বসা পাঁচ সদস্যের পরিচালনা পর্ষদকে উৎখাতের পরিকল্পনা করেন। ওই পাঁচ পরিচালকের দুজন এবং বেশ কয়েকজন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নেপোলিয়নের ষড়যন্ত্রে সমর্থন দেয়। নেপোলিয়ন ১০ নভেম্বর ১৭৯৯ প্যারিসের বাইরে একটি বিশেষ আইনসভার অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। নেপোলিয়ন ভেবেছিলেন ঘুষ এবং ভয় দেখিয়ে আইনসভা তাকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে। তবে এর পরিবর্তে তাকে গালাগাল দিয়ে স্লোগান ওঠে এবং তাড়া করা হয়। তবে নেপোলিয়ন সৈন্যদের নিজের পক্ষে আনতে সক্ষম হন। ধীরে ধীরে তিনি আইনসভায় যুক্ত হন, পরিচালকদের সেখান থেকে অপসারণ করেন। সর্বশেষ নেপোলিয়ন ১৮০৪ সালে সকল ক্ষমতা একত্রিত করে নিজেই সম্রাট হয়ে ওঠেন।

গণ-অভ্যুত্থান

সাধারণভাবে এমন এক পরিস্থিতিকে গণ্-অভ্যুত্থান (Mass Upsurge) বলা হয় যেখানে ক্ষমতায় থাকা লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একদল লোক একত্র হয়। তারা ধীরে ধীরে আন্দোলন গড়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাসীনদের গদিচ্যুত করতে পারে। এ ধরনের আন্দোলনে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেয়। যে কারণে এ অভ্যুত্থানের সঙ্গে গণ শব্দটি যুক্ত হয়। তবে শুরুতে হয়তো সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশ নেয় না। কিন্তু এ অভ্যুত্থানে এমন দাবি ওঠে যা সরাসরি রাষ্ট্রের কোনো না কোনো অংশের জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করে। তবে সাধারণভাবে তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি ক্ষমতাসীনরা কর্ণপাত করতে চান না। তারা নানা ছলচাতুরী অথবা ভয়ভীতি দেখিয়ে আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করেন। দিনে দিনে যত নিপীড়ন বাড়ে, তত জনগণের সক্রিয়তাও বাড়ে এ আন্দোলনে। তবে গণ-অভ্যুত্থানের ধর্ম হলো তা এক বা দুদিনে শেষ হয়ে যায় না। বাড়তে বাড়তে একটা পর্যায়ে গিয়ে জনগণের বিশাল একটি অংশ এতে যুক্ত হয়ে যায়। আন্দোলনের দাবি-দাওয়াও পরিবর্তন হতে থাকে। মিছিলে-স্লোগানেও পরিবর্তন আসতে থাকে। নানা দিক থেকে আসা মিছিল-স্লোগান এক সময়ে সরকার পরিবর্তনের এক দফায় মিলিত হয়। গণ-অভ্যুত্থানের আরেকটি দিক হলো, নৈতিকতা, আদর্শ ও সহমর্মিতা।

বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান

অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশে একমাত্র বাংলাদেশেই গণ-অভ্যুত্থানের মতো ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশে তাত্ত্বিক, রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের মতে এ অঞ্চলে মোট পাঁচটি গণ-অভ্যুত্থান হয়। শুরুর গণ-অভ্যুত্থানটি ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। শুরুতে এটি ছাত্র আন্দোলনই ছিল। পরে তা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। দ্বিতীয় গণ-অভ্যুত্থান ছিল ১৯৬৯ সালে। তৃতীয়টি ছিল ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে। নব্বইয়ে এরশাদের বিরুদ্ধে চতুর্থ গণ-অভ্যুত্থান হয়। এ প্রতিটি গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই সরকার পরিবর্তন হয়। ১৯৫২ সালের ক্ষেত্রে সরকার পরিবর্তন সরাসরি হয়নি। দেখা যায়, বায়ান্নর আন্দোলনের পরিণতিতেই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারের পতন হয়। শুধু যে সরকারের পতন হয় তা-ই নয়; মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলা থেকেও উচ্ছেদ হয়। ১৯৬৯ সালে যে গণ-অভ্যুত্থান হয় তাতে সামরিক সরকার টিকে থাকলেও আইয়ুব খানের সরকার উচ্ছেদ হয়ে ইয়াহিয়া খানের সরকার ক্ষমতায় আসে। ১৯৭১ সালে জানুয়ারি কিংবা এর আগেই ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু হয়। সর্বশেষ ২০২৪ সালে শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান ঘটায় ছাত্র-জনতা।

সামরিক অভ্যুত্থান

সামরিক অভ্যুত্থান হচ্ছে— সামরিক বাহিনীর দ্বারা (বেসামরিক কর্মকর্তাদের সাহায্যে) অবৈধভাবে এবং প্রকাশ্যে কোনো ক্ষমতাসীন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা। রাষ্ট্রব্যবস্থার বেহালের সুযোগ নিয়ে অভ্যুত্থানের উদ্ভব হয়। দুর্নীতি, দারিদ্র্য, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন, গভীর বিভক্তি, সহিংস উগ্রবাদ একটি রাষ্ট্রকে সামরিক অভ্যুত্থানের ঝুঁকিতে ফেলে। ব্রিটিশ লেখক কেন কনোর ও ডেভিড হেভডিচ সেনা অভ্যুত্থান ঘটার ১০টি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেন। এগুলো হলো— দেশটি সাবেক কোনো উপনিবেশ বা কোনো দেশের দখলে ছিল কি না; দেশটির অবস্থান গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় কি না; ধর্মীয়, জাতিগত অথবা গোত্রগত বিভক্তি; যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে তেল; ব্যাপকভিত্তিক দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি; দীর্ঘ মেয়াদে স্বৈরাচারী সরকার; বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা; ভাড়াটে সৈনিকদের পেছনে যথেষ্ট অর্থায়ন এবং অতীতে কখনো অভ্যুত্থান হয়েছে কি না। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি অভ্যুত্থান এবং পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান হয়। এসব অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থানের কারণে বাংলাদেশের দীর্ঘ ১৮ বছরই কেটেছে প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন এবং সেনাবাহিনীর প্রভাবে।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সবচেয়ে বড় দেশ রোমানিয়া

গণহত্যা
মানবতাবিরোধী অপরাধ

কোটা সংস্কার আন্দোলনে
শহীদ গোলাম নাফিজ

গণহত্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Genocide। এর আরও কয়েকটি প্রতিশব্দ হলো Racial killing, Massacre, Indiscriminate killing। তবে গণহত্যা বলতে Genocide কেই বোঝায়। Genocide শব্দটি গ্রিক শব্দ Genos ও ল্যাটিন শব্দ Cide'র সমন্বিত রূপ। প্রাচীন গ্রিক শব্দ Genos দ্বারা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা জাতিকে বোঝানো হয়। আর ল্যাটিন শব্দ Cide'র অর্থ 'হত্যা করা'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মান নাৎসীদের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতা তুলে ধরে পোলিশ আইনজীবী ও অধ্যাপক রাফায়েল লেমকিন। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত Axis Rule in Occupied Europe : Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress নামক গ্রন্থে প্রথম Genocide শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৯৪৫ সালে আইনি পরিমণ্ডলে শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়, নাৎসি নেতাদের বিচারে নুরেমবার্গে গঠিত আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে। রাফায়েল লেমকিনের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬ জাতিসংঘে গণহত্যা নিষিদ্ধ করে একটি রেজ্যুলেশন পাশ হয়। এরপর ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ কনভেনশনে গণহত্যাকে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

বিশ্বে উল্লেখযোগ্য গণহত্যা

নাম	সময়কাল
গ্রিক গণহত্যা	১৯১৩-১৯২৩
আর্মেনীয় গণহত্যা	১৯১৫-১৯১৭
দ্য হলোকস্ট	১৯৪১-১৯৪৫
একাত্তরের গণহত্যা	১৯৭১
কম্বোডীয় গণহত্যা	১৯৭৫-১৯৭৯
রুয়ান্ডা গণহত্যা	১৯৯৪
বসনিয়ান গণহত্যা	১৯৯৫
রোহিঙ্গা গণহত্যা	২০১৬-২০১৭
গাজা গণহত্যা	২০২৩-বর্তমান

গণহত্যার সংজ্ঞা

গণহত্যা বলতে নির্দিষ্ট একটি ভৌগোলিক অংশে একযোগে বা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে দুইয়ের অধিক মানুষকে মেরে ফেলা বোঝায়। আর পারিভাষিক অর্থে কোনো দেশ, জাতি, গোষ্ঠী বা ভিন্ন মতাদর্শধারীদের খুন এবং মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করাই হলো 'গণহত্যা'। গণহত্যার সময় কোনো কিছুতে সীমাবদ্ধ থাকে না, তখন যথেচ্ছভাবে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়। সেই হত্যাকাণ্ড থেকে নারী বা শিশুও বাদ যায় না। জার্মানি ও আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে, যদি ইচ্ছে করে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষকে হত্যা করা হয় তাহলে সেটি গণহত্যা বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে শব্দটি আরও বড় পরিসরে ব্যবহৃত হয়। সেখানে এমন ঘটনাকেও গণহত্যা বলা হয়, যে ঘটনায় হয়তো কেউ প্রাণ হারায়নি।

গণহত্যা কনভেনশন

৯ ডিসেম্বর ১৯৪৮ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG) বা Genocide Convention গৃহীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হাতে সুপরিকল্পিত জাতিহত্যার অংশ হিসেবে ৬০ লাখ ইহুদি প্রাণ হারায়। এ ঘটনা যাতে আর না ঘটে, এ উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই আন্তর্জাতিক কনভেনশনটি প্রণয়ন করা হয়। ১২ জানুয়ারি ১৯৫১ কনভেনশনটি কার্যকর হয়। এটি জাতিসংঘের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রথম মানবাধিকার চুক্তি। এখন পর্যন্ত ১৫৩টি দেশ এ চুক্তিকে তাদের জন্য আজ্ঞানুবর্তী আইন হিসেবে মেনে নেয়। গণহত্যা কনভেনশনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, গণহত্যা বলতে কোনো জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক, বর্ণগত অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে ধ্বংস করার অভিপ্রায় নিয়ে করা নিম্নোক্ত কাজগুলোকে গণহত্যা বলে গণ্য করা হবে—

♦ ওই গোষ্ঠী (বা দলের) সদস্যদের হত্যা করা ♦ ওই গোষ্ঠীর সদস্যদের মারাত্মক শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করা ♦ ইচ্ছাকৃতভাবে ওই গোষ্ঠীর জীবনের ওপর এমন অবস্থা আরোপ করা যাতে এটির সম্পূর্ণ বা আংশিক শারীরিক ধ্বংস সাধিত হয় ♦ ওই গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন (শিশুর) জন্ম বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ♦ জোরপূর্বক ওই গোষ্ঠীর শিশুদেরকে অন্য গোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তর করা।

আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস

৯ ডিসেম্বর ১৯৪৮ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের গণহত্যা কনভেনশন গৃহীত হয়। দিনটিকে স্মরণ করে রাখতে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৯ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এ দিবসের মূল লক্ষ্য হলো গণহত্যা বিষয়ক প্রথাটির ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং গণহত্যায় মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ ও সম্মান করা।

CamScanner

তুরস্ক-ইরাক সমঝোতা

১৫ আগস্ট ২০২৪ তুরস্ক এবং ইরাক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নিরাপত্তা, সামরিক এবং সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতায় একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করে। সাম্প্রতিক সময়ে, প্রতিবেশী দেশগুলো ইরাকের উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চলে নিষিদ্ধ কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (PKK) মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে আঙ্কারার সীমান্ত পারাপারের সামরিক অভিযানের কারণে বিরোধে লিপ্ত হয়। ১৪ মার্চ ২০২৪ সালে ইরাক PKK কে 'ইরাকে নিষিদ্ধ সংগঠন' হিসেবে চিহ্নিত করে। এ পদক্ষেপকে তুরস্ক স্বাগত জানায়। PKK ১৯৭৮ সাল থেকে তুর্কি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে আসছে। তুরস্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এটিকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করে।

পবিত্র হেরা গুহায় ক্যাবল

পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়া হেরা গুহায় সাধারণ মানুষের প্রবেশ আরও সহজ করতে সৌদি আরব ক্যাবল কার সিস্টেম নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। দেশটির লক্ষ্য ২০২৫ সালের মধ্যে এ সেবা চালু করা। ক্যাবল কারের মাধ্যমে দর্শনার্থীরা সহজেই হেরা গুহায় পৌঁছাতে পারবেন। এ গুহাটি পবিত্র কাবা শরীফ থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে এবং ৬৩৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এ গুহায় আল্লাহর কাছ থেকে কোরআনের প্রথম বাণী পান। সৌদি সরকার হেরা গুহার আশেপাশের এলাকাকে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে। ক্যাবল কার সিস্টেম নির্মাণ এ বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। হেরা গুহায় একসঙ্গে পাঁচজন মানুষ বসতে পারেন। এটি মুসলিমদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান, কারণ এর সঙ্গে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর স্মৃতি এবং ইসলামের ইতিহাস গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ইসলামের আবির্ভাব এবং কোরআন অবতীর্ণের আগে হেরা গুহাটি তেমন পরিচিত ছিল না।

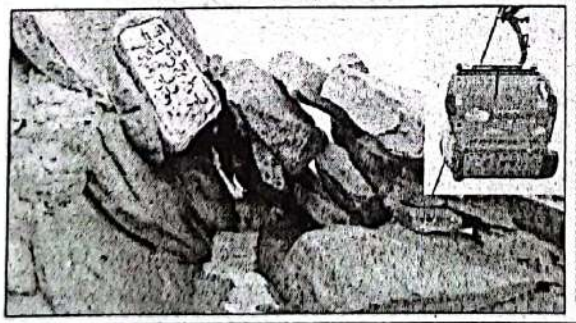

চীনের চালকবিহীন আকাশযান

পণ্য পরিবহনে এবার নতুন প্রযুক্তির চালকবিহীন আকাশযান তৈরি করে চীন। ১১ আগস্ট ২০২৪ সিচুয়ান প্রদেশের একটি বিমানবন্দরে এর সফল পরীক্ষা চালায় বেইজিং। নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ড্রোনটি চীনের সবচেয়ে বড় আকাশযান যা প্রায় ২ টন সমপরিমাণ ওজন বহনে সক্ষম। আকাশযানটিতে রয়েছে বিশাল আকৃতির টুইন ইঞ্জিন। মাত্র ৪.৫ মিটার উচ্চতার ড্রোনটি দিয়ে সহজেই মালামাল লোড-আনলোড করা যাবে। প্রথম টেস্ট ফ্লাইটে কার্গো ড্রোনটির সকল ধরনের সিস্টেমের যাচাই করা হয়

বোরকা, হিজাবে নিষেধাজ্ঞা নয়

৯ আগস্ট ২০২৪ হিজাব, বোরকা, টুপি ব নিকাব নিষিদ্ধ করার বিষয়ে মুম্বাইয়ের একটি কলেজের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত এ নির্দেশনা দিয়ে জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষ মেয়ে পড়ুয়াদের ওপর কী পর উচিত এবং কী পরা উচিত নয়, তা বাধ্যতামূলক করতে পারে না। ভারতের মুম্বাইয়ের চেম্বুর ট্রম্বে এডুকেশন সোসাইটি কলেজে বোরকা এবং হিজাব পরায় নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত মামলার পর্যবেক্ষণে এ কথা বলে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট।

অস্ট্রেলিয়ার উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা

১০ আগস্ট ২০২৪ প্রথমবারের মতো নৌবাহিনীর একটি জাহাজ থেকে 'রেথিয়ন এসএম-৬' ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালায় অস্ট্রেলিয়া। সিডনি 'প্যাসিফিক ড্রাগন ২০২৪ অনুশীলন'র অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই রাজ্যের কাছে পরীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়। এসএম-৬ মার্কিন অস্ত্রাগারের সবচেয়ে উন্নত নৌ বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র। চীনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মুখে অস্ট্রেলিয়া তার সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কাজ করছে।

পাকিস্তানে ২৮ সরকারি দপ্তর বিলুপ্ত

সরকারের ব্যয় কমানো ও রাষ্ট্রীয় সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা আরও সহজ করতে ৫টি মন্ত্রণালয়ের ২৮টি দপ্তর বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। ১৬ আগস্ট ২০২৪ দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সভাপতিত্বে এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যেসব মন্ত্রণালয়ের দপ্তর বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত হয়, সেগুলো হলো কাশ্মীর ও গিলগিত-বালতিস্তান-বিষয়ক, রাষ্ট্র ও ফ্রন্টিয়ার রিজিয়ন-বিষয়ক, তথ্য প্রযুক্তি ও টেলিকমিউনিকেশন, শিল্প ও উৎপাদন-বিষয়ক এবং জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা-বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

CamScanner

নতুন বিশ্ব ঐতিহ্য

২১-৩১ জুলাই ২০২৪ ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় UNESCO'র বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির (WHC) ৪৬তম অধিবেশন। এ অধিবেশন চলাকালে নতুন ২৬টি বিশ্ব ঐতিহ্যের নাম ঘোষণা করে UNESCO। এর মধ্যে ২০টি সাংস্কৃতিক, ৫টি প্রাকৃতিক ও ১টি মিশ্র ঐতিহ্য।

Fact File

মোট বিশ্ব ঐতিহ্য : ১,২২৩টি ➤ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য : ৯৫২টি • প্রাকৃতিক ঐতিহ্য : ২৩১টি • মিশ্র ঐতিহ্য : ৪০টি • বিশ্ব ঐতিহ্যগুলো অবস্থিত : ১৬৮টি দেশে • সর্বাধিক বিশ্ব ঐতিহ্য রয়েছে : ইতালিতে; ৬০টি।

- বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকা শুরু : ১৯৭৮ সালে • বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয় : ১২টি স্থান (৮ সাংস্কৃতিক, ৪ প্রাকৃতিক)।
- বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকা থেকে এ যাবত বাদ দেওয়া হয় ২টি বিশ্ব ঐতিহ্য- আরব্য হরিণের (Oryx) অভয়ারণ্য, ওমান (২০০৭) এবং ড্রেসডেন এলব উপত্যকা, জার্মানি (২০০৯)।

বিপন্ন বিশ্ব ঐতিহ্য : ৩২টি দেশে ৫৬টি বিশ্ব ঐতিহ্য বর্তমানে বিপন্ন। এর মধ্যে ৪০টি সাংস্কৃতিক ও ১৬টি প্রাকৃতিক • সর্বাধিক বিপন্ন বিশ্ব ঐতিহ্য রয়েছে সিরিয়ায়; ৬টি।

সার্কভুক্ত দেশ ও বিশ্ব ঐতিহ্য : ভারত : ৪৩টি • শ্রীলংকা : ৮টি • পাকিস্তান : ৬টি • নেপাল : ৪টি • বাংলাদেশ : ৩টি • আফগানিস্তান : ২টি।

- ভুটান ও মালদ্বীপের কোনো স্থান এখনো বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত হয়নি।

উল্লেখ্যযোগ্য দুই ঐতিহ্য

■ **জাপানের সোনার খনি :** ২৭ জুলাই ২০২৪ ইউনেস্কো জাপান সাগরের সাদো দ্বীপের সোনার খনিকে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করে। নয়াদিল্লিতে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি জাপানের করা সুপারিশের ভিত্তিতে নিগাতা জেলার সাদো দ্বীপের খনিগুলোকে তালিকাভুক্ত করা নিয়ে আলোচনা শুরু করে। কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে তালিকাভুক্তির পক্ষে ভোট দেয়। তবে দক্ষিণ কোরিয়া সাদোর এ খনিগুলোর ইউনেস্কোর নিবন্ধনের বিরোধিতা করে জানায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোরীয় উপদ্বীপের লোকজনকে সেখানে কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

■ **আসামের পিরামিড :** ২৬ জুলাই ২০২৪ ইউনেস্কো ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামের চরাইদেও এলাকার পিরামিড 'মৈদাম'-কে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে। এ পিরামিডগুলো দেখতে অনেকটা মিসরের পিরামিডের মতোই। এগুলো মূলত আহোম রাজপরিবারের সদস্যদের মাটির কবরের ঢিবি। আসামের পিরামিড নামে পরিচিত মৈদাম সমাধিক্ষেত্রকে ২০২৩ সালে বিশ্ব-ঐতিহ্যক্ষেত্র হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার জন্য ইউনেস্কোর কাছে প্রস্তাব পাঠায় ভারত সরকার। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ৪৬তম অধিবেশনে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। আহোম রাজত্বে স্বর্গদেও বা রাজাদের মৃত্যু হলে মিসরের পিরামিডের ধাঁচে তাদের প্রিয় জিনিসপত্রসহ মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হতো। সমাধির ওপরে তৈরি হতো পাথর ও মাটির গম্বুজাকৃতি ঢিবি। ভেতরে ঢোকার সুড়ঙ্গের মতো প্রবেশপথ থাকত। এগুলোকে বলা হতো মৈদাম। ১৩-১৯ শতক পর্যন্ত চলা আহোম রাজত্বের ৩৮৬টি মৈদাম আবিষ্কৃত হয়।

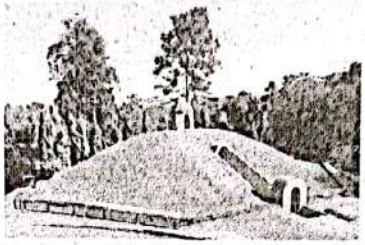

ইন্দোনেশিয়া

■ **পাসপোর্ট পরিবর্তন**

রাজধানীর পর এবার পাসপোর্টেও পরিবর্তন আনছে ইন্দোনেশিয়া। ১৭ আগস্ট ২০২৪ দেশটির স্বাধীনতা দিবসে নতুন পাসপোর্টের ডিজাইন প্রকাশ করে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক মন্ত্রণালয়। পাসপোর্টের রং নীল এবং সবুজ থেকে পরিবর্তন করে লাল এবং সাদা করা হয়। দেশটির জাতীয় পতাকার রং সাদা এবং লাল। এর সঙ্গে মিল রেখেই পাসপোর্টের রং পরিবর্তন করা হয়। ব্যক্তিগত এবং জাতীয় পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করা, পাসপোর্টকে একটি নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য ভ্রমণের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করাই এ পরিবর্তনের লক্ষ্য। ১৭ আগস্ট ২০২৫ থেকে নতুন পাসপোর্ট সরবরাহ করা হবে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে প্রকাশিত হেনলি পাসপোর্ট রিপোর্ট অনুসারে ইন্দোনেশিয়ার পাসপোর্ট ৬৪তম অবস্থানে রয়েছে।

■ **নুসানতারায় প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক**

১২ আগস্ট ২০২৪ ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানী নুসানতারায় প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জোকো ইউদাদো। ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান রাজধানী জাকার্তার ওপর চাপ কমাতেই ১৮ জানুয়ারি ২০২২ পার্লামেন্ট সদস্যরা রাজধানী সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন দেয়। বর্তমান রাজধানী জাকার্তা থেকে প্রায় ১,২০০ কিলোমিটার দূরে বোর্নিও দ্বীপের একটি বনভূমিতে নতুন রাজধানীটি নির্মিত হচ্ছে। এটি দেশটির ইস্ট কালিমানতান প্রদেশে অবস্থিত। ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীকে বোঝাতে নুসানতারা নামকরণ করা হয়। জাভানিজ ভাষায় নুসানতারার অর্থ দ্বীপপুঞ্জ।'

রোমানিয়া' ল্যাটিন শব্দ 'রোমানাস' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'সিটিজেনস অব রোম'

প্রার্থী হবেন না জাপানের প্রধানমন্ত্রী

ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (LDP) দলের নেতা হিসেবে আর থাকছেন না জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে দলের নির্বাচনে তিনি অংশ নেবেন না। এর ফলে খুব দ্রুতই নতুন প্রধানমন্ত্রী পাবে জাপান। ১৪ আগস্ট ২০২৪ কিশিদা জানান ,ক্ষমতাসীন দলে যে সত্যিকার অর্থে পরিবর্তন সূচিত হয় জাপানের জনগণকে, তা দেখিয়ে দিতে তিনি দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে অনেকে

বলেন, বিগত দিনগুলোর বেশ কিছু আর্থিক কেলেঙ্কারি সামাল দেওয়ায় ব্যর্থতাই এ সিদ্ধান্তের পেছনে মূল কারণ। ৪ অক্টোবর ২০২১ কিশিদা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন।

পারমানবিক ফিউশন গবেষণায় 'মেয়নেজ'

'মেয়নেজ' মাখনের মতো বৈশিষ্ট্য এবং বহুমুখী প্রয়োগের জন্য পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের লিহাই ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা এবার মেয়নেজের মতো অতি সাধারণ উপাদান ব্যবহার করে পারমাণবিক ফিউশন গবেষণায় বিপ্লব ঘটানোর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন। দু'টি ছোট নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে যখন একটি বড় নিউক্লিয়াস তৈরি হয় তখন তাকে নিউক্লিয়ার ফিউশন বলে। এ প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ শক্তি তৈরি হয়। 'মেয়নেজ' সাধারণত একটি কঠিন

পদার্থ হিসেবে বিবেচিত হলেও বিশেষ চাপের পরিস্থিতিতে তরলের মতো বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। মেয়নেজের এ আচরণটির সঙ্গে প্লাজমার বৈশিষ্ট্যের ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। প্লাজমা হচ্ছে পদার্থের অতি উত্তপ্ত অবস্থা, যা পারমাণবিক ফিউশনের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে এ থেকে পাওয়া জ্ঞান পরিবেশবান্ধব ও টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক ফিউশনের বিপুল শক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোতে সাফল্য এনে দিতে পারে।

থাইল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী

১৬ আগস্ট ২০২৪ পার্লামেন্টে ভোটের মাধ্যমে থাইল্যান্ডের নতুন ও সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান ৩৭ বছর বয়সি পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা। পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে পেতংতার্নের পক্ষে ৩১৯টি ভোট পড়ে। আর বিপক্ষে ভোট পড়ে ১৪৫টি। ১৮ আগস্ট ২০২৪ থাই রাজা তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অনুমোদন দেন। পেতংতার্ন সাবেক থাই প্রধানমন্ত্রী ও ধনকুবের থাকসিন সিনাওয়াত্রার কন্যা। এর আগে ১৪ আগস্ট ২০২৪ থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্রেথা থাভিসিনকে সাংবিধানিক আদালত পদচ্যুত করেন। স্রেথার বিরুদ্ধে অভিযোগ, দুর্নীতি ও আদালত অবমাননার দায়ে ২০০৮ সালে ছয় মাসের কারাদণ্ড পাওয়া সাবেক আইনজীবী পিচিট চুয়েনবানকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন তিনি।

জন্ম : ২১ আগস্ট ১৯৮৬ ♦ ব্যাংককের চুলালংকর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন ♦ দল : ফিউ থাই পার্টি ♦ তিনি দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার (৯ ফেব্রুয়ারি ২০০১-১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত) কনিষ্ঠ কন্যা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইংলাক সিনাওয়াত্রার (৫ আগস্ট ২০১১-৭ মে ২০১৪ পর্যন্ত) ভাইঝি ♦ তিনি থাই ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ এবং দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী (প্রথম : ইংলাক সিনাওয়াত্রা) ♦ পার্লামেন্টের ৫০০ আসনের মধ্যে তার দল ও জোটের আসন ৩১৪টি ♦ উং-ইং ডাকনামেও পরিচিত পেতংতার্ন।

বিলুপ্ত মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি

৭ আগস্ট ২০২৪ থাইল্যান্ডের সাংবিধানিক আদালত ২০২৩ সালের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন ও ভোট পাওয়া সংস্কারপন্থি দল মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি (MPF) এবং এর নির্বাহী পরিষদকে বিলুপ্ত করার নির্দেশ দেন। সেই সাথে মুভ ফরোয়ার্ডের সাবেক তরুণ নেতা, জনপ্রিয় রাজনীতিক পিটা লিমজারোয়েনরাট এবং আরও ১০ জ্যেষ্ঠ নেতাকে ১০ বছরের জন্য রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ করে। এখন মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির ১৪২ জন এমপি অন্য নিবন্ধিত দলে স্থানান্তরিত হবেন এবং পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা অব্যাহত রাখবেন।

নিষিদ্ধের কারণ : দলটি সর্বশেষ নির্বাচনি প্রচারে থাইল্যান্ডের কঠোর রাজকীয় মানহানি আইন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়। রাজকীয় মানহানি আইন পরিবর্তনের জন্য মুভ ফরোয়ার্ডের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অসাংবিধানিক বলে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে রায় দেয় দেশটির সাংবিধানিক আদালত। সে ধারাবাহিকতায় নতুন এ রায়ে আদালত বলে, মানহানি আইনে পরিবর্তন সাংবিধানিক রাজতন্ত্রকে ধ্বংসের আহ্বান জানানোর শামিল। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করা থাইল্যান্ডে নতুন ঘটনা নয়। ২০২০ সালে নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত রকম ভালো ফল করা ফিউচার ফরোয়ার্ড পার্টি ভেঙে দেওয়া হয়। সেই দলটিই পরে মুভ ফরোয়ার্ড পার্টিতে রূপান্তরিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র হাতি-গাধার লড়াই

■ ডেমোক্রেটিক শিবির

২২ আগস্ট ২০২৪ রাতে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর ইউনাইটেড সেন্টারে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে নিজের নির্বাচনি প্রচারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেন কমলা হ্যারিস। এদিনই ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন পত্র গ্রহণ করেন তিনি। প্রথমবারের মতো কৃষ্ণাঙ্গ নারী এবং দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে এ পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন পান কমলা। ৬ আগস্ট ২০২৪ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী কমলা হ্যারিস তার রানিং মেট (ভাইস প্রেসিডেন্ট) হিসেবে টিম ওয়ালজের নাম ঘোষণা করেন। তিনি মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমলার নির্বাচিত এ রানিংমেট উগ্র বামপন্থি হিসেবে পরিচিত।

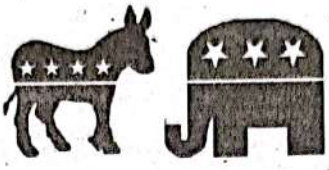

■ রিপাবলিকান শিবির

৫ নভেম্বর ২০২৪ অনুষ্ঠেয় মার্কিন নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হবেন না রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র। ২৩ আগস্ট ২০২৪ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি। ডেমোক্রেটিক পার্টির রাজনীতি করা কেনেডি জুনিয়র বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানান।

মনোনয়ন পেলেন ইলহান ওমর

১৪ আগস্ট ২০২৪ পুনরায় ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন নিশ্চিত করেন ইলহান ওমর। প্রাইমারিতে পিছিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা কাটিয়ে উঠে দলের মনোনয়ন পান সোমালি-আমেরিকান এ রাজনীতিবিদ। ইলহান ওমর চতুর্থবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের ফিফথ ডিসট্রিক্ট আসনে ভোটের মাঠে লড়বেন। আসনটি মিনিয়াপোলিস সিটি কাউন্সিলের সাবেক সদস্য ডন স্যামুয়েলসকে পেছনে ফেলে তিনি দলের মনোনয়ন পান। মার্কিন কংগ্রেসের প্রথম সোমালি-আমেরিকান আইনপ্রণেতা হলেন ইলহান ওমর। এ ছাড়া তিনি আফ্রিকান শরণার্থীদের মধ্যে প্রথম কংগ্রেস সদস্য হওয়া ব্যক্তি। ২০১৮ সালে প্রথম কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত হন ইলহান ওমর।

রাশিয়া পশ্চিমা দেশগুলোর বন্দিবিনিময়

১ আগস্ট ২০২৪ রাশিয়া ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সবচেয়ে বড় বন্দি বিনিময় হয়। এ প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল পত্রিকার সাংবাদিক ইভান গার্শকোভিচসহ উভয়পক্ষের মোট ২৬ জন মুক্তি পায়। গার্শকোভিচের সঙ্গে মুক্তি পান সাবেক মার্কিন নৌসেনা পল হুইলেন, মার্কিন-রুশ দ্বৈত নাগরিক অলসু কুরমাশেভা ও মার্কিন গ্রিন কার্ডধারী কারা-মুর্জা। তুরস্কের মধ্যস্থতায় এ বন্দি বিনিময় চুক্তি হয়। মুক্তির পর বন্দিদের তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারার মাধ্যমে নিজ নিজ দেশে পাঠানো হয়। এ চুক্তির সঙ্গে যুক্ত আছে সাতটি দেশ। চুক্তির আওতায় রাশিয়ার কারাগার থেকে মুক্তি পায় ১৬ জন। আর যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের কারাগার থেকে মুক্তি পায় ১০ জন।

ক্রিপ্টো মাইনিংকে স্বীকৃতি

৮ আগস্ট ২০২৪ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিংকে বৈধতা দিয়ে একটি আইনে স্বাক্ষর করেন। এর ফলে দেশটিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিংসহ লেনদেনে স্বীকৃতি পাবে। এ বিষয়ে একটি নথি অনলাইনে প্রকাশ করে দেশটির সরকার। নতুন আইনে ডিজিটাল কারেন্সি মাইনিং, মাইনিং পুল ও মাইনিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার অপারেটরসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। সেখানে ক্রিপ্টো মাইনিং মার্কেটের অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অধিকার ও দায়বদ্ধতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। নতুন এ আইন অনুসারে, ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং এখন ডিজিটাল মুদ্রা ইস্যুর পরিবর্তে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহারে স্বীকৃতি পাবে। শুধু রাশিয়ান আইনি প্রতিষ্ঠান ও সরকারের নিবন্ধিত স্বতন্ত্র উদ্যোক্তারা ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিংয়ে জড়িত হওয়ার অনুমতি পাবেন। সরকার নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকলে স্বতন্ত্র মাইনাররা নিবন্ধন ছাড়াই অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এ আইনের মাধ্যমে রুশ ব্লকচেইন প্ল্যাটফর্মে বিদেশি ডিজিটাল আর্থিক সম্পদধারীরা ব্যবসার অনুমতি পাবেন।

কুরস্কে ইউক্রেনের হামলা

৬ আগস্ট ২০২৪ সীমান্ত পেরিয়ে রাশিয়ার কুরস্কে আকস্মিক হামলা চালায় ইউক্রেনীয় বাহিনী। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এটিই রাশিয়ার ভেতরে তাদের সবচেয়ে সাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান। রাশিয়ার ভূখণ্ডে একটি বাফার জোন বা নিরপেক্ষ অঞ্চল তৈরি করার লক্ষ্যে ইউক্রেন কুরস্কে অভিযান চালায়। রাশিয়ার আক্রমণ থেকে নিজেদের জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে এ বাফার জোন গড়তে চান তারা। বাফার জোন হলো দু'টি দেশে বা অঞ্চলের মধ্যে থাকা একটি নিরপক্ষ বা নিরাপদ এলাকা যেটি একটি থেকে অন্যটিকে সুরক্ষা ও সংযোগ প্রদান করে।

কুরস্ক রাশিয়ার অন্যতম ফেডারেল এবং ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল। অঞ্চলটি রাশিয়ার লোহা আকরিকের অন্যতম প্রধান উৎপাদক। বিখ্যাত 'সেন্ট্রাল ব্ল্যাক আর্থ নেচার রিজার্ভ' এ অঞ্চলে অবস্থিত।

- ♦ আয়তন : ২৯,৯৯৮ বর্গ কি.মি.
- ♦ জনসংখ্যা : ১১ লক্ষ (প্রায়)
- ♦ গভর্নর : আলেক্সি স্মিরনভ (ভারপ্রাপ্ত)

রোমানিয়ার জাতীয় ভাষা রোমানিয়ান

৩,০০০ ফুট উচ্চতার ভবন

২,৭২২ ফুট উচ্চতা নিয়ে দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন। তবে এবার এটিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে নতুন একটি ভবন, যার উচ্চতা হতে পারে ৩,০০০ ফুটের বেশি। নতুন স্থাপনাটি কোনো আবাসিক ভবন হবে না। পুরো ভবনটি হবে একটি 'আকাশচুম্বী ব্যাটারি', যেখানে নবায়নযোগ্য শক্তি সঞ্চয় করে রাখা হবে। বিদ্যুৎ কোম্পানি এনার্জি ভোল্টের সঙ্গে সমন্বয়ে এ ভবনের নকশা তৈরি করবে স্কিডমোর, ওয়িং অ্যান্ড মেরিল (SOM) নামের বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান। এর আগে তারা বিশ্বের বেশ কয়েকটি আকাশচুম্বী ভবন তৈরি করে। SOM নিউইয়র্কের ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, শিকাগোর উইলিস টাওয়ার, যা সিয়ার্স টাওয়ার নামেও পরিচিত এবং বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবন বুর্জ খলিফার নকশা করে। কার্যত বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস কমিয়ে আনার বিষয়টি মাথায় রেখে নবায়নযোগ্য শক্তি সঞ্চয়ের এ বিশাল আকাশচুম্বী ব্যাটারি নির্মাণ করা হচ্ছে।

বিশ্বের সুউচ্চ ৩ ভবন (মিটার)

নাম	দেশ	উচ্চতা
বুর্জ খলিফা	আরব আমিরাত	৮২৮
সাংহাই টাওয়ার	চীন	৬৩২
আবরাজ আল-বাইত ক্লক টাওয়ার	সৌদি আরব	৬০১

স্তন্যপায়ী নতুন প্রাণীর সন্ধান

সম্প্রতি উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের বিলুপ্ত সিন্ধুঘটকের মতো দেখতে স্তন্যপায়ী প্রাণীর নতুন এক প্রজাতির সন্ধান পাওয়ার দাবি করেন বিজ্ঞানীরা। 'ওন্টোসেটাস পোস্টি' নামের এ প্রজাতিটির সন্ধান মিলে যুক্তরাজ্যের নরউইচ শহর এবং বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প শহরে আবিষ্কৃত প্লাইস্টোসিন যুগের জীবাশ্ম।

চীনের সফল স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ

মহাকাশের লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলতে মরিয়া চীন। যার ফলে একের পর এক কৃত্রিম উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণ করেই চলেছে দেশটি। ৬ আগস্ট ২০২৪ সফলভাবে ছিয়ানফান পোলার অরবিট-০১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে চীন। চীনের তাই ইউয়ান স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে লং মার্চ ৬ পরিবর্তিত ক্যারিয়ার রকেট ব্যবহার করে স্যাটেলাইটি সফলভাবে মহাকাশে পাঠানো হয়। এ মিশনটি লং মার্চ সিরিজের উৎক্ষেপণ যানবাহনের ৫৩০তম উড্ডয়ন।

মঙ্গলে তরল পানির সন্ধান

প্রথমবারের মতো মঙ্গলের গভীরে তরল পানির সন্ধান পান নাসার বিজ্ঞানীরা। মঙ্গল গ্রহের মার্টিয়ান পৃষ্ঠের প্রায় ৭-১২ মাইল গভীরে এ পানির আধার রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার রোবটযান 'মার্স ইনসাইট ল্যান্ডার'-এর পাঠানো তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে এক গবেষণায় এ তথ্য জানা গেছে। এটি ১২ আগস্ট ২০২৪ প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস (PNAS) জার্নালে প্রকাশিত হয়। সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ মঙ্গল। একে লাল গ্রহও বলা হয়। এ গ্রহে দুবার সূর্যদয় ঘটে। মঙ্গলের দু'টি উপগ্রহ রয়েছে।

ভেঙে পড়ল রুশ উপগ্রহ

২৬ জুন ২০২৪ 'রিসার্চ-পি১' নামে রাশিয়ার একটি অকেজো স্যাটেলাইট মহাকাশে ভেঙে প্রায় ২০০ টুকরো হয়ে যায়। পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করতে একে পাঠায় রাশিয়া। তবে ২০২২ সালে একে অকেজো ঘোষণা করে রাশিয়ার মহাকাশ সংস্থা রোসকসমস। এরপর থেকে স্যাটেলাইটটি মহাকাশেই ছিল। উল্লেখ্য, ২৫ জুন ২০১৩ স্যাটেলাইটটিকে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়।

প্রসাধনী তৈরিতে AI প্রযুক্তি

সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসাধনী নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যামোরপ্যাসিফিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) নির্ভর সৌন্দর্য পরীক্ষাগার (বিউটিল্যাব) চালু করেছে। এ ল্যাব বা বিউটিপার্লারে কাজ করছে রোবট। ২০৫টি ভিন্ন ত্বকের ফাউন্ডেশন ও ঠোঁটের ৩৬৬টি ভিন্ন পণ্যের লিপস্টিক সুপারিশের জন্য AI ব্যবহার করছে।

গতি কমছে পৃথিবীর দীর্ঘ হচ্ছে দিন

হঠাৎ করেই ধীর হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর গতি, একই সঙ্গে দীর্ঘ হচ্ছে দিন। পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহটি প্রতি বছর প্রায় দেড় ইঞ্চি করে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। যা পৃথিবীর গতি আরও ধীর করে তুলবে। এরফলে, পৃথিবীর দিনের দৈর্ঘ্যও ক্রমাগত বড় হতে থাকবে। ২০১৯-২০২২ সালের মধ্যে পৃথিবীর গতি সাময়িকভাবে বেড়ে যাওয়ার পর ২০২৩ সালে কমতে শুরু করায় দিনের গড় দৈর্ঘ্য প্রথমবারের মতো বেড়ে যায়। ২০১৯ সালের মার্চের পর থেকে সবচেয়ে বড় দিনের রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে ২০২৫ সালের মার্চে।

পচা ডিমের দুর্গন্ধময় গ্রহ

সৌরজগতের বাইরে থাকা এইচডি ১৮৯৭৩৩ বি নামের গ্রহের মধ্যে ভিন্ন এক বৈশিষ্ট্যের খোঁজ পান যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে রয়েছে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস। ফলে গ্রহটির আবহাওয়া বেশ ভয়ানক ও পচা ডিমের গন্ধের মতো গন্ধ রয়েছে। ২০০৫ সালে প্রথম খোঁজ পাওয়া যায় এ গ্রহটির।

জীবন্ত ত্বকের রোবট

এবার রোবটে 'জীবন্ত ত্বক' বসিয়ে তাক লাগিয়ে দেয় জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্সের অধ্যাপক শওজি টেকুচের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী। রোবটটি নিয়ে আরও কাজ করা হলে ভবিষ্যতে এটি মানুষের মতো আরও বৈশিষ্ট্য পাবে। প্রসঙ্গত, এর আগে 'সারা' নামে হিউম্যানয়েড প্রথম নারী রোবট তৈরি করে সৌদি আরব।

রোমানিয়ার জাতীয় মুদ্রা রোমানিয়ান লিউ

CamScanner

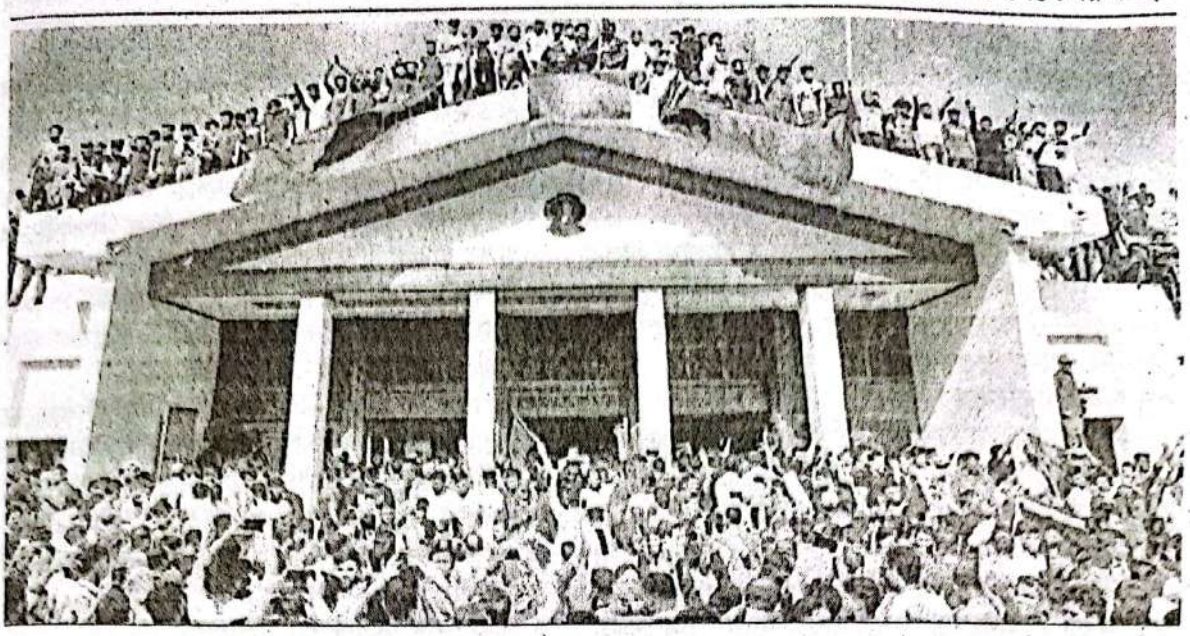

ছাত্র-জনতার বিজয় : শেখ হাসিনার পদত্যাগ

ছাত্র-জনতার দেশ কাঁপানো আন্দোলনে ৫ আগস্ট ২০২৪ ক্ষমতাচ্যুত হন শেখ হাসিনা। তার পদত্যাগের মাধ্যমে টানা সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের বিপুল রায় নিয়ে ৬ জানুয়ারি ২০০৯ দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তিনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ১১ জানুয়ারি ২০২৪ টানা চতুর্থ দফা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকবার এ কোটা ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কারের দাবিতে চাকরি প্রত্যাশী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। লাগাতার আন্দোলনের ফলে ৪ অক্টোবর ২০১৮ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি করে সরকার। উক্ত পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সাত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ৬ ডিসেম্বর ২০২১ হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। ৫ জুন ২০২৪ বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ পরিপত্র বাতিল করে রায় দেন। ৬ জুন ২০২৪ হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এরপর ১ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের (Anti-discrimination Students Movement) ব্যানারে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সূচনা হয়।

কোটা আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান

০৫ জুন ‖ বুধবার

- সরকারি চাকরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মুক্তিযোদ্ধা কোটা পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট।

০৬ জুন ‖ বৃহস্পতিবার

- আদালতের দেওয়া রায় বাতিলের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ।

০৯ জুন ‖ রবিবার

- হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে চেম্বার আদালতে আবেদন করলে চেম্বার বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠিয়ে দেন।
- কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহালের প্রতিবাদে আবারও বিক্ষোভ সমাবেশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

০১ জুলাই ‖ সোমবার

- 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' নামে সংগঠন সৃষ্টি।
- দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রসমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে দাবির বিষয়ে চূড়ান্ত সুরাহার আহ্বান জানানো হয়। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তিন দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।

০৩ জুলাই ‖ বুধবার

- আন্দোলনকারীরা ঢাকার শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রাখে। একই দাবিতে আরও ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ ও অবরোধ করে।

রোমানিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক National Bank of Romania

CamScanner

০৪ জুলাই ‖ বৃহস্পতিবার

- সরকারি চাকরির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রাখেন আপিল বিভাগ। এ বিষয়ে শুনানি না করে 'নট টুডে' বলে আদেশ দেন।

০৬ জুলাই ‖ শনিবার

- আন্দোলনকারীরা সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন, ছাত্রধর্মঘট এবং সারা দেশে সড়ক-মহাসড়ক অবরোধের ডাক দেয়। এর নাম দেওয়া হয় 'বাংলা ব্লকেড'।

০৭ জুলাই ‖ রবিবার

- অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস এবং পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা।

০৮ জুলাই ‖ সোমবার

- সরকারি চাকরিতে সব গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে শুধু সংবিধান অনুযায়ী, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম কোটা রেখে সংসদে আইন পাশের দাবি।

০৯ জুলাই ‖ মঙ্গলবার

- হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে দুই শিক্ষার্থীর আবেদন।

১০ জুলাই ‖ বুধবার

- আপিল বিভাগ সরকারি চাকরির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের ওপর এক মাসের স্থিতাবস্থা জারি করেন।

১৩ জুলাই ‖ শনিবার

- সব গ্রেডে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা।
- কোটা সংস্কার আন্দোলনে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা পরিস্থিতিকে সহিংস করে তোলে।

১৪ জুলাই ‖ রবিবার

- পদযাত্রা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আন্দোলনকারীরা জাতীয় সংসদে জরুরি অধিবেশন ডেকে সরকারি চাকরির সব গ্রেডের কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে সরকারকে ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেয়।

১৫ জুলাই ‖ সোমবার

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা আন্দোলনে ছাত্রলীগ ও ক্ষমতাসীন দলের অন্য কর্মীরা শিক্ষার্থীদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালায়।

১৬ জুলাই ‖ মঙ্গলবার

- আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল দায়ের করা হয়।
- সারা দেশে দিনভর ব্যাপক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ।
- সব বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের হল খালি করতে বলা হয়।
- সরকার ছয়টি জেলায় বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) মোতায়েন করে।
- রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরস্ত্র শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে।

১৭ জুলাই ‖ বুধবার

- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদে বিতাড়ন করে 'রাজনীতিমুক্ত' ঘোষণা।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের দিন নিহতদে 'গায়েবানা জানাজা' চলাকালে পুলিশ শিক্ষার্থীদে ওপর হামলা চালায়।
- শিক্ষার্থীরা সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূ ঘোষণা করে; হাসপাতাল ও জরুরি পরিষেবা ছা সবকিছু বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা দেয়।
- শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বিক্ষোভকারীদে বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখার আহ্বান জানান এ হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্তের ঘোষণা দেন

১৮ জুলাই ‖ বৃহস্পতিবার

- শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচিকে কেন্দ্র ক ঢাকাসহ সারা দেশ অচল।
- সারা দেশে বিজিবি মোতায়েন।
- সারাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ ক দেওয়া হয়।

১৯ জুলাই ‖ শুক্রবার

- 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূ ঘিরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, হামল ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে
- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা ন দফা দাবি ঘোষণা করেন।
- রাত ১২টা থেকে সারা দেশে কারফিউ জারি সেনাবাহিনী মোতায়েন।

২০ জুলাই ‖ শনিবার

- দেশজুড়ে কারফিউ, সেনা মোতায়েন। পরিস্থি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কারফিউ থাকার ঘোষণ
- আইনমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও তথ্য প্রতিমন্ত্রীর সা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের তিন সমন্বয়কের বৈঠ এবং আট দফা দাবি পেশ।

২১ জুলাই ‖ রবিবার

- কোটা বিরোধী আন্দোলনের মুখে প্রধান বিচারপ ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে ৭ বিচারপতির পূর্ণ বেঞ্চ পূর্বের কোটা পদ্ধতি বাতিল করে ৯৩% মে ও ৭% কোটা রাখার পক্ষে রায় দেন। ত সরকারের নির্বাহী বিভাগ চাইলে নির্ধারিত কে বাতিল, সংশোধন বা সংস্কার করতে পারবে।

রোমানিয়ার সরকার ব্যবস্থা ইউনিটারি সেমি-প্রেসিডেন্সিয়াল

২২ জুলাই | সোমবার
- প্রধানমন্ত্রী কোটাপ্রথা সংস্কার করে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি করা প্রজ্ঞাপন অনুমোদন দেন।
- কমপ্লিট শাটডাউন ৪৮ ঘণ্টার জন্য স্থগিতের ঘোষণা দেয় কোটা আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম।
- সাধারণ ছুটির মেয়াদ ও কারফিউ বৃদ্ধি করা হয়।

২৩ জুলাই | মঙ্গলবার
- সরকারি চাকরির নিয়োগে সব গ্রেডে ৯৩% মেধা ও ৭% কোটার বিধান রেখে প্রজ্ঞাপন জারি এবং একই সাথে গেজেট প্রকাশ করা হয়।

২৪ জুলাই | বুধবার
- নির্বাহী আদেশে তিনদিন সাধারণ ছুটির পর অফিস চালু হয়। কারফিউ শিথিলের সময় বৃদ্ধি করা হয়।

২৬ জুলাই | শুক্রবার
- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ও আবু বাকের মজুমদারকে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হয়।

২৭ জুলাই | শনিবার
- আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ধরতে এলাকায় এলাকায় 'ব্লক রেইড' পরিচালনা শুরু হয়।
- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহকে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হয়।

২৮ জুলাই | রবিবার
- কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুমকে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হয়।
- ডিবির হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয়জন সমন্বয়ক এক ভিডিও বার্তায় সব কর্মসূচি প্রত্যাহারের কথা বলে।
- ঢাকাতে ২০০টিরও বেশি মামলায় দুই লাখ ১৩ হাজারের বেশি মানুষকে অভিযুক্ত করা হয়।
- মোবাইল ইন্টারনেট সচল হলেও বন্ধ রাখা হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

২৯ জুলাই | সোমবার
- ১৪ দলের বৈঠকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত।

৩০ জুলাই | মঙ্গলবার
- জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি, সকল হত্যাকাণ্ডের স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান।
- কোটা আন্দোলন ঘিরে সহিংসতায় নিহতদের স্মরণে সারা দেশে শোক পালন করে সরকার। সেই কর্মসূচি প্রত্যাহার করে ফেসবুক প্রোফাইল লাল করার এবং চোখে কালো কাপড় বেধে ছবি পোস্ট করার আহ্বান জানায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।
- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালন করার ঘোষণা।

৩১ জুলাই | বুধবার
- 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচির পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' কর্মসূচি ঘোষণা করে।

০১ আগস্ট | বৃহস্পতিবার
- ডিবি হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৬ সমন্বয়ককে ছেড়ে দেওয়া হয়।
- সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইনে জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি।
- নিহতদের স্মরণে 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' শিরোনামে কর্মসূচি পালন করা হয়।

০২ আগস্ট | শুক্রবার
- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে জুমার নামাজের পর 'প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিল' কর্মসূচি পালিত হয়।
- শিক্ষক ও নাগরিক সমাজের 'দ্রোহযাত্রা' কর্মসূচি পালন।
- শিল্পী সমাজের ব্যতিক্রমী প্রতিবাদে শামিল হন সর্বস্তরের মানুষ।

০৩ আগস্ট | শনিবার
- সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে উত্তাল বাংলাদেশ।
- ছাত্রদের দাবির সঙ্গে সংহতি জানাতে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে লাখো মানুষ সমবেত হয়।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের আলোচনার প্রস্তাব দিলে প্রত্যাখান করে সমন্বয়করা।

০৪ আগস্ট | রবিবার
- সরকার পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচির প্রথম দিনে সারা দেশে ব্যাপক সংঘাত।
- বিক্ষোভকারীরা সারাদেশে নাগরিকদের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির আহ্বান জানায়। শুরুতে ৬ জুলাই 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির আহ্বান জানানো হলেও পরে তা একদিন আগে ৫ আগস্ট করার ঘোষণা দেওয়া হয়।
- প্রধানমন্ত্রী জনগণকে 'শক্ত হাতে নাশকতাকারীদের প্রতিহত করার' আহ্বান জানান।

০৫ আগস্ট | সোমবার
- রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে শেখ হাসিনা পদত্যাগপত্র জমা দেন। এরপর বঙ্গভবন থেকেই হেলিকপ্টারে দেশ ছাড়েন।
- সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা দেন।
- শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর গণভবন, জাতীয় সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ঢুকে পড়ে অসংখ্য মানুষ।
- ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগুন।
- রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে বৈঠক করেন।

রোমানিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ক্লাউস ইওহানিস

CamScanner

❖ বিসিএস ❖ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ❖ প্রাইমারি ❖ ব্যাংক ❖ শিক্ষক নিবন্ধন
ভাইবা সহ যেকোন চাকুরির পূর্ণাঙ্গ ও দৃঢ় প্রস্তুতির জন্য অপরিহার্য ও অনন্য!

জাহিদ সোহেল স্যারের তথ্য সমৃদ্ধ বিশেষ মানচিত্র

(বাংলাদেশ, পৃথিবী এবং পর্যায় সারণী ও বিজ্ঞানের মানচিত্র)

যে কোন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় মাত্র ৩ টি মানচিত্র থেকে সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ৫০% কমন!

মানচিত্র ছাড়া জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়না!
মানচিত্র ছাড়া BCS/JOB হয় না!!

কিভাবে মানচিত্র পড়বো?। কিভাবে শুরু করবো।?
শিঘ্রই বাজারে আসছে-

মানচিত্র ভিত্তিক সাধারণ জ্ঞানের বই

মানচিত্র পাঠের সহজ কৌশল

যারা অনেক পড়েন কিন্তু মনে থাকেনা; পরীক্ষার হলে কনফিউসড হয়ে যান; যারা অল্প সময়ে দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতে চান.. এটি তাদের জন্য। প্রায় ১০০০ সহজ ছন্দ, সূত্র ও মনেরাখার দুর্দান্ত কৌশল নিয়ে-

* ছন্দ ও কৌশল
* রেড কার্ড * ভাইভা কৌশল

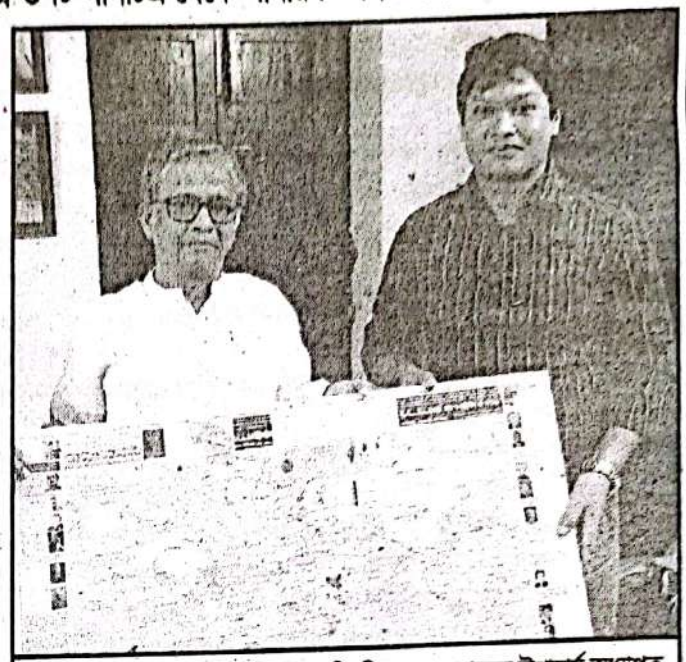

দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান স্যার কে জাহিদ সোহেল স্যার পৃথিবী ও বাংলাদেশ মানচিত্রের নতুন সংস্করণ শুভেচ্ছা স্মারক হিসাবে প্রদান করলে, তিনি এটিকে একটি অনবদ্য, চমৎকার সৃজনশীল ও শিক্ষামূলক গবেষণা কর্ম হিসেবে প্রশংসা করেন।

সাবধান! নকল হতে সাবধান! সস্তার তিন অবস্থা! বিভিন্ন প্রকাশনীর সস্তা মানচিত্র নকল ও আমার মানচিত্রের পুরোনো সংস্করণ!
একটি ভুল তথ্য আপনার জীবন হতে ১টি বছর/১টি সুযোগ/১টি চাকরি নষ্ট করে দিতে যথেষ্ট। তাই বাংলাদেশে ১ম তথ্যসমৃদ্ধ মানচিত্রের প্রণেতা জাহিদ সোহেল স্যার' সম্পাদিত মানচিত্র দেখে, আপডেট উভয় পৃষ্ঠা ছাপা মানচিত্র কিনুন মাত্র ৯০/- (প্রতিটি)।

প্রাপ্তিস্থান: সুফলা: ০১৭১৬০২৭৮৪৫/দি বুক/প্রমিজ/জয়স্টার, নীলক্ষেত: মামুন/নাহার/তাজ/আলম বুক, ফার্মগেট: তোফাজ্জেল,ইউসিসি লাইব্রেরিসহ সারা দেশে

জাহিদ সোহেল একাডেমি

❖ বিসিএস ❖ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ❖ শিক্ষক নিবন্ধন
- সুশিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আত্মউন্নয়নে

জাহিদ সোহেল স্যারের নিকট সরাসরি অনলাইনে মানচিত্র ও সাধারণ জ্ঞান শেখার দুর্দান্ত প্যাকেজ কোর্স মাত্র ৫০০/- টাকা এবং ১ দিনে মানচিত্র/সা.জ্ঞান শেখার বিশেষ ক্লাস/সেমিনারে অংশ নিতে

মাত্র ১০০/- বিকাশ/নগদ করে এসএমএস/হোয়াটসঅ্যাপে তথ্য দিন। আসন সংখ্যা সীমিত।

অনলাইন ভর্তি চলছে। যোগাযোগ: জাহিদ সোহেল স্যার: ০১৭১২-১৯৭৬৬২। ০১৭৬৬-৬২২৩৫৫ (অফিস)

ছাত্র আন্দোলন : বিশ্ব ইতিহাসে রেকর্ড

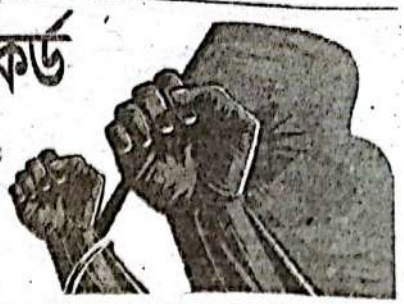

বিশ্বে ইতিহাস বদলে দেওয়া ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্বে সংঘটিত ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক অভূতপূর্ব মিল রয়েছে। দীর্ঘ সময়ের শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের মাধ্যমে ইতিহাসে যুক্ত হয় বাংলাদেশ। বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছাত্র আন্দোলন নিয়ে আমাদের এ আয়োজন।

ছাত্র আন্দোলন

'সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' এর মধ্যেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিহীত। এ শ্রেষ্ঠত্ব যুগে যুগে লুফে নেয় তরুণ ছাত্র-জনতা। একজন সচেতন ছাত্র দেশ ও জাতির সক্রিয় কার্যকর প্রতিবাদী জনশক্তি। এ তরুণ ছাত্র সমাজ যখন কোনো যৌক্তিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে তাকেই ছাত্র আন্দোলন বলা হয়।

বৈশ্বিক ছাত্র আন্দোলন

১৬০ সালে চীনে ইতিহাসের প্রথম ছাত্র আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। চীনের ইমপেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তখন সরকারের কয়েকটি নীতির প্রতিবাদে রাস্তায় আন্দোলনে নামে। তাদের এ আন্দোলনে প্রায় ৩০,০০০ মানুষ অংশ নেয়। এরপর যুগে যুগে বিশ্ব কাঁপানো বহু আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ছাত্ররা। তার কিছু সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো—

- **তিয়েন আনমেন স্কোয়ার আন্দোলন :** ১৯৮৯ সালে চীনের তিয়েন আনমেন স্কোয়ার আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ সরকারের স্বচ্ছতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য অধিকারের দাবিতে রাস্তায় নামে।
- **হোয়াইট রোজ আন্দোলন :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নাৎসি শাসনের বিরুদ্ধে এক অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। তারা প্রথমে 'হোয়াইট রোজ' নামের একটি গ্রুপ গঠন করে। ১৯৪৩ সালে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচার শেষে ছয়জন প্রধান সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।
- **জাতিবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলন :** দক্ষিণ আফ্রিকার সোয়েতোর পাবলিক স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা জাতিবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ১৬ জুন ১৯৭৬ জোহানেসবার্গে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশ নেয়।
- **গ্রিনসবোরো অবস্থান ধর্মঘট :** যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনার উলওর্থ লাঞ্চ কাউন্টারে সাদা-কালো ভেদাভেদের প্রতিবাদে কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্ররা অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। এ আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লাঞ্চ কাউন্টারগুলোতে বর্ণবৈষম্য রহিত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আইন পাশ হয়।
- **ভাষা আন্দোলন :** ১৯৫২ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে ঢাকায় ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনে নামে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ছাত্রদের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পরিণামে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়।

২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলন

ছাত্ররাই অজেয়— এটা শুধু বাংলাদেশেই নয়। এ সফলতা যতটা না সরকার পরিবর্তন করে দেখিয়েছে তার চেয়ে বেশি পুরো রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বৈকল্যকে তুলে ধরেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দেশে ছাত্র বিক্ষোভে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পরিবর্তন আসে। যার সর্বশেষ উদাহরণ সৃষ্টি হয় বাংলাদেশে। ১ জুলাই ২০২৪ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে বিক্ষোভ শুরু করে শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশীরা। এর ফলে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ইতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টি

২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলন কেবল বাংলাদেশ নয় বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ঘটনা হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। এ আন্দোলনে তরুণ থেকে বৃদ্ধ হাতে হাত রেখে অংশগ্রহণ করে যা বিশ্বে বিরল। দুর্নীতি আর অপশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ কেবল জনসাধারণ নয়, ছাত্র সমাজের ভিতরেও তৈরি করে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশা। অধিকার আদায়ে সচেতন শিক্ষিত ছাত্রসমাজ এক সময় স্বৈরশাসন আর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে থাকে এবং সর্বশেষ মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়। ক্ষোভ আর হতাশা যখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সুরাহা হয় না তখন বিপ্লবই হয়ে ওঠে অপরিহার্য নিয়তি। ২০২৪ সালে ছাত্র আন্দোলন তেমনি দেশে ইতিহাস সৃষ্টি করে বিপ্লবী পরিবর্তন নিয়ে আসে। এ আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট রিজিম পরিবর্তন করে সফল হয় ছাত্র আন্দোলন। তবে এ আন্দোলনের প্রভাব অনেক গভীর ও ব্যাপক। জুলাই-আগস্টের ছাত্র আন্দোলন সবচেয়ে বড় অর্জন মানুষে মানুষে সংহতিবোধ। ছাত্র-জনতা দল তৈরি করে বাড়িঘর ও উপাসনালয় পাহারা দিতে শুরু করে। মাদ্রাসার ছাত্ররাও অনেক জায়গায় পাহারা দেয়।

রোমানিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মার্সেল সিওলাকু

রক্তের বিনিময়ে আশার প্রদীপ

দেশের জন্য মহান ব্রত নিয়ে আত্মত্যাগের ইতিহাস অল্প কয়েকজনই রচনা করেন। যারা দেশের জন্য জীবন উৎস করেন, তারা শুধু নিজেদের জন্য নয়, পুরো জাতির জন্য এক অনুপ্রেরণা হয়ে থাকেন। তাদের এ আত্মত্যাগ তখ হয়ে দাঁড়ায় দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সমৃদ্ধির রক্ষাকবচ। এমন ব্যক্তিরা শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসি এবং নৈতিক শক্তি দিয়ে আগলে রাখেন জাতিকে। তাদের সাহসিকতা এবং নিষ্ঠা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হয়ে ও আলোকবর্তিকা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেশের জন্য আত্মত্যাগ করা বীরদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকে এবং তা জাতির হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকেন। সাম্প্রতিক সময়ে এমন কিছু মহানায়কের নাম প্রোথিত হলো আমাদের হৃদয়ে

বুকের ভিতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর

আবু সাঈদ ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের একজন মেধাবী শিক্ষার্থী, যার চোখে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্নগুলো যখন অন্ধকার হতাশার সাগরে ডুবে যায় মৃত্যুই যেন তখন হয়ে ওঠে কঠিন সত্য। নির্মম অন্ধকারকে আড়াল করে নিজের বুক চিতিয়ে উদ্ধত চিত্তে আবু সাঈদ আমাদের দেখিয়ে দেয় স্বপ্ন দেখার সাহস। আবু সাঈদের জন্ম রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা। নয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সমন্বয়ক ছিলেন। ১৬ জুলাই ২০২৪ আন্দোলন চলাকালে পুলিশের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কোটা আন্দোলনকারীরা তাকে আন্দোলনের প্রথম শহীদ বলে আখ্যায়িত করেন।

পানি লাগবে পানি

১৮ জুলাই ২০২৪ যখন মীর মাহফুজুর রহমান মু মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে, তখন সারা দে যেন বয়ে যায় শোকের ঢেউ। এই মৃত্যুর দৃশ্য আর শত সহস্র তরুণের হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেয় সংগ্রামে আগুন। মুগ্ধ ঢাকার উত্তরায় জন্মগ্রহণ করলেও গ্রামে বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তিনি ছিলেন একজন মেধা শিক্ষার্থী এবং কোটা সংস্কার আন্দোলনের সক্রি কর্মী। তিনি একজন মুক্তপেশাজীবী এবং ফ্রিল্যান্স হিসেবে কাজ করতেন। আন্দোলনের সময় মিছিলে খাবার পানি এবং বিস্কুট বিতরণ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। মুগ্ধর মৃত্যু কোটা সংস্কার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। 'ভাই, পানি লাগবে কারো, পানি'-মুগ্ধের এ কথাটি এখনো সারা বাংলাদেশকে কাঁদায়।

আমরা তোমাদের ভুলব না

একগুয়ে কর্তৃত্বের কড়ার আঘাত থেকে রেহাই পায়নি সাধারণ কর্মচারী, দিনমজুর, সাংবাদিক, গাড়িচালক, কিশো কিশোরী। এমনকি ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাত রেহাই দেয়নি ১৭ বছরের গোলাম নাফিজকে। রিকশায় ঝু থাকা তার নিথর দেহের ছবি আজও আমাদের পীড়ন দেয়। বিমর্ষ চিত্তে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয় যখন MIST ইয়ামিনকে সাজোয়া যান থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়। জীবনকে আঁকড়ে ধরার শেষ চেষ্টায় তাদের প্রকম্পিত উত্তাল করে দেয় গোটা দেশকে। চার বছরের শিশু আবদুল আহাদ, হকার মো. শাহজাহান (২৫), গাড়ি চালক দুল মাতবর, শিক্ষার্থী রাকিব হাসান (১২), নির্মাণশ্রমিক নুর আলম (২২), নিরাপত্তাকর্মী ইমরান খলিফা (৩৩), চিকিৎ সজীব সরকার (৩০), মাদ্রাসা ছাত্র আব্দুল্লাহ আল মামুন (২০)সহ আরও অনেকে শহীদ হন। সব শ্রেণির, পেশাজীবীর, সব বয়সের মানুষকে দিতে হয়েছে জীবন। নারী, পুরুষ, শিশু কেউই বাদ যায়নি মৃত্যু তালিকা থেকে ক্ষমতালিপ্সু কর্তৃত্বকে টিকিয়ে রাখতে নির্মম বলির শিকার হতে হয় অসংখ্য পুলিশ সদস্যকেও।

দুঃখজনক ও অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু আমাদের সবসময় ব্যথিত করে। কিন্তু যারা মহৎ উদ্দেশ্যকে ধারণ করে স্বেচ্ছায় জীবন দান করেন তাদের মৃত্যু শেষ নয় বরং একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সাঈদ, মুগ্ধরা বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি নতুন প্রতিবন্ধকতা জয়ের বাধ্যবাধকতায়। আন্দোলনের শহীদেরা দায়বদ্ধ করে দেয় নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের। যে বাংলাদেশে থাকবে না কোনো বৈষম্য আর দুর্নীতি।

মৃতের হিসাব

সময়কাল	ঢাকায়	ঢাকার বাহিরে	মো
১৬ জুলাই-৩ আগস্ট	২৪৬	৯৫	৩৪
৪-২৩ আগস্ট	১২৬	২৯০	৪১
সর্বমোট	৩৭২	৩৮৫	৭৫

নিহতদের মধ্যে : শিক্ষার্থী ৯১ ♦ শিশু-কিশোর ৮ ♦ পুলিশ ৪৪। [তথ্যসূত্র : প্রথম আলো, ২৪ আগস্ট ২০

ছাত্র-জনতার প্রত্যাশা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

কোটা নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্মের আনুষ্ঠানিক নাম 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' (Anti-discrimination Students Movement), যা ১ জুলাই ২০২৪ আত্মপ্রকাশ করে। 'বৈষম্যবিরোধী' কথাটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সরকারি চাকরিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রাধিকারসহ কথিত দুর্নীতির মাধ্যমে দেশের মানুষের মধ্যে আয়-ব্যয়ের বিপুল ব্যবধান তৈরি করা হয়। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার করা নিয়ে আন্দোলন শুরু হলেও, এক পর্যায়ে নির্মমভাবে আন্দোলন দমনের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে তা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। ফলস্বরূপ ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনার পতনের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন সফলতার মুখ দেখে।

সমন্বয়কদের ভূমিকা

জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচিতে অংশ নেয় বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী। কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা ক্লাস, পরীক্ষা বর্জন করে লাগাতার কর্মসূচি চলে। এ আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কাজে লাগায়। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, আবাসিক হল ও বিভাগভিত্তিক নেটওয়ার্ক তৈরি করে ছাত্ররা সংগঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিজেরাই কোটা বিরোধী পোস্টার, প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার ছাপিয়ে আন্দোলনে শরিক হন। আন্দোলনের প্রয়োজনে নিজেরাই ক্ষুদ্র তহবিল সৃষ্টি করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে ক্যাম্পাসে অবস্থিত আবাসিক হলগুলোতে সমন্বয়কারীরা গণসংযোগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবাসিক হলগুলোতে আন্দোলনের সমর্থনে প্রচারপত্র বিলি করেন। 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' ব্যানারে এ আন্দোলনে একক কাউকে মুখপাত্র নির্বাচন করা হয়নি। সারাদেশে আন্দোলনকে সুসংগঠিত করতে ৬৫ সদস্যের একটি সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। যেখানে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ জন সমন্বয়ক রয়েছেন।

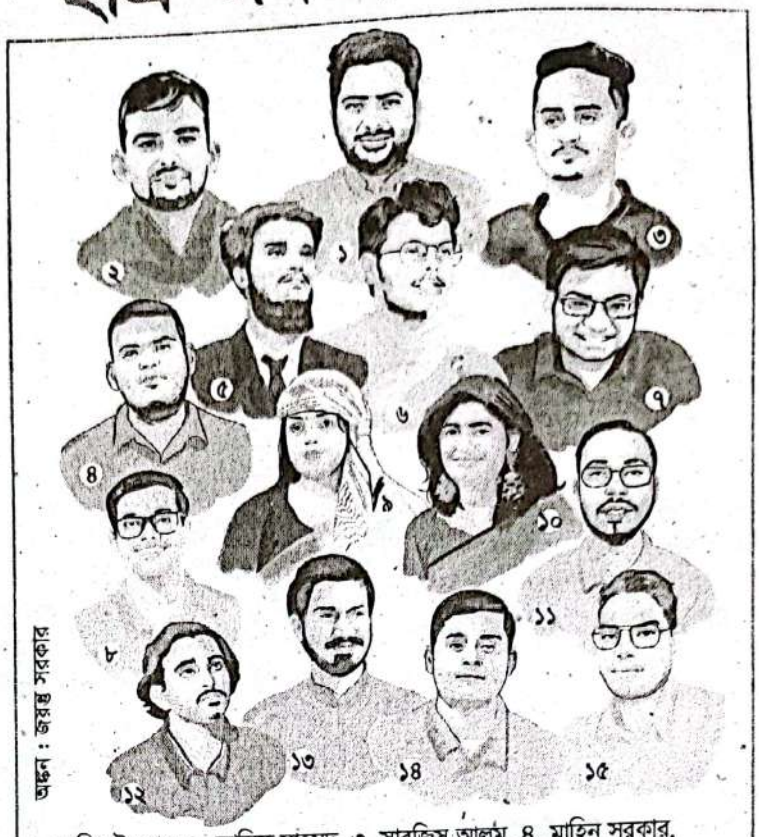

আঁকন : জয়ন্ত সরকার

১. নাহিদ ইসলাম, ২. আসিফ মাহমুদ, ৩. সারজিস আলম, ৪. মাহিন সরকার, ৫. আবদুল কাদের, ৬. নাজমুল হাসান, ৭. রিফাত রশিদ, ৮. আবু বকর, ৯. নুসরাত তাবাসসুম, ১০. উমামা ফাতেমা, ১১. আবদুল হান্নান মাসুদ, ১২. আরিফ সোহেল, ১৩. আবদুল্লাহ সালেহীন অয়ন, ১৪. হাসনাত আবদুল্লাহ, ১৫. তরিকুল ইসলাম।

ভবিষ্যতে কেমন রাষ্ট্রব্যবস্থা চায় ছাত্র-জনতা

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ছাত্র-জনতার মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। সেটি হলো অপশাসনে দুর্বল হয়ে পড়া রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কার করে জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা। এছাড়াও জনগণের মধ্যে থেকে বিচার বিভাগে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন দাবি আসছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরা যেহেতু এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে আছেন, তাই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার জন্য অন্যান্য সমন্বয়ক প্রস্তুত রয়েছেন।

তারুণ্যের রাষ্ট্রচিন্তা

তারুণ্যের রাষ্ট্রচিন্তায় উদারপন্থি, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্যৎমুখী হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তারা এমন এক রাষ্ট্রের আশা করে যা ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করে, বৈচিত্র্যকে মূল্যায়ন করে এবং টেকসই ও ন্যায়সংগত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলে। সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান, আইনের শাসন, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষবিহীন সমাজ পরিচালিত হবে, যেখানে থাকবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সুস্থধারার সহনশীল রাজনীতি। এ বিষয়গুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে তরুণরা সহানুভূতিশীল, প্রযুক্তিনির্ভর এবং সচেতন প্রজন্ম হিসেবে গড়ে উঠছে যারা বাংলাদেশকে আরও ভালো এবং বাসযোগ্য করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

CamScanner

অভ্যুত্থানের অগ্নিঝরা শব্দবন্ধ

কমপ্লিট শাটডাউন

কমপ্লিট শাটডাউন (Complete Shutdown) বলতে 'সর্বাত্মক অবরোধ' বোঝায়। এ কর্মসূচি চলাকালে শুধু হাসপাতাল ও জরুরি সেবা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের দরজা খুলে না, অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া সড়কে কোনো গাড়ি চলে না। ১৮-২২ জুলাই ২০২৪ এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মার্চ টু ঢাকা

৬ আগস্ট ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা সারা দেশের ছাত্র-নাগরিক-শ্রমিকদের ঢাকায় আসার আহ্বান জানান। যাকে বলা হয় মার্চ টু ঢাকা (March to Dhaka)। তবে আরেক ঘোষণায় এ কর্মসূচি এগিয়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ এ নিয়ে আসা হয়। আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশত্যাগ করেন শেখ হাসিনা।

বাংলা ব্লকেড

৭-১২ জুলাই ২০২৪ সারা দেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্লাস পরীক্ষা বর্জন, নিজ নিজ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অবরোধ করাকে বাংলা ব্লকেড (Bengal Blockade) নাম দেওয়া হয়।

ডিজিটাল ক্র্যাকডাউন

ইন্টারনেট বন্ধ করে বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ করে দিয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর, আচরণ, কার্যক্রম ইত্যাদি সীমাবদ্ধ করতে গৃহীত কঠোর পদক্ষেপকে ডিজিটাল ক্র্যাকডাউন (Digital Crackdown) বলে।

রেজিস্ট্যান্স উইক

১৩ আগস্ট ২০২৪ থেকে চার দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে সারা দেশে সপ্তাহব্যাপী রকমারি কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয় 'রেজিস্ট্যান্স উইক' (Resistance Week) কর্মসূচি।

দ্রোহযাত্রা কর্মসূচি

দ্রোহ অর্থ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বা বিরুদ্ধতা। ১ আগস্ট ২০২৪ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে 'দ্রোহ যাত্রা' (Drohayatra Programme) নামে 'বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ' এর ব্যানারে একটি সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে ছাত্র, শিক্ষক ও সুধী সমাজ অংশগ্রহণ করে।

মার্চ ফর জাস্টিস

মার্চ ফর জাস্টিস (March for Justice) এমন একটি কর্মসূচি যা মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আইনি সংস্কার নিশ্চিতের জন্য পালন করা হয়। ৩১ জুলাই এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

ব্লক রেইড

অপরাধী আটক করতে কোনো এলাকা ঘেরাও করে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালানোকে পুলিশের ভাষায় ব্লক রেইড (Block Raid) বলে।

৩৬ জুলাই

৩৬ জুলাই বলতে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টকে নির্দেশ করে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা 'দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জুলাই মাস গণনা করার' কথা জানান। তারা ১ আগস্টকে ৩২ জুলাই হিসেবে গণ্য করতে থাকেন। ৫ আগস্ট (৩৬ জুলাই) শেখ হাসিনা পদত্যাগের মাধ্যমে আন্দোলনের সফলতাকে আন্দোলনকারীরা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' এবং এ দিনটিকে '৩৬ জুলাই' হিসেবে অভিহিত করেন।

রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস

সারা দেশে ছাত্র-জনতার ওপর গণহত্যা, গণগ্রেপ্তারসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১ আগস্ট ২০২৪ পালন করা হয় রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস (Remembering Our Heroes) কর্মসূচি। এর মধ্যে ছিল হতাহতদের নিয়ে পরিবার ও সহপাঠীদের স্মৃতিচারণ, চিত্রাঙ্কন, দেওয়াল লিখন, ফেস্টুন তৈরি, মশাল মিছিল, পথনাটক, প্রতিবাদী গানের আসর ইত্যাদি।

গণপদযাত্রা

পদযাত্রা বলতে পায়ে হেঁটে কোনো দিকে গমন করাকে বোঝায়। অসংখ্য মানুষ যখন কোনো দাবি দাওয়ার প্রেক্ষিতে পদযাত্রায় অংশ নেয় তখন তাকে গণপদযাত্রা (Mass Walking) বলে। ১৪ জুলাই ২০২৪ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ঢাকায় গণপদযাত্রা করে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

অসহযোগ আন্দোলন

অসহযোগ অর্থ অসযোগিতা বা সাহায্য না করা। অসহযোগ আন্দোলন বলতে সর্বক্ষেত্রে সরকারকে অসহযোগিতা করার আন্দোলনকে বোঝায়। ৩ আগস্ট ২০২৪ অনির্দিষ্টকালের জন্য অসহযোগ আন্দোলনের (Non-Cooperation Movement) ডাক দেওয়া হয়। অসহযোগ আন্দোলনের রূপরেখা ছিল— কোনো ধরনের ট্যাক্স, বিল ইত্যাদি পরিশোধ না করা এবং সকল ধরনের সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও গণপরিবহন বন্ধ রাখা ইত্যাদি।

ফ্যাসিবাদ

ফ্যাসিবাদ (Fascism) ইতালীয় শব্দ fascismo fascio শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'লাঠির বান্ডিল' যা, ল্যাটিন শব্দ faseces থেকে উদ্ভূত। ইতালির মুসোলিনি তার নিজের আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ফ্যাসেস গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক দল বা আন্দোলনের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে ফ্যাসিবাদী বলা যাবে— ১. স্বৈরাচারী নেতৃত্ব, ২. বিরোধীদের জোরপূর্বক দমন, ৩. রাষ্ট্রের সকল বিভাগের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ইত্যাদি।

আলোর দিশারি Gen Z

বাংলাদেশে সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনে আলোচনায় এসেছে Gen Z প্রজন্ম। তাদেরকে অনেকেই 'ডিজিটাল নেটিভস, প্লুরালিস্ট জেনারেশন বা হোমল্যান্ড জেনারেশন' বলে অভিহিত করে। এবারে থাকছে Gen Z নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

Gen Z

Gen Z একটি শব্দবন্ধ, যা Generation Z-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৯৭-২০১২ সাল এর মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেন তারা এ প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রজন্মের বর্তমান বয়স ১২-২৭ বছর। এদের মা-বাবারা মূলত জেনারেশন এক্স ও ওয়াইয়ের সদস্য। জেনারেশন জেডের আরও একটি নাম হলো 'জুমার্স'। যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে জেডের পূর্বসূরিদের নাম। এখানে 'Z' অক্ষরের সঙ্গে মূলত 'বুমার্স' শব্দের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য

জেন-জি যেন কঠোর নিয়মানুবর্তিতার উল্টো দিকে হাঁটে। বরং তাদের পছন্দ তুলনামূলক নমনীয়-সহনীয় কাজের পরিবেশ। শুরুতে এ গুণকে কিছুটা অহংবাদী মনে হতে পারে। কিন্তু জেন-জির দলগতভাবে কাজ করার দক্ষতাও দারুণ।

- **ফ্রিল্যান্সিং বা গিগ কেন্দ্রিক :** উদ্যোক্তা মনোভাব এবং আয়ের ছোট ছোট মাধ্যমের প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণে এই জেনারেশনকে 'সাইড হাসেল জেনারেশন'ও বলা হয়।
- **প্রকাশভঙ্গী :** জেন-জির তরুণরা অনেক বেশি অভিব্যক্তিপূর্ণ হয় এবং এ বৈশিষ্ট্য যেন তাদের চেহারাতেই প্রকাশ পায়। পোশাকের ক্ষেত্রেও তারা প্রথা মেনে চলতে আগ্রহী নয়।
- **বৃহত্তম ভোক্তা :** দুনিয়ার বৃহত্তম ভোক্তা শ্রেণিতে পরিণত হবে জেনারেশন জেড। প্রত্যক্ষ ব্যয়ের খাতায় তাদের অবদান থাকবে ২৯-১৪৩ বিলিয়ন ডলার।

Gen Z'র পরিবর্তিত ভাষা

বর্তমান তরুণ সমাজ, অর্থাৎ জেন-জির শব্দভাণ্ডারেও এসেছে পরিবর্তন। এরকম কিছু শব্দ ও অর্থ নিম্নে দেওয়া হলো—

- **বেইজড (Based) :** প্রকৃত অর্থে 'অন্যে কীভাবে দেখল, তা তোয়াক্কা না করে নিজের অবস্থানে অবিচল থাকা'।
- **ব্রাহ্ (Bruh) :** কোনো কিছুর প্রতি শক, হতাশা কিংবা বিব্রতবোধ বোঝাতে।
- **বাসিন (Bussin) :** খুব ভালো।
- **ক্যাপ (Cap) :** মিথ্যা। কেউ মিথ্যা বলছে, তা ধরতে পারলে ক্যাপ/ক্যাপিং বলে তাকে ধরিয়ে দেওয়া হয়।
- **ডেলুলু (Delulu) :** ইংরেজি 'ডিলিউশনাল' শব্দটির বিবর্তিত রূপ। অর্থ 'আত্মবিশ্বাসেই সব সমাধান'।
- **ড্রিপ (Drip) :** ট্রেন্ডি এবং উচ্চ শ্রেণির ফ্যাশন বোঝাতে ব্যবহার করা হয় শব্দটি। 'কুল' শব্দের বিকল্প হিসেবেও ড্রিপ ব্যবহৃত হয়।
- **ইরা (Era) :** কোনো ব্যক্তির বর্তমান আগ্রহ বা অগ্রাধিকার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ধরা যাক, কেউ স্বাস্থ্যসচেতন হয়েছেন, তখন তিনি নিজেকে নিজের ফিটনেস এরায় আছেন বলে দাবি করতে পারেন।
- **ফ্লেক্স (Flex) :** অর্থ ভাব দেখানো।
- **গ্লো আপ (Glow-Up) :** বিশেষ উন্নতি অর্থে। এর উল্টো হলে ব্যবহার করা হয় 'গ্লো ডাউন'।
- **গোট (GOAT) :** GOAT এর পূর্ণরূপ Greatest of All Time বাংলায় যাকে বলে 'সর্বকালের সেরা'।
- **রিজ (Rizz) :** ইংরেজি 'কারিজমা' শব্দটি থেকে এসেছে 'রিজ'। বাংলায় যেটা কারিশমা বা শক্তি কিংবা মাধুর্য।
- **টি (Tea) :** পরচর্চা করা। মূলত চা খেতে খেতে আলোচনা থেকে 'টি' শব্দের এমন ব্যবহার শুরু।

জেনারেশনের শ্রেণিবিন্যাস

১৯০১-২০২৪ সাল পর্যন্ত জেনারেশনকে ৭টি নির্দিষ্ট প্রজন্মে ভাগ করা হয়। যা হলো—

- **গ্রেটেস্ট জেনারেশন :** এ প্রজন্মের জন্মকাল ১৯০১-১৯২৭ সাল পর্যন্ত এবং এ প্রজন্মের বর্তমান বয়স অবশ্যই ৯৫ বছরের বেশি।
- **সাইলেন্ট জেনারেশন :** এদের জন্মকাল আনুমানিক ১৯২৮-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এবং এ প্রজন্মের বর্তমান বয়স ৭৯-৯৪ বছর।
- **বেবি বুমার্স জেনারেশন :** এদের জন্মকাল আনুমানিক ১৯৪৬-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এবং এ প্রজন্মের বর্তমান বয়স ৬০-৭৮ বছর।
- **জেনারেশন এক্স :** এ প্রজন্মের জন্মকাল আনুমানিক ১৯৬৫-১৯৮০ সাল পর্যন্ত এবং এদের বর্তমান বয়স ৪৪-৫৯ বছর।
- **জেনারেশন ওয়াই :** মিলেনিয়ালস বা সহস্রাব্দ প্রজন্মের জন্মকাল আনুমানিক ১৯৮১-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এবং এদের বর্তমান বয়স ২৮-৪৩ বছর। এ প্রজন্মেরই জন্ম আবার ১৯৯০ সালের ভেতরে যারা শৈশব-কৈশোর পার করেছেন, তাদের বলা হয় নাইন্টিজ কিডস। এ প্রজন্মের মা-বাবারা বেশির ভাগই বুমার্স ও জেনারেশন এক্সের সদস্য।
- **জেনারেশন জেড :** ১৯৯৭-২০১২ সাল পর্যন্ত জন্ম নেওয়া প্রজন্মই Gen Z।
- **জেনারেশন আলফা :** এ প্রজন্মের জন্মকাল আনুমানিক ২০১২-২০২৪ সাল পর্যন্ত এবং এদের বর্তমান বয়স ০-১২ বছর। এদের মা-বাবারা আবার জেনারেশন ওয়াই বা সহস্রাব্দ প্রজন্মের সদস্য।

রোমানিয়া কান্ট্রি অব ড্রাকুলা কিংবা *ভ্যাম্পায়ারের দেশ* হিসেবে পরিচিত

ফিরে দেখা | তত্ত্বাবধায়ক সরকার

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, জানতে চেয়ে ১৯ আগস্ট ২০২৪ হাইকোর্ট রুল জারি করে। এ প্রেক্ষাপটে জানুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদ্যোপান্ত।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার

একটি সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় থেকে নতুন একটি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ববর্তী সময়ে রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনায় নিয়োজিত থাকে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সাধারণত যেকোনো প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত বিদায়ী সরকারের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রথা লক্ষণীয়। এ স্বল্পস্থায়ী সরকার দৈনন্দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে এবং নীতি নির্ধারনী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে, যাতে এ সরকারের কার্যাবলি নির্বাচনের ফলাফলে কোনো প্রভাব সৃষ্টি না করে। এ অন্তর্বর্তী সময়ে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে।

প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গণঅভ্যুত্থানে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকারের পতনের পর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিন মাসের অন্তর্বর্তীকালীন বা অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। সে সময় সব দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। প্রথমে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এরপর তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ সরকারের অধীনে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ৬ আগস্ট ১৯৯১ সংবিধানের একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এ সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেওয়া হয়।

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ও ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে ২৬ মার্চ ১৯৯৬ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাশ করা হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের চতুর্থ ভাগে '২ক পরিচ্ছেদ: নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' নামে নতুন পরিচ্ছেদ যোগ হয়। এতে ৫৮ক, ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ ও ৫৮ঙ নামে নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়। যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ এর অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগ কার্যক্রম ও মেয়াদকালসহ বিস্তারিত বিষয়ে উল্লেখ ছিল। পরে এ পদ্ধতি অনুসরণ করেই তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ত্রয়োদশ সংশোধনী পাসের পর এটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দুটি মামলা হয় এবং হাইকোর্টের দুটি বেঞ্চ সেগুলো খারিজ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বৈধ বলে রায় দেন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ মে ২০১১ ত্রয়োদশ সংশোধনীকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে একটি সংক্ষিপ্ত বিভক্ত আদেশ দেন, প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হকের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের আপিল-বিভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিরা। সর্বোচ্চ আদালত তার রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেন যে, দেশের শান্তি; স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে পরবর্তী দুটি (১০ম ও ১১তম) জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে। কিন্তু ৩০ জুন ২০১১ তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাগণ

প্রধান উপদেষ্টা	কার্যকাল
বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ	৬ ডিসেম্বর ১৯৯০-৯ অক্টোবর ১৯৯১
বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	৩০ মার্চ ১৯৯৬-২৩ জুন ১৯৯৬
বিচারপতি লতিফুর রহমান	১৫ জুলাই ২০০১-১০ অক্টোবর ২০০১
অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ	২৯ অক্টোবর ২০০৬-১২ জানুয়ারি ২০০৭
ড. ফখরুদ্দীন আহমদ	১২ জানুয়ারি ২০০৭-৬ জানুয়ারি ২০০৯

পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

♦ বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম প্রধান উপদেষ্টা কে ছিলেন?— সাহাবুদ্দীন আহমদ। [পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১১]

♦ বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কতগুলো Ordinance জারি করেছিলেন?— ১২২। [খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক/ উপ-খাদ্য পরিদর্শক ২০০৯]

♦ সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল কবে?— ১২ জানুয়ারি ২০০৭। [উপজেলা/ থানা নির্বাচন অফিসার ২০০৮]

♦ সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১০ সদস্যের বেশি হবে না?— ৫৮(গ)। [আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ২০০৭]

♦ ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা কে ছিলেন?— হাফিজ উদ্দিন খান। [শ্রম অধিদপ্তরের শ্রম কর্মকর্তা এবং জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ কর্মকর্তা ২০০৩]

♦ In Bangladesh what is one-eleven mostly known for?— Takeover by army-led caretaker government. [Bank Asia Management Trainee 2011]

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আউট-ডোর মিউজিয়াম 'আস্ত্রা' রোমানিয়ায় অবস্থিত

প্রধান উপদেষ্টাকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস

মন্ত্রণালয় > প্রতিরক্ষা • খাদ্য • ভূমি • বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি • জনপ্রশাসন • নৌ-পরিবহন • মহিলা ও শিশু বিষয়ক • বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন

বিভাগ > মন্ত্রিপরিষদ • সশস্ত্র বাহিনী

নবীন-প্রবীণের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

৮ আগস্ট ২০২৪ রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। একই দিন শপথ গ্রহণের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যাত্রা শুরু হয়।

সালেহ উদ্দিন আহমেদ (অর্থ ও বাণিজ্য)

ড. আসিফ নজরুল (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং সংস্কৃতি বিষয়ক)

ব্রি. জে. (অব:) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন (বস্ত্র ও পাট)

এ এফ হাসান আরিফ (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়)

আদিলুর রহমান (শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত)

মো. তৌহিদ হোসেন (পররাষ্ট্র)

রিজওয়ানা হাসান (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ)

শারমিন এস মুরশিদ (সমাজকল্যাণ)

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন (ধর্মবিষয়ক)

ফরিদা আখতার (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ)

নুরজাহান বেগম (স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ)

ফারুক ই আজম (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ)

সুপ্রদীপ চাকমা (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক)

অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা)

ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ (পরিকল্পনা এবং শিক্ষা)

আলী ইমাম মজুমদার (প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সংযুক্ত)

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ; সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ)

লে. জে. জাহাংগীর আলম চৌধুরী (স্বরাষ্ট্র এবং কৃষি)

নাহিদ ইসলাম (ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার)

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূইয়া (যুব ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান)

রোমানিয়া ব্রাউন বিয়ার বা বাদামী ভাল্লুকের জন্য বিখ্যাত

ড. মুহাম্মদ ইউনূস
অসীম চৈতন্যের খোঁজে

সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন স্বপ্নের চোখে তিনি দেখেন বাংলাদেশকে। দারিদ্র্য থেকে মুক্তির ছোট্ট প্রয়াসই তাঁর মূল শক্তি। সেই স্বপ্ন দেখিয়ে বিশ্ব জয় করা মানুষটি এখন বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা।

জন্ম : ২৮ জুন ১৯৪০
জন্মস্থান : বাথুয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
বাবা : হাজী দুলা মিয়া সওদাগর
মা : সুফিয়া খাতুন
দাদা : হাজী নজু মিয়া সওদাগর
ভাইবোন : ৭ ভাই ও ২ বোন
সাত ভাইয়ের মধ্যে অধ্যাপক ড. ইউনূস দ্বিতীয়
ড. ইউনূসের ছোট দুই ভাইয়ের একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক অধ্যাপক ড. ইব্রাহিম এবং অন্যজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর
উপাধি : ক্ষুদ্র ঋণের প্রবর্তক • গরিবের ব্যাংকার • সামাজিক ব্যবসার অগ্রদূত

শিক্ষা জীবন

১৯৫৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬০ সালে স্নাতক ও ১৯৬১ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৫ সালে ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান। ১৯৬৯ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (GPED) থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্ম জীবন

স্নাতক শেষ করার পর তিনি গবেষণা সহকারী হিসেবে অর্থনীতি ব্যুরোতে যোগ দেন। ১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম কলেজে অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৬৯-১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রে মার্ফ্রিসবোরোতে মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে যোগ দেন। পরে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালে তিনি অধ্যাপক পদে উন্নীত হন এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৬ সালে সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ক্ষুদ্রঋণ ও গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষকে খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করার পর ইউনূস দারিদ্র্য দূরীকরণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং তার অর্থনীতি বিভাগে একাডেমিক প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে গ্রামীণ অর্থনীতি কর্মসূচি চালু করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি নতুন ধরনের কৃষি সমবায় 'নবযুগ তেভাগা খামার' সংগঠিত করেন, যা পরবর্তীতে সরকার প্যাকেজড ইনপুট প্রোগ্রাম হিসেবেগ্রহণ করে। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জোবরা গ্রামে অত্যন্ত দরিদ্র কিছু পরিবারের জন্য কাজ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে, খুব সামান্য পরিমাণ ঋণ একজন দরিদ্র মানুষের জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। নিজে গরিব মানুষের ঋণের জামিনদার হয়ে স্থানীয় জনতা ব্যাংক থেকে তার প্রকল্পের মাধ্যমে জোবরা গ্রামের গরিব মানুষদের ঋণ দেওয়া শুরু করলেন। অক্টোবর ১৯৮৩ তার এ প্রকল্প পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়। যার নাম হয় 'গ্রামীণ ব্যাংক'।

- তার জন্মদিন ২৮ জুন কে বৈশ্বিকভাবে 'সামাজিক ব্যবসা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।
- বিশ্বের ৮০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে 'ইউনূস সোশ্যাল বিজনেস সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে তার চিন্তা, কাজ, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও তার জীবনাদর্শ নিয়ে গবেষণা হয়।
- কানাডা ও জাপানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে ড. ইউনূসের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্রঋণ বা সামাজিক ব্যবসার মডেল পৃথিবীর ৪০টির বেশি দেশে ১৩০টির বেশি প্রতিষ্ঠান ধারণ করে চলেছে।
- মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এ পুরস্কার লাভ করেন।
- ২০১২ সালে তিনি স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো ক্যালেডোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হন
- ২০২০ সালে মালয়েশিয়ার আলবুখারি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (AIU) প্রথম চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৪টি দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬০টির মতো সম্মানসূচক ডিগ্রি পেয়েছেন।

রোমানিয়ার হেনরি মারি কোয়ান্ডা সর্বপ্রথম জেট ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন

মুক্তিযুদ্ধে অবদান

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ন্যাশভিলে বাংলাদেশ নাগরিক কমিটি (BCC) গঠন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যান্য বাংলাদেশিদের সঙ্গে নিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র চালু করেন। তিনি তার ন্যাশভিলের বাড়ি থেকে 'বাংলাদেশ নিউজলেটার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অন্যদের সমর্থন আদায় এবং পাকিস্তানকে সামরিক সহযোগিতা প্রদান বন্ধ করতে মার্কিন কংগ্রেসে লবি করার উদ্দেশ্যে তিনি এসব উদ্যোগ নেন।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

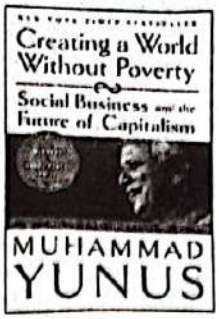

Three farmers of Jobra ♦ Jorimon and Others: Faces of Poverty ♦ Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty ♦ Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism ♦ A World of Three Zeros : The New Economics of Zero Poverty, Zero Unemployment, and Zero Net Carbon Emissions.

গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার-সম্মাননা

প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড (১৯৭৮) • র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার (১৯৮৪) • স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮৭) • আগা খান অ্যাওয়ার্ড (১৯৮৯) • বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার (১৯৯৪) • ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কার (১৯৯৮) • সিডনি শান্তি পুরস্কার (১৯৯৮) • সিউল শান্তি পুরস্কার (২০০৬) • শান্তিতে নোবেল পুরস্কার (২০০৬) • প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম (২০০৯) • অলিম্পিক লরেল (২০২০) • চ্যাম্পিয়ন অব গ্লোবাল চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড (২০২১)।

নিয়োগ পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

✓ ক্ষুদ্র ঋণের প্রবর্তক কে?— ড. মুহাম্মদ ইউনূস। [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৫-০৬]

✓ গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে?— ড. মুহাম্মদ ইউনূস। [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৫-০৬]

✓ নোবেল বিজয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রামের নাম কি?— বাথুয়া। [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৭-০৮]

✓ ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২০০৬ সালের কোন তারিখ অসলোতে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন?— ডিসেম্বর ১০। [ঢাবি ২০০৬-০৭]

✓ দক্ষিণ এশিয়ায় ড. ইউনূস শান্তিতে কততম নোবেল বিজয়ী?— দ্বিতীয়। [আবহাওয়া অধিদপ্তরে সহকারী আবহাওয়াবিদ ২০০৭]

✓ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেল লাভকারী প্রথম বাংলাদেশি— ড. মুহাম্মদ ইউনূস। [৬ষ্ঠ বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন ২০১০]

✓ সামাজিক ব্যবসা ধারণাটির প্রবক্তা কে?— ড. মুহাম্মদ ইউনূস। [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার ২০১২]

✓ বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানটি মাইক্রোক্রেডিট সম্মেলনের অন্যতম উদ্দ্যোক্তা?— গ্রামীণ ব্যাংক। [২৬তম বিসিএস]

✓ কোন ব্যাংক বাংলাদেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিয়ে দেশে ও বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে?—গ্রামীণ ব্যাংক। [১৪তম বিসিএস]

✓ গ্রামীণ ব্যাংক কেন বিখ্যাত?— দরিদ্র পরিবারকে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার জন্য। [বিআরডিবি'র সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০০৬]

✓ শান্তির জন্য নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূস কোন গ্রাম থেকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করেন?— জোবরা। [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫-১৬, ৩য় বিজেএস ২০০৭]

✓ নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনাপর্বে জোবরা গ্রামে প্রথম ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা দরিদ্র গৃহবধূর নাম— সুফিয়া বেগম। [চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৬-০৭]

✓ গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন বছর?— ১৯৮৩ সালে। [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৫]

✓ বর্তমান গ্রামীণ ব্যাংক 'গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প' রূপে কবে কাজ শুরু করে?— ১৯৭৬। [ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার ২০১০]

✓ বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থায়ন করছে কোন ব্যাংক?— গ্রামীণ ব্যাংক। [BTV'র অডিয়েন্স রিসার্চ অফিসার ২০০৬]

✓ সাধারণত দরিদ্র মহিলারা ক্ষুদ্রঋণীর কত ভাগ?— ৯৫ ভাগের বেশি। [বিআরডিবির সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০০৬]

✓ গ্রামীণ ব্যাংক কাদের বেশি সাহায্য করে?— গ্রামের ভূমিহীন ও দরিদ্র জনসাধারণদের। [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীনে 'অধীক্ষক' ১৯৯৮]

✓ গ্রামীণ ব্যাংকের ধারণা বাংলাদেশের বাইরে প্রথম কোন দেশ চালু করে?— মালয়েশিয়া। [আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ২০০৭]

✓ বিশ্বের কোন দেশ গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে সে দেশে ক্ষুদ্র ঋণ চালু করে?— জাপান। [সঞ্চয় পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০০৭]

✓ Which of the following is not a scheduled bank?— Grameen Bank. [BKB Senior Officer 2012]

✓ In which year was Grameen Bank Established?— 1983 । [Trust Bank Ltd Assistant Officer 2011]

✓ Which of the following institutions is the pioneer of microfinance movement in Bangladesh?— Grameen Bank । [RAKUB Ltd. Senior Officer 2006]

✓ Grameen Bank is directly regulated by— Bangladesh Bank. [Jamuna Bank Ltd. Probationary Officer 2014]

✓ Who has been awarded Nobel Peace Prize in 2006?— Dr. Muhammad Yunus. [Bangladesh Krishi Bank Ltd. Officer 2007]

✓ Dr. Muhammad Yunus was awarded the Nobel Prize under which category?— Peace. [Sadharan Bima Corporation Junior Officer 2009]

CamScanner

জাতিসংঘে বাংলাদেশের ৫০ বছর

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন করা এবং জাতিসমূহের কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় করার কেন্দ্র হিসেবে ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ গঠিত হয় জাতিসংঘ। এটি বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংস্থা। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ৫০ বছর পূর্তিতে এ বিষয় নিয়ে থাকছে বিশেষ আয়োজন—

সদস্যপদ লাভ

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর বাংলাদেশের সামনে দু'টি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আর তা হলো যত দ্রুত সম্ভব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায় করা এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করা। সেপ্টেম্বর ১৯৭১ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো অখণ্ডতার নীতির দ্বন্দ্ব তুলে ধরেন। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, পোল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র পাকিস্তানের বর্বরতা ও গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি জনগণের পক্ষে অবস্থান নেয়। এ সময় জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন মিয়ানমারের (তৎকালিন বার্মা) সাবেক কূটনীতিক উ থান্ট। ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসের আগেই নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি অস্থায়ী সদস্যের মধ্যে ১১টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫টি সদস্যের মধ্যে একমাত্র চীন ব্যতীত অপর ৪টি সদস্যরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ৮ আগস্ট ১৯৭২ বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। ২৫ আগস্ট ১৯৭২ বাংলাদেশের জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো দেয় চীন। ১৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৭তম অধিবেশন শুরু হয় এবং সে পর্যন্ত বাংলাদেশকে ৯১টি দেশ স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৭ অক্টোবর ১৯৭২ বাংলাদেশ জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মর্যাদা লাভ করে। ১০ জুন ১৯৭৪ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে সদস্যপদ দেওয়ার সুপারিশ করে। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য। বাংলাদেশের সাথে গ্রানাডা ও গিনি বিসাউ সদস্যপদ লাভ করে। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশে মিশন

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী কূটনৈতিক মিশন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত। এটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন শুরু হয় ১৯৭২ সালে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি সৈয়দ আনোয়ারুল করিম। জাতিসংঘে নিযুক্ত প্রথম নারী স্থায়ী প্রতিনিধি ইসমাত জাহান। বর্তমানে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থার প্রধান

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ১৯৮৬-৮৭ মেয়াদে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮৫ সালে দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থার দায়িত্ব

- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ দু'বার নির্বাচিত হয়, প্রথমবার জাপানকে পরাজিত করে ১৯৭৯-১৯৮০ সালে এবং দ্বিতীয়বার ২০০০-২০০১ সালে। এছাড়াও বাংলাদেশ ২০০০ সালের মার্চে এবং ২০০১ সালের জুনে নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

নাম	মাস	সাল
খাজা মোহাম্মদ কায়সার	অক্টোবর	১৯৭৯
আনোয়ারুল করিম চৌধুরী	মার্চ	২০০০
আনোয়ারুল করিম চৌধুরী	জুন	২০০১

- ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে জাতিসংঘ অধিবেশনে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক প্রস্তুতিমুলক কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ দায়িত্ব পালন করে এবং ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে পাসকৃত পারমানবিক অস্ত্র প্রসার রোধ বিষয়ক চুক্তি (NPT) প্রণয়নে ভূমিকা রাখে।
- ১৯৮২-৮৩ মেয়াদে ৭৭ জাতি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ১৯৮০ থেকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সমন্বয়ক হিসেবে বাংলাদেশ কাজ করে।
- বাংলাদেশ ১৯৮৫ সালে শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনে (UNHCR) এবং ১৯৯৮ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সিটি কমিটির হাইকমিশনার নিযুক্ত হয়।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদেও (ECOSOC) সদস্য নির্বাচিত হয় ১০ বার— ১৯৭৬-৭৮, ১৯৮১-৮৩, ১৯৮৫-৮৭, ১৯৯২-৯৪, ১৯৯৬-৯৮, ২০০৪-০৬, ২০১০-১২, ২০১৫-১৬, ২০২০-২২ ও ২০২৫-২৭।

রোমানিয়া ন্যাটোতে যোগ দেয় ২৯ মার্চ ২০০৪

শান্তিরক্ষা মিশন

১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরান শান্তিরক্ষী মিশনে সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্যের যোগ দেওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘের পতাকাতলে একতাবদ্ধ হয় বাংলাদেশ। এরপর শান্তিরক্ষী মিশনে যোগ দেয় নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী। ১৯৮৯ সালে নামিবিয়া মিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে জাতিসংঘ মিশনে সর্বোচ্চ দ্বিতীয় শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী বাংলাদেশ। ২০২১ ও ২০২২ সালে বাংলাদেশ প্রথম স্থানে অবস্থান করে। চার দশকের শান্তিরক্ষার ইতিহাসে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের ৪৩টি দেশ ও স্থানে, ৬৩টি জাতিসংঘ মিশন সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। পৃথিবীর শান্তিরক্ষায় সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালনের করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করেন ১৬৮ জন। বর্তমানে পৃথিবীর ১৩টি দেশে ৬,০৯২ জন বাংলাদেশি বিশ্ব মানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন। যার মধ্যে রয়েছে ৪৯৩ জন নারী শান্তিরক্ষী।

স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন

বাংলাদেশ জাতিসংঘের উদ্যোগে গৃহীত অনেকগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তি ও মানবাধিকার সনদের স্বাক্ষরদাতা ও অনুসমর্থনকারী দেশ। এসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন, চুক্তি এবং প্রটোকল যা বাংলাদেশকর্তৃক স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন হয়েছে সেগুলো হলো—

সকল প্রকার বর্ণগত বৈষম্য বিলোপে আন্তর্জাতিক কনভেনশন ‖ নারীদের বিরুদ্ধে সবধরনের বৈষম্য বিলোপে কনভেনশন (সিডো) ‖ শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন ‖ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক কভেন্যান্ট ‖ এন্টি পারসোন্যাল মাইন ব্যবহার প্রতিরোধ বিষয়ক চুক্তি ‖ মরুভূমিকরণ প্রতিরোধে জাতিসংঘ কনভেনশন (ইউএনসিসিডি) ‖ জীববৈচিত্র্য কনভেনশন ‖ ভিয়েনা কনভেনশন ‖ মন্ট্রিল প্রটোকল ‖ লন্ডন এমেন্ডমেন্ট ‖ কোপেনহেগেন এমেন্ডমেন্ট ‖ মন্ট্রিল এমেন্ডমেন্ট এবং ‖ বেইজিং এমেন্ডমেন্ট।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা

জাতিসংঘের যে সকল অঙ্গ সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)। ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (VGF)। জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (WTO)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (IMF)।

মাতৃভাষা দিবস : ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা সংস্থা UNESCO একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এর পরের বছর ২০০০ সালে প্রথমবারের মত বিশ্বের ১৮৮টি দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়েছে। যা এখন পর্যন্ত চলমান রয়েছে।

এছাড়া জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (UNESCO) উদ্যোগে সুন্দরবন এবং আরও কিছু ঐতিহাসিক স্থান বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাংলাদেশ সফরকারী জাতিসংঘ মহাসচিববৃন্দ

নাম	দেশ	সময়কাল
কুর্ট ওয়াল্ডহেইম	অস্ট্রিয়া	৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
জাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার	পেরু	৩-৬ মার্চ ১৯৮৯
কফি আনান	ঘানা	১৩-১৫ মার্চ ২০০১
বান কি মুন	দ. কোরিয়া	১-২ নভেম্বর ২০০৮
		১৩-১৫ নভেম্বর ২০১১
অ্যান্তনিও গুতেরেস	পর্তুগাল	৩০ জুন-২ জুলাই ২০১৮

তথ্য কণিকা

- ✓ জাতিসংঘ হলো বিশ্বের স্বাধীন দেশসমূহের সর্বোচ্চ— আন্তর্জাতিক সংঘ।
- ✓ জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত— ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- ✓ জাতিসংঘের ইউরোপীয় কার্যালয় অবস্থিত— জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)।
- ✓ জাতিসংঘ গঠন সংক্রান্ত আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষরিত হয়— ১৪ আগস্ট ১৯৪১।
- ✓ জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়— ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ সালে ৫১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে।
- ✓ প্রতিবছর জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়— ২৪ অক্টোবর।
- ✓ জাতিসংঘের নামকরণ করেন— মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট (১ জানুয়ারি ১৯৪২)।
- ✓ জাতিসংঘের সর্বশেষ ১৯৩তম সদস্য দেশ— দক্ষিণ সুদান।
- ✓ জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ২টি— (ভ্যাটিকান সিটি ও ফিলিস্তিন)।
- ✓ জাতিসংঘ সনদের রচয়িতা— আর্কিবেল্ড ম্যাকলিস (Archibald Macleish)।
- ✓ জাতিসংঘের পতাকা হালকা নীল রংয়ের মাঝে একটি সাদা বৃত্ত এবং বৃত্তের মাঝখানে প্রতীক।
- ✓ প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়— ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো সিটিতে।

বিশ্বের বৃহত্তম লবণ খনি যাদুঘর সালিনা টার্ডা রোমানিয়ায় অবস্থিত

CamScanner

বিশ্বজুড়ে মহামারি এমপক্স

করোনাভাইরাসের পর নতুন আতঙ্কের নাম এমপক্স। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ রোগ শনাক্ত হওয়ায় ১৪ আগস্ট ২০২৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বিশ্বব্যাপী জরুরি অবস্থা জারি করে। ১৭ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এমপক্সের সংক্রমণ ঠেকাতে বিশেষ জরুরি অবস্থা জারি করে।

এমপক্স কী

এমপক্স (Mpox) একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগের জন্য দায়ী 'মাঙ্কিপক্স' ভাইরাস। মাঙ্কিপক্স একটি ডাবল-স্ট্র্যান্ডেড ডিএনএ জুনোটিক ভাইরাস, যা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে মাঙ্কিপক্স সৃষ্টি করে। এমপক্স প্রথম পশু থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়। কিন্তু বর্তমানে মানুষ থেকে মানুষেও সংক্রমণ ঘটছে।

নামকরণ

১৯৫৮ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনের পরীক্ষাগারে বানরের মধ্যে মাঙ্কিপক্স প্রথম শনাক্ত করেন বিজ্ঞানী 'প্রেবেন ভন ম্যাগনাস'। বানরের মধ্যে শনাক্ত হওয়ায়, এটি 'মাঙ্কিপক্স' (Monkeypox) নামে পরিচিতি পায়। এ ভাইরাসের বাহক কেবল বানরই নয়, ইঁদুর বা অন্য কিছু প্রাণীও। প্রাণীর প্রতি বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছড়ানোর আশঙ্কা থেকে ২৩ নভেম্বর ২০২২ রোগটির নাম 'মাঙ্কিপক্স' থেকে 'এমপক্স'-এ পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)।

কীভাবে সূচনা

১৯৫৮ সালে ডেনমার্কে শনাক্ত হওয়ার পর সে সময় এটি 'একেবারে বিরল ও স্বল্প পরিচিত' রোগ ছিল। এরপর ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ে। আমদানি করা প্রাণীর দেহ থেকে দেশটিতে এ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ৬ মে ২০২২ প্রথম একজন ইউরোপীয় নাগরিকের দেহে মাঙ্কিপক্স শনাক্ত হয়। ২০২২ সালের জুলাইয়ে এমপক্সের মৃদু ক্লেড ২ ধরন প্রায় ১০০টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে ছিল এশিয়া ও ইউরোপের কিছু দেশও।

ধরন

এমপক্সের প্রধান দুইটি ধরন রয়েছে— ক্লেড ১ এবং ক্লেড ২। দুইটি ধরনের মধ্যে আবার সাব ডিভিশন এ, বি রয়েছে। কঙ্গোতে দীর্ঘদিন এমপক্স প্রাদুর্ভাবের কারণ ছিল বিপজ্জনক ক্লেড ১ ভাইরাস আর ইউরোপে ছড়িয়েছে ক্লেড ২ ভাইরাস। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরের দিকে এমপক্সের ভাইরাসের রূপবদল হয়। এ রূপান্তরে তৈরি হওয়া নতুন ধরনটির নাম ক্লেড ১বি। তখন থেকে এ বিপজ্জনক ধরণটি দ্রুত ছড়াচ্ছে।

যেভাবে ছড়ায়

এমপক্স মূলত ছোঁয়াচে রোগ। তাছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক, ত্বকের সংস্পর্শ, কথা বলা বা শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে এটি ছড়াতে পারে। সমকামী পুরুষদের মধ্যেই এর সংক্রমণ বেশি দেখা যায়। ২০২২ সালে মাঙ্কিপক্স ছড়িয়ে পড়ার পেছনে মূলত কাজ করেছে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক।

উপসর্গ

প্রাথমিক লক্ষণের মধ্যে রয়েছে জ্বর, মাথাব্যথা, ঘর্মাক্ত হওয়া, পিঠে ব্যথা ও পেশিতে ব্যথা। একবার জ্বর সেরে গেলে ত্বকে ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। ফুসকুড়িতে ভীষণ চুলকানি বা ব্যথা হতে পারে। সারা শরীর, বিশেষ করে মুখমণ্ডল, চোখ ও যৌনাঙ্গে ক্ষত দাগ দেখা দিতে পারে।

টিকা

এমপক্সের টিকা রয়েছে, তবে তা গণমানুষের জন্য এখনো সহজলভ্য নয়। আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত, EU/EEA, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড এবং কানাডাজুড়ে শুধুমাত্র MVA-BN নামে একটি টিকা অনুমোদিত। MVA-BN, ডেনিশ বায়োটেক কোম্পানি Bavarian Nordic তৈরি করে। এছাড়াও জাপান LC16 নামে এবং রাশিয়া OrthopoxVac নামে এমপক্সের নিজস্ব টিকা অনুমোদন করে।

বিশেষ তথ্য

বিষয়	তারিখ	দেশ
প্রাণীদেহে (বানর) প্রথম শনাক্ত	১৯৫৮	ডেনমার্ক
মানুষের দেহে প্রথম শনাক্ত	১৯৭০	কঙ্গো প্রজাতন্ত্র
WHO কর্তৃক প্রথম জরুরি অবস্থা জারি	জুলাই ২০২২	সমগ্র বিশ্ব
WHO কর্তৃক দ্বিতীয়বার জরুরি অবস্থা জারি	১৪ আগস্ট ২০২৪	সমগ্র বিশ্ব

WHO'র বৈশ্বিক জরুরি স্বাস্থ্য অবস্থা

WHO'র সর্বোচ্চ সতর্ক ব্যবস্থাই হলো 'বৈশ্বিক জরুরি স্বাস্থ্য অবস্থা'। যখন কোনো রোগ নতুন বা অস্বাভাবিক মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে, তখন প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং তহবিল জোরদার করার লক্ষ্যে এ সতর্ক বার্তা ঘোষণা করা হয়।

সর্বপ্রথম ফাউন্টেন পেন তৈরি করেন রোমানিয়ার পেট্রাচে পোয়েনারু

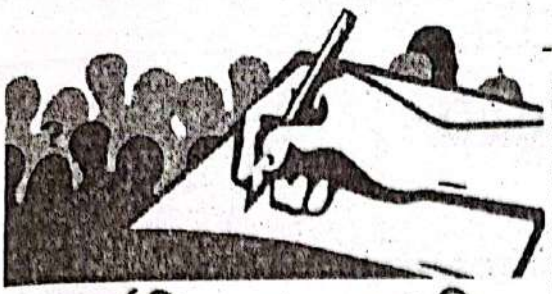

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থার (UNESCO) উদ্যোগে ৮-১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ ইরানের রাজধানী তেহরানে বিশ্ব সাক্ষরতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সুপারিশ করা হয় সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হবে। ২৬ অক্টোবর ১৯৬৬ UNESCO'র ১৪তম সাধারণ অধিবেশনে ৮ সেপ্টেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৭ সালে প্রথমবারের মতো দিবসটি উদযাপিত হয়। UNESCO প্রতিবছরই একটি প্রতিপাদ্য ঘোষণা দিয়ে থাকে। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়। ১৯৭৩ সালে ঠাকুরগাঁওয়ে স্বাক্ষরতা অভিযান শুরু হয়। সে বছর আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবসের প্রধান অনুষ্ঠানটিও হয় ঠাকুরগাঁওয়ে। ওইদিন ঠাকুরগাঁওয়ের 'কচুবাড়ি কৃষ্টপুর' গ্রামকে বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরতামুক্ত গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

সাক্ষরতা

যে কোনো একটি ভাষায় পড়তে ও লিখতে পারে এমন ব্যক্তিকে স্বাক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন হিসেবে গণ্য করা হয়। UNESCO'র বিশেষজ্ঞ কমিটির সাক্ষরতার সংজ্ঞা অনুযায়ী, A literate person is one who can, with understanding, both read and write a short, simple statement on his or her everyday life।

সাক্ষরতার হার

সাক্ষরতার হার (Literacy Rate) হলো একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা, নির্দিষ্ট জনসংখ্যর মধ্যে নির্দিষ্ট বয়সি বা বয়ঃগোষ্ঠীর কত শতাংশ লোক পড়তে এবং লিখতে পারে তা নির্দেশ করে।

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর (Signature) হলো ব্যক্তির নিজ নাম বা দস্তখত। অর্থাৎ, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কোন কিছুতেই নিজের নাম দস্তখত যে বিশেষ সাংকেতিকতায় লিখেন তাই স্বাক্ষর।

নিরক্ষর

সাধারণত যে ব্যক্তি কোনো ভাষাগত বর্ণমালার প্রয়োগ করে নিজের নাম লিখতে পারেন না তিনিই নিরক্ষর (Illiterate)। UNESCO'র নিরক্ষর-এর সংজ্ঞা, An illiterate person is one who cannot write such a simple statement.

ই-৯

ই-৯ (E-9) হলো বিশ্বের ৯টি দেশ নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক ফোরাম। ১৩-১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ভারতের নয়াদিল্লিতে 'সবার জন্য শিক্ষা' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে UNESCO'র সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়া এবং দ্রুততার সঙ্গে সামষ্টিক সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে ই-৯ ফোরাম গঠন করা হয়। E-9 এর E হচ্ছে Education এবং ৯ দ্বারা নয়টি দেশকে উপস্থাপন করে। দেশগুলো হলো— বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিসর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া এবং পাকিস্তান। এ দেশগুলো পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যাকে উপস্থাপন করে এবং পৃথিবীর প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর লোকের ৭০% এই দেশগুলোতে বাস করে।

জেনে নিন

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- ঠাকুরগাঁওয়ের 'কচুবাড়ি কৃষ্টপুর' বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম।
- জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র ৪ নং অভীষ্টে মানসম্মত শিক্ষা সন্নিবেশিত করা হয়।

৬৪ জেলার সাক্ষরতার হার (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব)

ঢাকা বিভাগ	**৮১.৫৪**	**চট্টগ্রাম বিভাগ**	**৮১.৫৭**	**সিলেট বিভাগ**	**৭৫.৩১**
ঢাকা	৮৬.৭০	ফেনী	৮৬.৬৫	মৌলভীবাজার	৭৮.৪৩
গাজীপুর	৮৪.৭০	চট্টগ্রাম	৮৫.৭০	সিলেট	৭৮.০৮
গোপালগঞ্জ	৮১.৮৬	চাঁদপুর	৮৪.৮২	হবিগঞ্জ	৭৬.৩৩
নারায়ণগঞ্জ	৮১.৪০	লক্ষ্মীপুর	৮২.৪০	সুনামগঞ্জ	৬৮.৪৭
মুন্সীগঞ্জ	৭৯.০১	নোয়াখালী	৮১.৯২	**খুলনা বিভাগ**	**৭৭.৮৫**
ফরিদপুর	৭৮.৫৬	কুমিল্লা	৮১.০৬	বাগেরহাট	৮৪.৫৫
নরসিংদী	৭৮.০৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭৭.৩৫	যশোর	৮১.৬৫
মাদারীপুর	৭৭.৭০	কক্সবাজার	৭৪.৯০	খুলনা	৮১.২১
শরীয়তপুর	৭৭.৪৪	খাগড়াছড়ি	৭৪.২৪	সাতক্ষীরা	৭৮.৫৫
রাজবাড়ী	৭৪.৯২	রাঙ্গামাটি	৭২.৫৬	মাগুরা	৭৭.৫৯
টাঙ্গাইল	৭৩.৯২	বান্দরবান	৬৩.৯৬	নড়াইল	৭৭.০৮
মানিকগঞ্জ	৭৩.০৩	**ময়মনসিংহ বিভাগ**	**৭০.৬৮**	ঝিনাইদহ	৭৪.৪১
কিশোরগঞ্জ	৬৮.৫৮	ময়মনসিংহ	৭৩.৫৬	চুয়াডাঙ্গা	৭৩.৭৯
রাজশাহী বিভাগ	**৭৭.৩৬**	নেত্রকোণা	৬৮.৩৮	কুষ্টিয়া	৭১.৩১
নওগাঁ	৮২.২৩	জামালপুর	৬৮.০৬	মেহেরপুর	৭০.০৬
রাজশাহী	৭৯.৪৩	শেরপুর	৬৭.৫১	**রংপুর বিভাগ**	**৭৪.৮৭**
জয়পুরহাট	৭৯.৩৪	**বরিশাল বিভাগ**	**৮২.১৯**	দিনাজপুর	৭৯.৩৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৮.৪৩	পিরোজপুর	৯০.৮১	পঞ্চগড়	৭৮.৬৫
বগুড়া	৭৬.৭২	বরগুনা	৮৮.৩৩	লালমনিরহাট	৭৬.২৯
পাবনা	৭৫.৭৩	ঝালকাঠি	৮৬.৯৩	নীলফামারী	৭৬.২৪
নাটোর	৭৫.৫৬	বরিশাল	৮৩.৫২	ঠাকুরগাঁও	৭৫.২৮
সিরাজগঞ্জ	৭৩.০৯	পটুয়াখালী	৮১.৭৭	রংপুর	৭৪.৩২
		ভোলা	৭০.৮৪	কুড়িগ্রাম	৭০.২৫
				গাইবান্ধা	৭০.২৩

[আর্থসামাজিক ও জনমিতিক জরিপ ২০২৩]

খেলাধুলা

৩৪ শটের টাইব্রেকার

১৫ আগস্ট ২০২৪ উয়েফা ইউরোপা লিগের বাছাই পর্বের তৃতীয় রাউন্ডের প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে জিতে আয়াক্স। আমস্টারডামে ফিরতি লেগে ম্যাচের নির্ধারিত সময়ের গোলে একই ব্যবধানে জিতে যায় প্যানাথিনাইকোস। দুই লেগ মিলিয়ে ১-১ সমতা হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও কোনো ফল না এলে টাইব্রেকারে যায় ম্যাচ। প্রথম পাঁচ শুট শেষে দুই দলেরই স্কোর ছিল ৪-৪। এরপর ফল নির্ধারণে চলে টানা শুটআউট। দীর্ঘ ২৫ মিনিট ধরে চলা নাটকীয় টাইব্রেকারের এ ম্যাচটি জায়গা করে নেয় ইউরোপের ফুটবল ইতিহাসে। ম্যাচের ফল পেতে দুই দলের খেলোয়াড়দের নিতে হয় ৩৪টি শট।

এশিয়া কাপ বাংলাদেশে

২০২৫ সালে এশিয়া কাপ আয়োজন করবে ভারত। টুর্নামেন্টটি হবে টি-২০ ফরম্যাটে। ২০২৭ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে মহাদেশীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতাটি। এ আসর হবে ওয়ানডে ফরম্যাটে। দু'টি আসরেই অংশ নেবে ৬টি দল এর মধ্যে ৫টি দল সরাসরি খেলতে পারবে। একটি দ আসবে কোয়ালিফায়ার খেলে। নিশ্চিত ৫টি দল হলো— বাংলাদেশ, ভারত, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা এছাড়া নারী এশিয়া কাপের পরের আসর হবে ২০২ সালে। ২৭ জুলাই ২০২৪ এসব তথ্য জানায় এশিয়া ক্রিকেট কাউন্সিল (ACC)।

লারাকে ছাড়িয়ে রুট

২৬ জুলাই ২০২৪ টেস্ট ইতিহাসের সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১২,০০০ টেস্ট রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন। এখনো টেস্ট খেলছেন, এমন ক্রিকেটারদের মধ্যে রুটের রানই সবচেয়ে বেশি। এজবাস্টন টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টেস্ট সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ১২৪ বলে ৮৭ রানের ইনিংসের পথে এ মাইলফলক পেরিয়ে যান রুট। জো রুট ১৪৩ টেস্টে ১২,০২৭ রান করেন। এ তালিকায় প্রথম শচীন টেন্ডুলকার ২০০ টেস্টে ১৫,৯২১ রান করেন।

অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ

সময়কাল : ১৮-২৮ আগস্ট ২০২৪ | স্বাগতিক নেপাল | ভেন্যু : আলফা কমপ্লেক্স, ললিতপু | অংশগ্রহণকারী দল : ৬টি | গ্রুপ 'এ' নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা (২২ আগস্ট) গ্রুপ 'বি' : ভারত, মালদ্বীপ, ভুটান। ফরম্যাট : গ্রুপ পর্ব শেষে দুই গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ মিলে মোট চারটি দল উঠবে সেমিফাইনালে। দুই সেমিফাইনা বিজয়ীকে নিয়ে হবে ফাইনাল।

ক্লাবের মালিক এমবাপ্পে

স্বদেশী ক্লাব পিএসজি ছেড়ে নিজের স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে পাড়ি জমান ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ী তারকা ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পে। শুধুমাঠের খেলায় থেকে থাকতে চান না এ তারকা ফুটবলার। এবার ক্লাব মালিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সেইসঙ্গে সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে ফুটবল ক্লাবের মালিক হওয়ার রেকর্ড গড়েন এমবাপ্পে। ২০ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে ফ্রান্সের দ্বিতীয় শ্রেণির ক্লাব কায়েনের ৮০% মালিক হচ্ছেন এমবাপ্পে।

১৫০ বছর পূর্তিতে বিশেষ টেস্ট

টেস্ট ক্রিকেটের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ একটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। ২০২ সালের মার্চে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (MCG অনুষ্ঠিত হবে এ ম্যাচ। ১৫-১৯ মার্চ ১৮৭৭ সা ইতিহাসের প্রথম টেস্টে এ মাঠেই মুখোমুখি হ অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। যদিও সে সময় আনুষ্ঠানিকভা এটিকে টেস্ট ম্যাচ হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, প সেটিকে প্রথম টেস্টের মর্যাদা দেওয়া হয়।

ICC'র মাস সেরা

ICC'র জুলাই মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটার নির্বাচিত হন ইংল্যান্ডের পেসার গাস অ্যাটকিনসন ও নারী বিভাগের সেরা নির্বাচিত হন শ্রীলংকার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু। ১২ আগস্ট ২০২৪ এ তথ্য জানায় বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ICC।

অনূর্ধ্ব-১৯ নারী টি-২০ বিশ্বকাপ সূচি

মেয়েদের ২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ টি-২০ বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশ ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC)। ১৮ জানুয়ারি-২ ফেব্রুয়ারি ২০২ মালয়েশিয়ায় হবে ১৬ দলের এ বয়সভিত্তিক বিশ্বকাপ এর ২য় সংস্ক অনুষ্ঠিত হবে। মোট ম্যাচ হবে ৪১টি।

গ্রুপ এ : ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া
গ্রুপ বি : ইল্যান্ড, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র
গ্রুপ সি : নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সামোয়া, আফ্রিকা বাছাই
গ্রুপ ডি : বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, স্কটল্যান্ড, এশিয়া বাছাই

CamScanner

প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪

আয়োজন : ৩৩তম (গ্রীষ্মকালীন) | আয়োজক : আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC) | সময়কাল : ২৬ জুলাই-১১ আগস্ট ২০২৪ | স্বাগতিক : প্যারিস, ফ্রান্স | অংশগ্রহণকারী অ্যাথলেট : ১০,৫০০। অংশগ্রহণকারী দল : ২০৬ | মোট খেলা : ৩২টি | ডিসিপ্লিন : ৪৮টি | ইভেন্ট : ৩২৯টি | থিম : সবার জন্য উন্মুক্ত গেমস | মাসকট : দ্য ফ্রিজ।

মাসকট দ্য ফ্রিজ

নাক, মুখ ও চোখের কারণে প্রথম দেখায় মনে হতে পারে কোনো পাখি। কিন্তু দ্য ফ্রিজ আসলে ফ্রান্সের ঐতিহ্যবাহী লাল হ্যাট বা টুপি। মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক এ টুপি ফ্রান্সে জনপ্রিয়তা পায় ফরাসি বিপ্লবের সময়। বিপ্লবীরা পরতেন এ টুপি। প্রাচীন গ্রিসের ফ্রিজিয়া অঞ্চলের মুক্ত দাসরাও পড়তেন এটি।

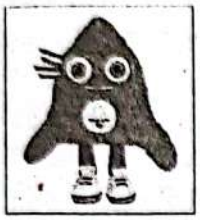

৫৮ বছর বয়সে অভিষেক!

স্বপ্ন ছিল জীবনে একবার হলেও অলিম্পিকে খেলবেন। প্যারিস অলিম্পিকে ৫৮ বছর বয়সে সেই স্বপ্ন পূরণ করেন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জেং জিইং। যদিও প্রিলিমিনারি রাউন্ডে তিনি লেবাননের মারিয়ানা সাহাকিয়ানের কাছে ৪-১ ব্যবধানে হারেন। চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর গুয়াংজুতে জন্ম নেওয়া জেং মাত্র ১৬ বছর বয়সে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পান। জন্মসূত্রে চীনের নাগরিক এই অ্যাথলেট ১৯৮৬ সালে চিলিতে গিয়ে স্থায়ী হন। কঠোর অনুশীলনে টেবিল টেনিসে দ্রুতই নিজের র‍্যাঙ্কিংয়ের উন্নতি করেন এবং প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে নিজের ফিরে আসার গল্পের পূর্ণতা দেন।

প্রথম পদক ও স্বর্ণ জয়

শুটিংয়ের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল দলগত মিক্সড ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জয়ের মাধ্যমে এক মাইলফলক স্পর্শ করে কাজাখস্তান। প্যারিস অলিম্পিকের প্রথম পদক জিতে মধ্য এশিয়ার দেশটি। একই ইভেন্টের ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে প্রথম সোনা জিতে চীন। অলম্পিকি ইভেন্টে সোনা জয়ই সর্বোচ্চ অর্জন।

দলগত স্বর্ণপদকজয়ী

- ফুটবল ➢ পুরুষ : স্পেন • মহিলা : যুক্তরাষ্ট্র
- ফিল্ড হকি ➢ পুরুষ : নেদারল্যান্ডস • মহিলা : নেদারল্যান্ডস
- বাস্কেটবল ➢ পুরুষ ও নারী : যুক্তরাষ্ট্র
- ভলিবল ➢ পুরুষ : ফ্রান্স • মহিলা : ইতালি
- ওয়াটার পোলো ➢ পুরুষ : সার্বিয়া • মহিলা : স্পেন
- রাগবি সেভেনস ➢ পুরুষ : ফ্রান্স • মহিলা : নিউজিল্যান্ড

নোভাক জোকোভিচ

বিবিধ চ্যাম্পিয়ন•

- টেনিস (একক) ➢ পুরুষ : নোভাক জোকোভিচ (সার্বিয়া) • মহিলা : ঝেং কিনওয়েন (চীন)
- ব্যাডমন্টিন ➢ পুরুষ (একক) : ভিক্টর অ্যাক্সেলসেন (ডেনমার্ক) • মহিলা (একক) : অ্যান সি ইয়ং (দক্ষিণ কোরিয়া)
- গলফ ➢ পুরুষ : স্কোটি শেফলার (যুক্তরাষ্ট্র) • মহিলা : লিডিয়া কো (নিউজিল্যান্ড)
- ম্যারাথন ➢ পুরুষ : তামিরাত তোলা (ইথিওপিয়া) • মহিলা : সিফান হাসান (নেদারল্যান্ডস)

ঝেং কিনওয়েন

অবিশ্বাস্য সিমোন বাইলস

সিমোন বাইলস

জিমন্যাস্টিকসের দলগত ইভেন্টের পর ব্যক্তিগত ইভেন্টেও স্বর্ণ জিতেন যুক্তরাষ্ট্রের তারকা সিমোন বাইলস। ২৭ বছর বয়সি মার্কিন জিমন্যাস্ট তৃতীয় অ্যাথলেট হিসেবে অলিম্পিকের অল-অ্যারাউন্ড ইভেন্টে দুটি সোনা জিতেন। ভেরা কাসলাভস্কা ও লারিসা লাতিনিনারও একই কীর্তি আছে। তারা অবশ্য পরপর দুই অলিম্পিকে এ কীর্তি গড়েন। বাইলস করলেন রিও এবং প্যারিসে। মাঝে টোকিও অলিম্পিকে দলগত ইভেন্টের ভল্টে খেই হারান। এটি ছিল তার ষষ্ঠ অলিম্পিক সোনাপদক। রিও অলিম্পিকে জিতেছিলেন চার স্বর্ণপদক! সব মিলিয়ে অলিম্পিকে ৯ পদক জিতেন আমেরিকান তারকা জিমন্যাস্ট। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে বিস্ময়কর ২৩টি স্বর্ণপদক রয়েছে তার ঝুলিতে। প্যাসিফিক রিম চ্যাম্পিয়নশিপে আরও দুটি স্বর্ণপদক। সব মিলিয়ে মেজর ইভেন্টে ৩১ স্বর্ণ, ৫ রুপা এবং ৫ ব্রোঞ্জ জিতে ইতিহাসের অন্যতম সেরা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন মার্কিন এ তারকা।

রেকর্ড বইয়ের বাইলস

- ৩০টি পদক নিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পদকজয়ী জিমন্যাস্ট।
- বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সবচেয়ে বেশি ২৩টি সোনার পদক জয়ী।
- মেয়েদের অল-অ্যারাউন্ডে সবচেয়ে বেশি ৬ স্বর্ণ তার।
- আমেরিকান জিমন্যাস্ট হিসেবে অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশি ৯ পদক।
- প্রেসিডেন্সিয়াল মেডলে অব ফ্রিডম জয়ী অ্যাথলেট।

সর্বকনিষ্ঠ অলিম্পিয়ান ঝেং হাওহাও

মেয়েদের পার্ক স্কেটবোর্ডিংয়ে অংশ নিয়েই চীনের ঝেং হাওহাওয়ে অলিম্পিকের ইতিহাসের পাতায় পৌঁছে যান। প্লেস দে লা কনকর্ডে আলো ছড়িয়ে বনে যায় প্যারিস অলিম্পিকের সর্বকনিষ্ঠ অ্যাথলেট। চীনের ইতিহাসেও সবচেয়ে কম বয়সি অলিম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে। হাওহাও যখন স্কেটবোর্ড নিয়ে চীনের হয়ে খেলতে নামে, তখন তার বয়স ছিল ১১ বছর ৩৬০ দিন। ১১ আগস্ট ২০২৪ নিজের ১২তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করে হাওহাও। অলিম্পিকের ইতিহাসের সর্বকালের সর্বকনিষ্ঠ অলিম্পিয়ানের সংক্ষিপ্ত তালিকাতেও জায়গা করে নেয় হাওহাও। ১৮৯৬ সালে এথেন্সে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকের প্রথম আসরে মাত্র ১০ বছর ২১৬ দিন বয়সে খেলতে নামেন দিমিত্রিওস লুন্দ্রাস। তাতেই সবচেয়ে কম বয়সি অলিম্পিয়ান হওয়ার কীর্তি গড়েন গ্রিসের এ জিমন্যাস্ট। অলিম্পিকে সবচেয়ে কম বয়সে স্বর্ণজয়ী দক্ষিণ কোরিয়ার কিম ইউন-মি। ১৯৯৪ সালে নরওয়ের লিলহ্যামারে হওয়া শীতকালীন অলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ন হয় ১৩ বছর ৮৬ দিন।

১৬ বছরের স্কুলছাত্রীর স্বর্ণপদক জয়

প্যারিস অলিম্পিকে দক্ষিণ কোরিয়াকে প্রথম স্বর্ণপদক এনে দেয় ১৬ বছরের স্কুলছাত্রী বান হিওইন। মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে এ পদক জয় করেন তিনি। সোনার লড়াইয়ে বান হিওইনের সামনে ছিলেন চীনের হুয়াং ইউতিং। তার বয়সও বেশি নয়, মোটে ১৭। শুটঅফ জেতার মধ্য দিয়ে স্বর্ণপদক ছুঁয়ে দেখেন হিওইন। আর ১৭ বছরের ইউতিং জয় করেন রুপা।

ভারোত্তোলনে বিশ্বরেকর্ড

৯ আগস্ট ২০২৪ সবচেয়ে হালকা মানুষ হিসেবে ৪০০ কিলোগ্রামের বেশি ওজন তোলার কীর্তি গড়েন বুলগেরিয়ার ভারোত্তোলক কার্লোস নাসার। ছেলেদের ৮৯ কেজি ভারোত্তোলনে বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জেতেন তিনি। এতেই ২০২৩ কাতার গ্র্যান্ড প্রিক্সে

ক্লিন অ্যান্ড জার্কে নিজের গড়া বিশ্বরেকর্ড ১ কেজির ব্যবধানে ভেঙ্গে ফেলেন নাসার। আর সব মিলিয়ে মোট ৪০৪ কেজি ওজন তুলে ভাঙ্গেন চীনের লি দাইনের গড়া ৩৯৬ কেজির বিশ্বরেকর্ড। ১৭ বছর বয়সে নিজের প্রথম বিশ্বরেকর্ড গড়েন নাসার।

রেকর্ড গড়ে স্বপ্নপূরণ চেপতেগেইয়ের

২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে নতুন অলিম্পি
রেকর্ড গড়ে ছেলেদের ১০,০০০ মিটার দৌড়ে
সোনা জিতেন ইথিওপিয়ান কিংবদন্তি কেনেনি
বেকেলে। সেই দৌড়টা টেলিভিশনে দেখার সম
নিজের মধ্যে একটা স্বপ্নের বীজ বুনেছিলে

উগান্ডার ১১ বছ
বয়সি এক বালক
১৬ বছর পর সে
স্বপ্ন সত্যি করে
জশুয়া চেপতেগেই
স্তাদে দ্যা ফ্রা
সেই চেপতেগেই বেকেলের অলিম্পিক রেক
ভেঙ্গে জিতেন ছেলেদের ১০ হাজার মিটার
তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও এই ইভেন্টের বি
রেকর্ডের মালিক চেপতেগেই প্রথমবারের মতো
অলিম্পিক সোনা জিতেন ২৬ মিনিট ৪৩.
সেকেন্ড সময় নিয়ে। ২০০৮ সালে বেকে
রেকর্ড গড়েন ২৭ মিনিট ১.১৭ সেকেন্ড সময়ে

সাঁতারে রেকর্ড

এবারের সাঁতার ডিসিপ্লিনে ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে স্বর্ণপদক জয় করে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখান অস্ট্রেলিয়ার আরিয়ার্ন
টিটমাস। যুক্তরাষ্ট্রের কেটি লেডেকি ও কানা
সামার ম্যাকিন্টোশকে পেছনে ফেলে প্যা
অলিম্পিক সাঁতারে মেয়েদের ৪০০ মি
ফ্রিস্টাইলের সোনা জিতেন অস্ট্রেলিয়ার টিটমা
গত ১০০ বছরের মধ্যে ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাই
টানা দুই অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ের কীর্তি গড়া প্র
নারী সাঁতারু টিটমাস। এছাড়া ডন ফ্রেজারের
প্রথম অস্ট্রেলিয়ান নারী হিসেবে সাঁতারের কো
ইভেন্টে টানা দুইবার অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জ
কীর্তি গড়েন টিটমাস। ১৯৫৬-১৯৬৪ পর্যন্ত টা
তিন অলিম্পিকে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে স্বর্ণপ
জয় করেন ফ্রেজার।

অনন্য উচ্চতায় লোপেজ

অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রথম ক্রীড়াবিদ হিসেবে একই ব্যক্তিগত ইভেন্টে পাঁচটি স্বর্ণপদক জয়ের অনন্য রেকর্ড গড়েন ৪১ বছর বয়সি কিউবার মিজাইন লোপেজ। গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের ১২৮ বছরের ইতিহাসে কোনো ক্রীড়াবিদ একই ব্যক্তিগত ইভেন্টে টানা পাঁচটি স্বর্ণপদক আগে জিততে পারেনি। নতুন কীর্তি গড়ার আগে একটি নির্দিষ্ট ইভেন্টে ৪টি করে স্বর্ণপদক জিতেন— লুইস, ফেলপস, কেটি লেডেকি, আল ওয়েরতের, পল এলভেস্ট্রম ও কাউরি ইচো। আলোকিত এ কিংবদন্তিদের পেছনে ফেলে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে যান লোপেজ। রেসলিংয়ের ১৩০ কেজি গ্রেকো-রোমান ইভেন্টের ফাইনালে চিলির প্রতিনিধিত্ব করা কিউবান বংশোদ্ভূত ইয়াসমানি আকোস্তাকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জিতে সব কিংবদন্তিদের ছাড়িয়ে যান লোপেজ।

রোমানিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের

CamScanner

প্রবন্ধ | বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশ

বর্তমান বিশ্বে কোন রাষ্ট্রই অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বজায় না রেখে চলতে পারেনা, এক্ষেত্রে কোনো দেশ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য অন্য দেশের সহযোগিতা প্রয়োজন আর এ সম্পর্ক নির্ধারিত হয় পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশকে নিয়ে বিগত পঞ্চাশ বছর আন্তর্জাতিক মহলের রাজনীতি হয়েছে অনেক। এ প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে আমাদের এবারের এ আয়োজন।

Geo-politics শব্দটি জার্মান শব্দ Geopolitik এর ইংরেজি রূপ। যেটি গ্রিক শব্দ Geo ও politico শব্দ দুটি থেকে এসেছে। এর অর্থ ভৌগলিক বিষয়াবলির ভিত্তিতে যে রাজনীতি। ভূগোল বা বৈশ্বিক আকারে যে রাজনীতি তথা বৈশ্বিক সম্পদ কাদের সিদ্ধান্তে, কাদের মাঝে এবং কিভাবে বণ্টিত হবে এটি নিয়ে যে বিষয় আলোচনা করে তাকে ভূ-রাজনীতি বলে। বিশ্ব রাজনীতি বা বৈশ্বিক রাজনীতি বলতে বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলির একটি বিশ্বব্যাপী সামগ্রিক চিত্রকে বোঝায়, যেখানে বৈশ্বিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ইত্যাদি সমস্ত স্তরের রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও তাদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে।

বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি

বিশ্ব রাজনীতিতে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন সূচনা করে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি। মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমরা এখনও লক্ষ্য করছি সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাক এ দেশগুলো দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দিন পার করছে এবং তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেসপন্স হিসেবে আমরা দেখছি রাশিয়া, ইরান এ ধরনের শক্তিও মধ্যপ্রাচ্যে উপস্থিতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এরই মধ্যে লক্ষণীয় যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে চীনের আবির্ভাব, চীনের উত্থান এবং চীনের পাশাপাশি আরও কিছু আঞ্চলিক শক্তি যেমন ভারত, ব্রাজিল এ ধরনের শক্তি এবং রাশিয়াও নতুন করে আরও শক্তি অর্জন করে বিশ্বরাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ছোট রাষ্ট্র হলেও ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে অত্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহার করেই উত্তর-পূর্ব ভারত ও ভারতে মূল ভূ-খণ্ডকে বৃহত্তরভাবে একত্রীকরণ সম্ভব। ভারত বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা সেভেন সিস্টার্সের সঙ্গে যোগাযোগ সম্প করে থাকে। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে ভারত থেকে ভৌগলিক গুরুত্বে চীনের সাথেও বাংলাদেশের সম্পর্ক বিদ্যমান, যা বাংলাদেশে ভৌগলিক গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

- **ভৌগোলিক অবস্থান :** বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের পেছনে রয়ে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান। এর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চি উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতের অবস্থান। তাছাড়া বাংলাদেশে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের তিনটি জেলার সঙ্গে মিয়ানমারের সীমান্ত রয়েছে এ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তে চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডোর (২০-৬ কিমি) রয়েছে, যা ভুটান, নেপাল, বাংলাদেশ, উত্তর-পূর্ব ভারত ও ভারতে মূল ভূ-খণ্ডের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত।
- **আঞ্চলিক নিরাপত্তা :** ভৌগোলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্ত জন্য বাংলাদেশ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সরকার জঙ্গি দমনে জঙ্গি কর্মকাণ্ড প্রতিরো বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ভারতের ৭ রাজ্যে সশস্ত্র স্বাধীনতাকা স্বাধীনতার জন্য লড়ে যাচ্ছে নাগাল্যান্ডের ফেডারেশন ফ্রন্ট আর্মি, আসা উলফা, আরাকানে স্বাধীনতাকামী আরাকান আর্মি, রোহিঙ্গা সেলভে আর্মি সক্রিয়, যা আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ
- **প্রাকৃতিক সম্পদের আধার :** নদীবাহিত পললদ্বারা বাংলাদেশের অধিকা এলাকা সৃষ্ট হলেও এ দেশের বৃহৎ এলাকা জুড়ে রয়েছে প্রাচীন ভূ-ভা সে সকল এলাকাগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খনিজ কয়লা, প্রাকৃতি গ্যাস, ইউরেনিয়াম, মৃত্তিকা, পানিসম্পদসহ বহু প্রাকৃতিক সম্পদ। বিশে করে বঙ্গোপসাগরে রয়েছে আকর্ষণীয় গ্যাস রিজার্ভ। সাবেক মার্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিন্টন মৌলভীবাজারের হাড়ারগজ পাহাড়ে ইউরেনিয়াম নিয়ে মন্তব্য করেন। প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার মতো জ্বালা শক্তির জন্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে।

কূটনৈতিক সম্পর্কে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর এমন কৌশলগত অবস্থ রয়েছে, যেখান দিয়ে বিশ্বের মোট বাণিজ্যের অন্তত ৫০% পরিবাহিত হ বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমে ভারত ও পূর্বে ইন্দোনেশিয়া। বাংলাদেশ, শ্রীল ও মিয়ানমার এর উপকূলীয় দেশ। অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও নিরাপত্তাজ গুরুত্বের কারণে এ অঞ্চল বরাবরই পূর্ব ও পশ্চিমের প্রধান শক্তিগুলোকে জাপান, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনকি রাশিয়াকেও আকৃষ্ট করেছে। স্বাধী লাভের পর থেকে বাংলাদেশ 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' নীতি অনুসরণ করে বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে।

পশ্চিম এশিয়ার ককেশাস অঞ্চলের স্থলবেষ্টিত দেশ আর্মেনিয়া

আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের গুরুত্ব

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে কোয়াড। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত সমন্বিত কোয়াডের প্রধান উদ্দেশ্য ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও কার্যকর করে তোলা এবং এ অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, অবাধ বাণিজ্য ও নৌ-চলাচলসহ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নানামুখী সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তোলা।

♦ **কৌশলগত সম্পর্কে ভারত ও চীন :** ভারতের কাছে বাংলাদেশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার 'ইস্টার্ন পলিসির' জন্য। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে যাওয়ার করিডোর হলো বাংলাদেশের ঠিক উত্তরে 'চিকেন নেক' বলে পরিচিত করিডোর। ভারতের সাথে কৌশলগত সম্পর্কের খাতিরে ভারত বাংলাদেশের ভূ-ভাগ ট্রানজিট ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করার ট্রানজিট সুবিধা পায়। চীন হলো বাংলাদেশের উন্নয়নের অংশীদার। চীনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ইনিশিয়েটিভ'-এ যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ। ঢাকার কাছে কৌশলটি পরিষ্কার। তারা চীনের প্রভাবের সঙ্গে ভারতীয় প্রভাবের ভারসাম্য বজায় রেখে চলবে।

♦ **কৌশলগত সম্পর্কে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র :** ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের প্রভাবকে খর্ব করার জন্য বঙ্গোপসাগরে 'জিও স্ট্রাটেজিক' ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার অবস্থানগত কারণে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের কাছে উভয় রাষ্ট্রই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে আমদানির দিক থেকে চীন, রপ্তানির দিক থেকে মার্কিন ও তার মিত্র ইউরোপ। বাংলাদেশ সরকারের কাছে ইতিপূর্বে অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। চীনের কাছ থেকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর শতকরা ৮০ ভাগ অস্ত্র কিনে থাকে। চীনের এ অর্থনৈতিক বাজারকে অস্থিতিশীল করে দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

♦ **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** ভারত ও চীন বাংলাদেশের জন্য এক ব্যবসায়ী অংশীদার। পশ্চিমা শক্তিধররা ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংককে তাদের গুরুত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা (পিভোটাল রোল) রাখছে। প্রাচ্যে ভূ-রাজনৈতিক শক্তিগুলোর পটপরিবর্তন ঘটছে। এর মধ্যে আছে পরস্পরবিরোধী উন্নয়ন বিষয়ক ইস্যু। চীন ও ভারত শুধু অর্থনৈতিক জায়ান্টই নয়, দুটি দেশই কর্তৃত্ব পরায়ণতার দিকে ঝুঁকেছে। রাজনৈতিক এ প্রবণতা প্রতিবেশী দেশগুলোকে গণতান্ত্রিক হওয়া থেকে বেশি স্থিতিশীল হওয়ার উৎসাহ যোগাবে। এভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে।

♦ **ভারসাম্য বজায় রাখা :** বাংলাদেশের নতুন যেসব বৈদেশিক অংশীদার আছেন সেখানে গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না, অগ্রাধিকার দেওয়া হয় স্থিতিশীলতাকে। বাংলাদেশ অস্থিতিশীল হলে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনীতিতে তার বহুবিধ প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশ অস্থিতিশীল হলে ভারতের জন্য হুমকি সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশ কৌশলের সাথে ভারসাম্য ও জাতীয় স্বার্থ আদায়ের নিমিত্তে ভারসাম্য বজায় রেখে চলবে।

♦ **সামগ্রিক উন্নয়ন :** ইকোনমিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। তারই অংশ হিসেবে দেশে এখন মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিদ্যা বিষয়ক বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মেরিন সায়েন্স বিভাগ রয়েছে। এগুলো সুনীল অর্থনীতিতে এবং সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে। তিস্তা, মেট্রো রেল স্টেশনসহ বড় বড় প্রকল্পে চীনের বিনিয়োগ আমাদের জাতীয় অর্থনীতি এবং সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ভারত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য

ওয়াশিংটন বেইজিংকে ঠেকানো ও বৈশ্বিক আধিপত্য রক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কন্টেইনমেন্ট থিওরি (চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলার নীতি) স্ট্র্যাটেজি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের কূলে রাখাইন প্রদেশে কায়োকুফু বন্দর ও অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ঘিরে চীন প্রায় সাড়ে ৭ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ করেছে। চীনের কাছে এ অঞ্চল ভূরাজনৈতিক ও ভূকৌশলগত তাৎপর্যপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন নীতি বরাবরের মতো বিশ্বরাজনীতি, যে যখন তাদের সমকক্ষ কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী হবে তাদের ঘিরেই হয়। সেই প্রেক্ষিতেই চীনের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো হবে মার্কিন নীতির প্রথম টার্গেট।

ভূ-রাজনৈতিক কৌশলে করণীয়

বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান ও রাজনৈতিক স্বার্থ টেকসই করতে হলে অবশ্যই বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে নিম্নের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

- টেকসই উন্নয়নে অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করা
- সামরিক সক্ষমতা অর্জন করার জন্য জোর দেওয়া
- ইকোনমিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা
- আঞ্চলিক নিরাপত্তা, জলবায়ু বা ক্লাইমেট চেঞ্জ ইস্যুতে শক্ত অবস্থান নেওয়া
- তিস্তা, মেট্রোরেল স্টেশনসহ বড় বড় প্রকল্পে চীনের বিনিয়োগকে ত্বরান্বিত করা
- তিস্তা তীরবর্তী অঞ্চলের অর্থনীতি ও জাতীয় অর্থনীতি এবং সামাজিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা
- পশ্চিমা, চীন ও ভারত নির্ভরশীলতা হ্রাস করা।

ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা অনুধাবন করে বিশ্বের পরাশক্তিসমূহ প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারতীয় মহাসাগরের মধ্যকার সেতুবন্ধন হিসাবে বঙ্গোপসাগর পূর্ব ও পশ্চিমের বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে কৌশলগত বিবেচনায় বাংলাদেশের গুরুত্ব বৈশ্বিক রাজনীতিতে অপরিসীম, পাশাপাশি সক্রিয় থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসমূহ আদায় করে নিবে।

আর্মেনিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম শহর ইয়েরেভান

Short Notes

Diplomatic Note

A diplomatic note is a formal written communication between governments or international organizations, typically exchanged through their respective embassies or foreign ministries. Diplomatic notes are used to convey information, requests, protests, or formal agreements on various matters. The language is typically neutral and respectful, reflecting the principles of diplomacy. Diplomatic notes are an essential tool for managing international relations, as they provide a written record of communications that can be referenced later. The concept of formal diplomatic communication dates back to ancient civilizations where envoys would carry written messages between rulers. However, the modern practice of exchanging diplomatic notes began to take shape in the 18th and 19th centuries as nation-states established more structured foreign relations. One of the earliest and most famous instances of a diplomatic note in the modern sense is the British note to the United States during the War of 1812. In 1814, the British government sent a diplomatic note to the U.S. government explaining its decision to block American ports, leading to a formal declaration of war. This note exemplifies how diplomatic correspondence was used to manage international disputes and communicate intentions. Today, diplomatic notes remain a fundamental aspect of international diplomacy.

Digital Crackdown

Digital crackdown refers to the increasing trend by governments and authorities to control, monitor, and restrict access to digital platforms and the internet. This suppression typically includes censorship of online content, surveillance of communications, restrictions on social media, internet shutdowns, and the arrest or harassment of online activists and journalists. The concept of digital crackdowns is closely tied to the rise of the internet and social media as powerful tools for information dissemination and mobilization. The first notable instance occurred in China in the late 1990s. As the internet started to gain traction, the Chinese government implemented the "Great Firewall" in 1998, a sophisticated system designed to censor and block access to websites deemed politically sensitive. In the early 2010s, the Arab Spring demonstrated the power of social media in organizing protests and challenging governments. In response, many governments in the Middle East and North Africa engaged in digital crackdowns, including internet shutdowns and online surveillance, to stifle dissent. Today, digital crackdowns are more sophisticated and widespread. Countries like Russia, Iran, and Myanmar have employed extensive digital censorship and surveillance techniques to control public discourse. Recently internel users of Bangladesh faced several fazes of digital crackdown from July 14 to August 5 to curb antigovernment protest.

Paris Olympics 2024

The 2024 Summer Olympics, officially the Games of the XXXIII Olympiad and officially branded as Paris 2024, is an international multi-sport event taking place from 24 July to 11 August 2024 in France, with the opening ceremony having taken place on 26 July. Paris is the host city, with events held in 16 additional cities spread across Metropolitan France, and one subsite in Tahiti, French Polynesia. The name of the Paris 2024 mascot is Olympic Phryge, based on the traditional small Phrygian hats that the mascots are shap after. Motto is 'Games Wide Open'. 204 nations took part in the games including Individ Neutral Athletes (AIN) and Refugee Olympic Team. With 40 gold, 44 silver, and 42 bron medals, team USA topped the medal podium with a total of 126 medals ahead of China (9 Britain (65) and France (64). Having previously hosted in 1900 and 1924, Paris becomes second city ever to host the Summer Olympics three times. The Summer Games returned the traditional four-year Olympiad cycle, after the 2020 edition was postponed and inste took place in 2021 because of the COVID-19 pandemic.

এখন যৌবন যার

নাজমুল হুদা

ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সানা মারিন যিনি তরুণ বয়সে শীর্ষ নেতৃত্বে এসে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন বক্তৃতায় তিনি বলেন 'আমার বয়স যখন তোমাদের মতো, সবে ২০ পেরিয়েছি, সে সময় আমি রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হতে শুরু করি। তখন থেকে নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়া, নির্বাচিত রাজনীতিবিদ হওয়ার জন্য আশপাশে তাকিয়ে যেসব বিষয়ে পরিবর্তন আনা দরকার বলে আমার মনে হয়, সেগুলোই ছিল আমার আগ্রহের বিষয়। যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, মানবাধিকার, সংখ্যালঘুদের অধিকার, লিঙ্গসমতা ইত্যাদি। আমি জানি, তোমাদের অনেকের চিন্তা ভাবনাও আমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, সানা মারিনের বক্তব্যের বাস্তব চিত্র যেন ২০২৪ এর বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। তারুণ্যের জাগরণ, যৌবনের জয়গান আর তাদের ইতিবাচক ভাবনা-কার্যক্রম যেন নতুন নেতৃত্বের ইঙ্গিত; সামনে এগোনোর তাগিদ। তরুণরা একদিকে যেমন ঝাড়ু-ঝাটা হাতে নিয়ে পরিচ্ছন্নতায় ব্যস্ত অন্যদিকে রং তুলি হাতে সাজিয়ে তুলছে স্বপ্নের শহর। নগরীর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ থেকে বাজার মনিটরিং সব সামলাচ্ছেন শক্ত হাতে। এমনকি সংখ্যালঘুদের উপাসনালয় পাহাড়ায় দাড়িয়ে পড়েছে দুর্বার তারুণ্য। বিভিন্ন গুণ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এমন একজন মানুষ হয়ে উঠবে, যে পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্রসহ সর্বোত্রই যোগ্যতার প্রতিফলন ঘটিয়ে নিজেকে এগিয়ে রাখবে, নিজ নিজ অবস্থান থেকে নেতৃত্ব দিবে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার দেশ পরিচালনায় দায়িত্ব নেবে। এজন্যই হয়তো এদেরকে নিয়ে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেন,

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়-
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

২০১৮ সালেও দু'জন শিক্ষার্থী বাস চাপায় প্রাণ হারানোর ঘটনায় এভাবে রাস্তায় নামে টগবগে তরুণরা। তখন আন্দোলনের মাধ্যমে তারা দেখিয়ে দেয়, সড়ক দুর্ঘটনাগুলো আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। এগুলো সমাজের ঘুণে ধরা সিস্টেমের শিকার। রাস্তা থেকে রাষ্ট্র সামলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তারুণ্যের তাড়না কাজে লাগিয়ে তৈরি হতে হবে আগামীর জন্য। নেতৃত্বের সুযোগ কাজে লাগানোর এইতো সময়।

নেতৃত্ব তৈরির কৌশল

♦ সুযোগ পেলেই ছোট-বড় দায়িত্ব আগ্রহ নিয়ে নিজের কাঁধে তুলে নাও। হোক সেটা স্রেফ মঞ্চ সাজানো, টাইমার হিসেবে বেল বাজানো, খাবার বিতরণ, ক্লাবের দেখাশোনা দায়িত্ব ইত্যাদি। এগুলোর মধ্য দিয়েই কিন্তু নেতৃত্বের চর্চা হবে।

♦ ভবিষ্যতে যারা উদ্যোক্তা হতে চাও, নিজের 'আইডিয়া' পরখ করে নেওয়ার এখনই সময়। উদ্যোক্তা হওয়ার পথে ব্যর্থ হতেই পার। ব্যর্থতার স্বাদ যত আগে পাওয়া যায়, তত ভালো।

♦ এ বয়সে সৃজনশীলতার যে দুটি শিখর রয়েছে তুমি তার প্রথমটি অতিক্রম করছো। একজন ব্যক্তিকে একই সঙ্গে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষমতার পাশাপাশি সৃজনশীল ক্ষমতারও অধিকারী হতে হয়। তাকে নানা ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করে, আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে দক্ষতার সঙ্গে অপরাপর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। এ দক্ষতাগুলোই কিন্তু একজন নেতার ভেতর থাকা প্রয়োজন।

♦ মুক্ত বিশ্বে 'গ্লোবাল নেটওয়ার্ক' এ যুক্ত হয়ে সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। একসাথে একপথে চলার অভ্যাসটা এখন থেকেই গড়তে হবে। এজন্য স্কুল কলেজে সহশিক্ষা কার্যক্রমে ও বিভিন্ন সংগঠনে যুক্ত হলে সবার ভিড়ে তুমি আলাদা, অনন্য হয়ে উঠবে। এজন্য ওয়ারেন বাফেট বলেন, 'চাকরি দেওয়ার সময় চাকরি প্রার্থীর মধ্যে তিনটা বৈশিষ্ট্য খোঁজা উচিত— এক হয়ে কাজ করার মানসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও সক্রিয়তা। যদি প্রথম বৈশিষ্ট্যটি না থাকে, বাকি দুটি তোমার প্রতিষ্ঠানকে খেয়ে ফেলবে।'

♦ দলগত কার্যক্রমের মাধ্যমে বিকশিত হয় মনন, প্রফুল্ল থাকে মন, তাই পড়াশোনায়ও তৈরি হয় আগ্রহ। ক্লাসে মনোযোগ দিতে সুবিধা হয়। ব্যবহারিক দক্ষতা বিস্তৃত হয় বলে পরীক্ষা ও ক্লাস প্রেজেন্টেশন, রিপোর্ট-রাইটিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বাড়ে, এতে পরীক্ষায় ভালো করার সুযোগ তৈরি হয়। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক জড়তা দূর হয়। নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া, স্পষ্ট ভাষায় কথা বলাসহ যেকোনো বিষয়ে নিজের অবস্থান প্রকাশ করা সহজ হয়।

♦ ক্লাসের বাইরেও অনেকটা সময় পাওয়া যায়। এ সময় খণ্ডকালীন চাকরি, ইন্টার্নশিপ, টিউশনির মতো কাজে যুক্ত হওয়া। তরুণ বয়সে মনের খোরাকের জন্য বই পড়া, বেড়াতে যাওয়া, আড্ডা দেওয়া এসবও তো জরুরি। নানা পেশার আলোচিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে সংযোগ ভবিষ্যতের চাকরি জীবন কিংবা উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে 'রেফারেন্স' হিসেবে কাজ করবে। এভাবে বহুমুখী ভাবনা ও সক্রিয় কার্যক্রমের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে নিজেকে; এগিয়ে রাখবে আগামীর পথে।

—লেখক, পরামর্শক ও যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

আর্মেনিয়ার মুদ্রার নাম আর্মেনিয়ান দ্রাম

CamScanner

উদীয়মান অর্থনীতির জোট ব্রিকস

BRICS

বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর জোট ব্রিকস। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও সাউথ আফ্রিকার আদ্যক্ষরে এর নামকরণ। এ জোটের অন্যতম আকর্ষণ নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, যা বিশ্বব্যাংক ও IMF'র বিকল্প হিসেবে সৃষ্টি করা হয়।

ধারণা ও নামকরণ

৩০ নভেম্বর ২০০১ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান স্যাকসের (Goldman Sachs) তৎকালীন প্রধান অর্থনীতিবিদ জিম ও'নেইল (Jim O'Neill) Building Better Global Economic BRICs শিরোনামে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, দ্রুত বর্ধমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন ২০৫০ সালের মধ্যে সমগ্র বৈশ্বিক অর্থনীতিকে নেতৃত্ব দিবে। তিনি এ চারটি দেশের ইংরেজি নামের আদ্যক্ষর অর্থাৎ Brazil'র B, Russia'র S, India'র I ও China'র C নিয়ে BRIC শব্দটির প্রবর্তন করেন। এরপর যোগ দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa)। দেশটির আদ্যক্ষর S যুক্ত হয়ে নতুন নাম হয় BRICS।

গঠন

২০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সময় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রথম জোট গড়ার আগ্রহের কথা জানান। ১৬ মে ২০০৮ রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় দেশগুলোর প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। পরবর্তীতে ১৬ জুন ২০০৯ রাশিয়ার ইয়েকাতেরিনবার্গে অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে BRIC আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। ৪ ডিসেম্বর ২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে BRIC ব্লকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৪ এপ্রিল ২০১১ চীনের সানিয়ায় তৃতীয় BRIC শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমা যোগ দেন। দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্ত হওয়ার পর সাউথ আফ্রিকার 'এস' আদ্যক্ষরটির যুক্ত হয় এবং ব্লকের নাম হয় BRICS।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিশ্ব অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে গঠিত এ জোটের লক্ষ্য— বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও সহযোগিতা। এছাড়া সদস্যদের জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়া এবং স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা। এ প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পশ্চিমা আধিপত্যের মোকাবিলা করা।

Fact File : BRICS

- ♦ জোট গঠনের উদ্যোক্তা দেশ : রাশিয়া
- ♦ আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু : ১৬ জুন ২০০৯
- ♦ প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য : ৪টি— ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন
- ♦ বর্তমান সদস্য : ৯ টি— ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরান, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইথিওপিয়া
- ♦ সদর দপ্তর : নেই
- ♦ চেয়ার ➤ প্রথম : ভ্লাদিমির পুতিন (রাশিয়া প্রেসিডেন্ট) • বর্তমান : সিরিল রামাফোসা (দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট)
- ♦ শীর্ষ সম্মেলন ➤ প্রথম : ১৬ জুন ২০০৯ (ইয়েকাতেরিনবার্গ, রাশিয়া) • সর্বশেষ : ২২-২৪ আগস্ট ২০২৩ (জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা)

New Development Bank

২৯ মার্চ ২০১২ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ধারণাটি প্রস্তাব করে ভারত। ২৬-২৭ মার্চ ২০১৩ দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত ব্রিকসের ৫ম শীর্ষ সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৫-১৬ জুলাই ২০১৪ ব্রাজিলের ফোর্তালেজা শহরে অনুষ্ঠিত ব্রিকসের ৬ষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলনে New Development Bank (NDB) গঠনের লক্ষ্যে ১৫ জুলাই ২০১৪ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা কার্যকর হয় ৭ জুলাই ২০১৫। রাশিয়ার উফায় অনুষ্ঠিত BRICS'র সপ্তম শীর্ষ সম্মেলনে ৯ জুলাই ২০১৫ এ ব্যাংকের উদ্বোধন করা হয়। ২১ জুলাই ২০১৫ চীনের রাজধানী সাংহাইতে এ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি পুরোপুরি কার্যক্রম শুরু করে।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তহবিল জোগানো পাশাপাশি ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সং মোকাবিলা করা। এছাড়া উন্নয়ন দেশগুলোকে আরও বেশি ঋণ দেওয়া, য তারা অবকাঠামো উন্নয়ন এগিয়ে নিতে পা

NDB'র পূর্ণরূপ : New Development Bank ♦ প্রতিষ্ঠা : জুলাই ২০১৫ ♦ সদর দপ্ত সাংহাই, চীন ♦ প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য : ৫টি— ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রি ♦ বর্তমান সদস্য : ৮টি— ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, সং আরব আমিরাত ও মিসর ♦ বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ (ষষ্ঠ সদ ♦ প্রধানের পদবি : প্রেসিডেন্ট • প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল : ৫ বছর ♦ প্রেসিডেন্ট ➤ প্রথ কে. ভি. কামাথ (ভারত) • বর্তমান : দিলমা রৌসেফ (ব্রাজিল) ♦ বার্ষিক সভা ➤ প্রথম : ২০-২১ জুলাই ২ (সাংহাই, চীন) • সর্বশেষ বা নবম : ২৯-৩১ আগস্ট ২০২৪ (কেপটাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা)।

CamScanner

BRICS সম্প্রসারণ

২২-২৪ আগস্ট ২০২৩ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর জোট BRICS'র ১৫তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শেষদিন ২৪ আগস্ট ২০২৩ BRICS'র বর্তমান চেয়ার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা ৬টি দেশকে BRICS'র সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানান। দেশগুলো হলো— সৌদি আরব, ইরান, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইথিওপিয়া ও আর্জেন্টিনা। ১ জানুয়ারি ২০২৪ থেকেই তারা BRICS'র সদস্য হতে পারবে। কিন্তু ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ আর্জেন্টিনা সরকার সমস্ত BRICS নেতাদের কাছে একটি চিঠি পাঠায় যাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্লকে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা হয়। নতুন ৫টি দেশ নিয়ে মোট সদস্য হওয়ার কথা ১০টি। কিন্তু ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সৌদি আরব নিশ্চিত করে যে এখনো তারা BRICS-এ যোগ দেয়নি। ফলে BRICS'র বর্তমান সদস্য এখন ৯টি।

BRICS'র শীর্ষ সম্মেলন

ক্রম	সময়কাল	স্থান
১ম	১৬ জুন ২০০৯	ইয়েকাতেরিনবার্গ, রাশিয়া
২য়	১৫ এপ্রিল ২০১০	ব্রাসিলিয়া, ব্রাজিল
৩য়	১৪ এপ্রিল ২০১১	সানিয়া, চীন
৪র্থ	২৯ মার্চ ২০১২	নয়াদিল্লি, ভারত
৫ম	২৬-২৭ মার্চ ২০১৩	ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা
৬ষ্ঠ	১৪-১৭ জুলাই ২০১৪	ফোর্তালেজা, ব্রাজিল
৭ম	৮-৯ জুলাই ২০১৫	উফা, রাশিয়া
৮ম	১৫-১৬ অক্টোবর ২০১৬	গোয়া, ভারত
৯ম	৩-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭	জিয়ামেন, চীন
১০ম	২৫-২৭ জুলাই ২০১৮	জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা
১১তম	১৩-১৪ নভেম্বর ২০১৯	ব্রাসিলিয়া, ব্রাজিল
১২তম	১৭ নভেম্বর ২০২০	সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়া
১৩তম	৯ সেপ্টেম্বর ২০২১	নয়াদিল্লি, ভারত
১৪তম	২৩ জুন ২০২২	বেইজিং, চীন
১৫তম	২২-২৪ আগস্ট ২০২৩	জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা
১৬তম	২২-২৪ অক্টোবর ২০২৪	কাজান, রাশিয়া

ব্রিকস সম্পর্কিত MCQ

১. 'ব্রিকস'-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [ঢাবি 'ঘ' ইউনিট (বাতিলকৃত) ২০১৮-১৯]
ক প্রিটোরিয়া খ সেন্টপিটার্সবার্গ
গ সাংহাই ঘ নয়াদিল্লি
[Note : BRICS-এর কোনো সদর দপ্তর নেই।]

২. কোন দেশ ব্রিকস গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত নয়? [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৭]
ক রাশিয়া খ ব্রিটেন
গ ভারত ঘ দক্ষিণ আফ্রিকা

৩. ব্রিকস (BRICS)-এর সদস্য দেশের সংখ্যা কতটি? [সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের এস্টিমেটর ২০১৯]
ক ৪ খ ৫ গ ৬ ঘ ৭
[Note : BRICS'র বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৯টি।]

৪. BRICS'র সঙ্গে তুলনীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান— [উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০১৫]
ক USAID খ IMF
গ UNHCR ঘ WTO

৫. The country, not included as a member of The New Development Bank established by BRICS countries is—. [7 Govt. Banks & Financial Inst. Senior Officer 2021]
ক Bangladesh খ Chile
গ Uruguay ঘ UAE

৬. নিচের কোন দেশটি (BRICS)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়? [স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর (পুর) ২০১৯]
ক জাপান খ ব্রাজিল গ রাশিয়া ঘ চীন

৭. Which is not a BRICS country? [জাবি 'ডি' ইউনিট ২০২১-২২]
ক Brazil খ Russia
গ South Africa ঘ Saudi Arabia

৮. When was South Africa inducted into BRIC (Brazil, Russia, India and China) to form BRICS? [জাবি 'সি' ইউনিট ২০১৭-১৮]
ক ২০০৯ খ ২০১১ গ ২০০৮ ঘ ২০১০

৯. 'ব্রিকস' একটি সংগঠন যার সদস্য হচ্ছে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং— [ঢাবি 'খ' ইউনিট ২০১৬-১৭]
ক সিয়েরা লিয়ন খ শ্রীলংকা
গ দক্ষিণ আফ্রিকা ঘ সিরিয়া

১০. New Development Bank-এর সদস্যভুক্ত দেশ কয়টি? [বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বিভিন্ন পদ ২০১৯]
ক ৭টি খ ৮টি গ ৪টি ঘ ৫টি

১১. BRICS কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের নাম হচ্ছে— [৪০তম বিসিএস]
ক New Development Bank (NDB)
খ BRICS Development Bank (BDB)
গ Economic Development Bank (EDB)
ঘ International Commercial Bank (ICB)

উত্তর

১.	Note
২.	খ
৩.	Note
৪.	খ
৫.	খ
৬.	ক
৭.	ঘ
৮.	ঘ
৯.	গ
১০.	খ
১১.	ক

প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বৈশ্বিক সংস্থার ধারাবাহিক আয়োজনের আগস্ট সংখ্যায় ছিল 'আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল'। অক্টোবর সংখ্যায় দেখুন Asian Infrastrcture Investment Bank।

আর্মেনিয়ায় সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান

SDG

টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা

ধারাবাহিক পর্ব

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) গৃহীত হয়। যাতে ১৭টি অভীষ্ট রয়েছে। SDG'র ধারাবাহিক আয়োজনের চতুর্থ প রয়েছে অভীষ্ট ৮, ৯, ১০ ও ১১ এর বিস্তারিত আলোচনা।

৮ সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং কর্মের সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

৮.১ জাতীয় আয় অনুযায়ী মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা।

৮.২ উচ্চ মূল্য সংযোজনী ও শ্রম খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন করা।

৮.৩ আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন সহায়ক উন্নয়নমুখী নীতিমালা প্রবর্তন।

৮.৪ উন্নত দেশগুলোর নেতৃত্বে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ বিষয়ক কর্মসূচির ১০ বছর মেয়াদি কাঠামো অনুযায়ী, ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভোগ ও উৎপাদনে বৈশ্বিক সম্পদ-দক্ষতার ক্রমাগত উন্নতি সাধন।

৮.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে যুবসমাজ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকল নারী ও পুরুষের জন্য পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান ও কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং সমপরিমাণ/ সমমর্যাদার কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান।

৮.৬ কর্মে, শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় এমন যুবকদের অনুপাত ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা।

৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের বিলুপ্তি মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান। ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশু শ্রমের অবসান ঘটানো।

৮.৮ প্রবাসী শ্রমিক, বিশেষ করে প্রবাসী মহিলা শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ প্রদান ও শ্রম অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

৮.৯ স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্য সম্ভারের প্রদর্শন সহায়ক ও কর্মসৃজনমূলক টেকসই পর্যটন শিল্প প্রসারের অনুকূলে ২০৩০ সালের মধ্যে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৮.১০ সকলের জন্য ব্যাংকিং, বীমা ও আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার প্রসারিত করতে দেশীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৮.ক স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট কারিগরি সহায়তা বিষয়ক সমন্বিত বর্ধিত কাঠামোর' মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য 'বাণিজ্য প্রবর্ধন সহায়তা' সংশ্লিষ্ট সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৮.খ ২০২০ সালের মধ্যে যুব কর্মসংস্থানের জন্য একটি বৈশ্বিক কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার 'বৈশ্বিক কর্মচুক্তির' বাস্তবায়ন।

৯ অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের উদ্ভাবনের প্রসারণ

৯.১ সকলের জন্য মূল্য সাশ্রয়ী ও ন্যায়সঙ্গ প্রবেশাধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্বদান অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যা সহায়তার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তঃসীম অবকাঠামোর নির্মাণসহ মানসম্ নির্ভরযোগ্য টেকসই ও অভিঘাতসহনশী অবকাঠামো বিনির্মাণ।

৯.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রব এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জ রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযো পরিমাণে বৃদ্ধি করা।

৯.৩ বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষু শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূ আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৯.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সকল দেশের নি সামর্থ্য অনুযায়ী, অবকাঠামোর উন্নয়ন শিল্পকারখানার ব্যাপক সংস্কার সম্পন্ন করা

৯.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে উদ্ভাবনা উৎসাহিত করা এবং প্রতি মিলিয়ন জ গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মীর সং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো।

৯.ক স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ, উন্নয়নশী ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে আর্থিক, প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা দান করা।

৯.খ শিল্পপণ্যের বহুমুখিতা ও পণ্য মূ সংযোজনের জন্য অনুকূল নীতিপরিবে নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়নশী দেশগুলোতে স্থানীয় প্রযুক্তির বিকা গবেষণা ও উদ্ভাবনে সহায়তা দান করা।

৯.গ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা।

১০ অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

১০.১ ২০৩০ সালের মধ্যে আয়ের দিক থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী ৪০% জনসংখ্যার আয়ের প্রবৃদ্ধি হার পর্যায়ক্রমে জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি অর্জন করা এবং অর্জিত হার বজায় রাখা।

১০.২ বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি।

১০.৩ বৈষম্যমূলক আইন, নীতিমালার অবসান ঘটিয়ে এবং যথোপযুক্ত আইন, নীতিমালা ও কর্মব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যোগের সুফল ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাসসহ সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

১০.৪ নীতিমালা, বিশেষ করে রাজস্ব, মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ ও ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা অর্জন।

১০.৫ বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করা।

১০.৬ অধিকতর কার্যকর, বিশ্বাসযোগ্য, জবাবদিহিতামূলক বৈধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ নিশ্চিত করা।

১০.৭ পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু অভিবাসন নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং অপরাপর উদ্যোগ গ্রহণ করে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল উপায়ে জনগণের অভিবাসন ও যাতায়াত সহজতর করা।

১০.ক উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী, 'বিশেষ ও অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা নীতি' বাস্তবায়ন করা।

১০.খ প্রয়োজনের নিরিখে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশ, আফ্রিকার দেশসমূহ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের জাতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচি অনুযায়ী, বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগসহ সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ও আর্থিক প্রবাহে উৎসাহ প্রদান করা।

১০.গ ২০৩০ সালের মধ্যে অভিবাসীদের পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্সের লেনদেন খরচ ৩% নিচে নামিয়ে আনা।

১১ অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

১১.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মূল্যসাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাসহ বস্তির উন্নয়ন সাধন।

১১.২ অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু, অসমর্থ (প্রতিবন্ধি) ও বয়োবৃদ্ধ মানুষের চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে প্রধানত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত যানবাহনের সম্প্রসারণ দ্বারা সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা।

১১.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ণ ব্যবস্থার প্রসার এবং অংশগ্রহণমূলক, সমন্বিত ও টেকসই জনবসতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১১.৪ বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রচেষ্টা জোরদার করা।

১১.৫ দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে ২০৩০ সালের মধ্যে পানি সম্পৃক্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগে বৈশ্বিক জিডিপির অংশ হিসেবে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা।

১১.৬ বায়ুর গুনাগুণ এবং পৌর ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নগরসমূহের মাথাপিছু পরিবেশগত প্রভাব কমিয়ে আনা।

১১.৭ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিশেষ করে নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ ও অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) মানুষের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অবারিত (প্রবেশাধিকারযুক্ত), সবুজ ও উন্মুক্ত স্থানে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদান করা।

১১.ক জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জোরদার করে শহর, উপশহর ও গ্রামীণ এলাকাগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ইতিবাচক সংযোগে সমর্থন দান।

১১.খ ২০২০ সালের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি, সম্পদ-দক্ষতা, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন।

১১.গ স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে টেকসই ও অভিঘাত সহনশীল ভবনাদি নির্মাণে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তাসহ অন্যান্য প্রকারে সমর্থন যোগানো।

বিভিন্ন পরীক্ষায় SDG

১. জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর উদ্দেশ্য হলো— [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২০১৯]
ⓐ বিশ্বের পরিবেশ উন্নয়ন
ⓑ বিশ্বের ক্রীড়াজগতের উন্নয়ন
ⓒ বিশ্বের সর্বত্র সার্বিক ও সার্বজনীন কল্যাণ
ⓓ বিশ্বের আবহাওয়ার উন্নয়ন

২. 'Leave no one behind' বক্তব্যটি— [বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অফিস সহকারী ২০২৩]
ⓐ বাংলাদেশের সংবিধানের একটি ধারার শিরোনাম
ⓑ বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২১ এর পতিপাদ্য বিষয়
ⓒ MDGs এর একটি লক্ষ্য
ⓓ SDGs এর একটি অঙ্গীকার

উত্তর
১. c
২. d

আর্মেনিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান

www.advillagebd.com
advillage
We
Have been
providing 360°
Marketing
Soloutiuons for
over 15 years.
OUTDOOR BRANDING
EVENT & ACTIVATION
CREATIVE DESIGN
PRINTING
MEDIA & DIGITAL
SCAN QR CODE & VISIT OUR WEBSITE
VILLAGE GROUP
advillage limited
CANDLE
HOLIDAY Village
OUTDOOR Odyssey
Floor 03, House: 24, Road: 01, Block: B, 3rd Floor, Niketan, Gulshan-1, Dhaka - 1212
Contact: +88 01711 871136, +88 01707 072921-26, E-mail: advillagelimited@gmail.com

ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

তৃতীয় পর্ব

বৈশ্বিক ব্যাংক ব্যবস্থার নানা তথ্য নিয়ে ধারাবাহিক আয়োজনের তৃতীয় পর্বে রয়েছে বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত দেশের এক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে নোট ও মুদ্রার প্রচলন এবং মুদ্রার সংরক্ষণ করে, আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতের নেতৃত্ব প্রদান করে এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিপরীতে, একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার ভিত্তি বাড়ানোর ওপর একচেটিয়া অধিকার রাখে। অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরও তত্ত্বাবধান বা নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা রয়েছে যাতে তাদের অধিক্ষেত্রের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা যায়।

ইতিহাস

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি এবং এর ইতিহাসের বিকাশ একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ধারণা মূলত ইউরোপে শুরু হলেও এর ভিত্তি প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় আর্থিক ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ব্যাংক অফ সুইডেন বা সেভারিজেস রিক্সব্যাঙ্ক (Sveriges Riksbank) পরিচিত। এটি ১৬৬৮ সালে সুইডেনে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও অনেকেই ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে প্রথম আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে মনে করে, কিন্তু এর পূর্বে সেভারিজেস রিক্সব্যাঙ্কই কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রথম উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাংক অব সুইডেন

- **প্রতিষ্ঠা :** ১৬৬৮ সালে সুইডেনে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভিত্তি :** ব্যাংক অব সুইডেন মুদ্রানীতি নির্ধারণ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণের মতো আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে।
- ১৬৯৪ সালে যুক্তরাজ্যে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ।

১৮শ ও ১৯শ শতাব্দী

এ সময়কালে, ইউরোপ এবং আমেরিকায় অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বিশেষ করে ১৮শ শতাব্দীতে ব্যাংক অব ফ্রান্স ও ১৯শ শতাব্দীর প্রথমদিকে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংকগুলো মুদ্রা জারি, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করে।

উপমহাদেশে

ব্যাংক অব হিন্দুস্তান

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল 'ব্যাংক অব হিন্দুস্তান' (Bank of Hindostan)। ব্যাংক অব হিন্দুস্তান ১৭৭০ সালে কলকাতায় (তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী) প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ব্যাংকটি ১৮২৯ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল, কিন্তু এটি ভারতীয় উপমহাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (RBI)

ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদাহরণ রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (RBI)। এটি ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। RBI ভারতীয় মুদ্রানীতি নির্ধারণ, মুদ্রা জারি এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল এবং এখনো ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে চলছে।

পাকিস্তান আমল

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (State Bank of Pakistan)। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর যখন পাকিস্তান স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পাকিস্তানের মুদ্রানীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য ১৯৪৮ সালে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান

- **কার্যক্রম :** ১৯৪৭-১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশের অংশ, যা তখন পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল, সেখানে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের কার্যক্রম পরিচালিত হতো।
- **শাখা :** স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ঢাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছিল, যা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং স্থানীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার ওপর নজরদারি করত।

বাংলাদেশ ব্যাংক

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ 'বাংলাদেশ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি স্বাধীন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের পরিবর্তে কার্যক্রম শুরু করে।

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো তাদের নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, মুদ্রানীতি নির্ধারণ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে বিশ্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকা এবং তাদের ভূমিকা তুলে ধরা হলো—

ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম (Fed)

♦ প্রতিষ্ঠা : ১৯১৩
♦ কার্যাবলি : যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার নির্ধারণ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নিশ্চিত করার দায়িত্বে রয়েছে।

ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (BoE)

♦ প্রতিষ্ঠা : ১৬৯৪
♦ কার্যাবলি : যুক্তরাজ্যের মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য দায়িত্ব পালন করে। এটি আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক বলে বিবেচিত হয়।

ব্যাংক অব জাপান (BoJ)

♦ প্রতিষ্ঠা : ১৮৮২
♦ কার্যাবলি : জাপানের মুদ্রানীতি নির্ধারণ এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য দায়িত্ব পালন করে।

ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ECB)

♦ প্রতিষ্ঠা : ১৯৯৮
♦ কার্যাবলি : ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুদ্রানীতি নির্ধারণ এবং ইউরো জোনের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে। ECB ইউরোপের আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যাংক অব রাশিয়া

♦ প্রতিষ্ঠা : ১৮৬০ (বর্তমান কাঠামোতে ১৯৯০ সালে পুনর্গঠিত)
♦ কার্যাবলি : রাশিয়ার মুদ্রানীতি, সুদের হার, এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে।

পিপলস ব্যাংক অব চায়না (PBoC)

♦ প্রতিষ্ঠা : ১৯৪৮
♦ কার্যাবলি : চীনের মুদ্রানীতি, ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্ব পালন করে। PBoC'র সিদ্ধান্ত চীনের বিশাল অর্থনীতি এবং বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (SNB)

♦ প্রতিষ্ঠা : ১৯০৭
♦ কার্যাবলি : সুইজারল্যান্ডের মুদ্রানীতি নির্ধারণ এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করে। SNB বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ আর্থিক কেন্দ্র হিসেবে সুইস ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

অস্ট্রেলিয়ার রিজার্ভ ব্যাংক (RBA)

♦ প্রতিষ্ঠা : ১৯৬০
♦ কার্যাবলি : অস্ট্রেলিয়ার মুদ্রানীতি নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যাংক অব কানাডা (BoC)

♦ প্রতিষ্ঠা : ১৯৩৫
♦ কার্যাবলি : কানাডার মুদ্রানীতি নির্ধারণ, সুদের হার নিয়ন্ত্রণ, এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈশ্বিক সংগঠন

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈশ্বিক সংগঠন হলো 'ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস' (BIS)। এটি একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সহযোগিতার জন্য একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করে এবং তাদের জন্য বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে।

ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস (BIS)

♦ প্রতিষ্ঠা : ১৯৩০
♦ অবস্থান : সুইজারল্যান্ডের বাসেল। এছাড়া হংকং এবং মেক্সিকো সিটিতে এর আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে।
♦ মূল লক্ষ্য : কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো, বৈশ্বিক আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে গবেষণা ও নীতি প্রণয়নে সহায়তা করা।
♦ কার্যাবলি : BIS কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর জন্য একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করে যেখানে তারা মুদ্রানীতি, আর্থিক স্থিতিশীলতা, এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারের বিষয়ে আলোচনা করতে পারে। এছাড়া BIS আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর জন্য আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে।

অন্যান্য সংগঠন

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে যেগুলো বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করে। যেমন—

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)

♦ প্রতিষ্ঠা : ১৯৪৪
♦ কার্যাবলি : বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য IMF'র সদস্য দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে এবং মুদ্রানীতি ও আর্থিক নিয়মাবলী নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সঙ্গে কাজ করে।

বিশ্ব ব্যাংক

♦ প্রতিষ্ঠা : ১৯৪৪
♦ কার্যাবলি : বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে, যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোও সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে।

ফাইনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি বোর্ড (FSB)

♦ প্রতিষ্ঠা : ২০০৯ সালে G20'র তত্ত্বাবধানে গঠিত।
♦ কার্যাবলি : বৈশ্বিক আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫ সেপ্টেম্বর বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন। সাহিত্যিক পরিচিতির ধারাবাহিক আয়োজনের দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

- **জন্ম :** ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬
- **জন্মস্থান :** ব্রিটিশ ভারতের প্রেসিডেন্সি বিভাগের হুগলি জেলার দেবানন্দপুরে
- **ছদ্মনাম :** অনিলা দেবী, অপরাজিতা দেবী, শ্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, পরশুরাম, শ্রীকান্ত শর্মা, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
- **পিতার নাম :** মতিলাল চট্টোপাধ্যায়
- **মাতার নাম :** ভুবনমোহিনী দেবী
- **প্রাথমিক জীবন :** প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি দেবানন্দপুরের হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল ও ভাগলপুরের দুর্গাচরণ এম ই স্কুলে অধ্যয়ন করেন
- **শিক্ষা জীবন :** টিএন জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯৪) পাশের পর একই কলেজে এফএ শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে তাঁর শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে
- **কর্মজীবন :** বনেলি স্টেটে সেটেলমেন্ট অফিসারের সহকারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন
  - কলকাতা হাইকোর্টের অনুবাদক এবং বার্মা রেলওয়ের হিসাব দপ্তরের কেরানি
  - হিন্দি পেপার বুকের ইংরেজি তর্জমা করার চাকরিও করেন
- **মৃত্যু :** ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮, কলকাতায়।

সাহিত্যকর্ম

- **রাজনৈতিক উপন্যাস :** পথের দাবী (১৯২৬)।
- **প্রেমের উপন্যাস :** গৃহদাহ (১৯২০), পরিণীতা (১৯১৪), চরিত্রহীন (১৯১৭), পল্লী-সমাজ (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭), দত্তা (১৯১৮)।
- **সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যামূলক উপন্যাস :** অরক্ষণীয়া (১৯১৬), নিষ্কৃতি (১৯১৭)।
- **বিতর্ক প্রধান ও সমস্যামূলক উপন্যাস :** শেষ প্রশ্ন (১৯৩১)।
- **আত্মচরিতমূলক উপন্যাস :** 'শ্রীকান্ত' (এটি চার খণ্ডে প্রকাশিত)
- **অন্যান্য উপন্যাস :** বড়দিদি (১৯০৭), বিরাজ বৌ (১৯১৪), পন্ডিতমশাই (১৯১৪), চন্দ্রনাথ, (১৯১৬), বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬), কাশীনাথ (১৯১৭), দত্তা (১৯১৮), স্বামী (১৯১৮), বামুনের মেয়ে (১৯২০), দেনা পাওনা (১৯২৩), বিপ্রদাস (১৯৩৫), পরিণীতা (১৯১৪) ইত্যাদি।
- **অসমাপ্ত উপন্যাস :** জাগরণ (১৯২৩), শেষের পরিচয় (১৯৩২), আগামীকাল (১৯৩৫)
- **প্রবন্ধগ্রন্থ :** তরুণের বিদ্রোহ (১৯১৯), নারীর মূল্য (১৯২৩), স্বদেশ ও সাহিত্য (১৯৩২) ইত্যাদি।
- **নাটক :** ষোড়শী (১৯২৮), রমা (১৯২৮), বিজয়া (১৯৪৩)।
- **গল্পগ্রন্থ :** মন্দির (১৯০৩), বিন্দুর ছেলে (১৯১৪), পথনির্দেশ (১৯১৪), রামের সুমতি (১৯১৪), মেজদিদি (১৯১৪), কাশীনাথ (১৯১৭), স্বামী (১৯১৭), একাদশী বৈরাগী ছবি (১৯২০), বিলাসী (১৯২০), মামলার ফল (১৯২০), হরিলক্ষ্মী (১৯২৬), মহেশ (১৯২৬), অভাগীর স্বর্গ (১৯২৬), অনুরাধা (১৯৩৪), সতী (১৯৩৪), পরেশ (১৯৩৪), লালু (১৯৩৭) ইত্যাদি।
- **পুরস্কার :** 'মন্দির' গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার (১৯০৩) • কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯২৩) • বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্যপদ (১৯৩৪) • ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি'লিট উপাধি (১৯৩৬) • ফিল্মফেয়ার সেরা লেখক পুরস্কার (১৯৭৭)।

বিশেষ তথ্য

- প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম 'মন্দির'।
- 'মহেশ' তাঁর রচিত সবচেয়ে সার্থক ছোটগল্প।
- শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস বড়দিদি (১৯০৭)। প্রথমে উপন্যাসটির নাম ছিল 'শিশু'। প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায়।
- 'বিরাজবৌ' তাঁর প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস। এটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
- 'পথের দাবী' উপন্যাসটি বিপ্লববাদীদের প্রতি সমর্থনের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে।
- সর্বশেষ উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' (১৯৩৯)।
- বার্মায় অঙ্কিত 'মহাশ্বেতা' অয়েল পেইন্টিং একটি বিখ্যাত চিত্রকর্ম।
- সাহিত্যসভার 'ছায়া' নামে হাতে-লেখা একটা মুখপত্রও রচনা করেন।
- দেশবাসী তাঁকে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী,' 'সাহিত্য সম্রাট' এ আখ্যায় আখ্যায়িত করেন।

উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র

বাংলাসহ ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় তার উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে এবং সেগুলো অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে, যথা– দেবদাস, শ্রীকান্ত, পথের দাবী, বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ ইত্যাদি।

আর্মেনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

Exam Foundation Course

বাংলা শিখন • English Erudition • গণিত • বিজ্ঞান

বাংলা শিখন পর্ব-১২

উপসর্গ

ইংরেজি Prefix শব্দকে বাংলায় 'উপসর্গ' বলে। উপসর্গ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অবাঞ্ছিত বিষয়, এর ব্যাকরণগত অর্থ উপসৃষ্টি। যে সকল অব্যয় বা অব্যয়জাত শব্দাংশ ধাতুর পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যের অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন বা অন্য কোনো পরিবর্তন ঘটায় সেগুলোকে উপসর্গ বলে। যেমন— কাজ একটি শব্দ। এর আগে 'অ' অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় 'অকাজ' যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে।

■ খাঁটি বাংলা উপসর্গ

আর্যদের আগমনের পূর্বে এদেশের ভাষা থেকে যে সকল উপসর্গ এসেছে তাদেরকে দেশি বা খাঁটি বাংলা উপসর্গ বলে। খাঁটি বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি। যথা— অঘা, রাম, আ, অজ, ভর, সা, অ, আড়, অনা, কু, ইতি, নি, বি, আব, উন, পাতি, কদম, আন, সু, হা, স।

মনে রাখার কৌশল

প্রিয় অঘা'রাম,
তুই আজ অজপাড়ার ভর'সা বলে অনেকে আড়চোখে দেখে, সেখানে অনাচার কু-কাজ দেখাবে, কিন্তু পাত্তা দিবি না, ইতিকে সাথে নি'বি আবডালের উনত্রিশটি পাতিলেবু ও কদম ফুল আন'বি সু'হাস থেকে।

■ তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ

যেসব উপসর্গ সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে সেসব উপসর্গকে বলা হয় তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ। সংস্কৃত উপসর্গ মূলত ২০টি। যথা— প্র, পরা, সম, নি, আ, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, উপ, অপ, অভি।

মনে রাখার কৌশল

অপি ও অনু 'সমতা' নামক প্রতিষ্ঠানে একে অপরের প্রতি অভিযোগ আ'নিয়াছিলেন, পরান অতি-উৎসাহে বিপদ ভুলে নিরবে দুর্গম (দুর) পথে বন্ধু পরিতোষকে পাশে পেয়ে উপনিবেশের অবরোধ এবং অধিকারের সুবিধা নিলেন।

■ বিদেশি উপসর্গ

আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ইত্যাদি ভাষার বহুশব্দ দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। এসব শব্দের কতগুলো খাঁটি উচ্চারণে, আবার কতগুলো বিকৃত উচ্চারণে বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

■ ফারসি উপসর্গ

কার, কম, দর, না, নিম, ফি, বর, বে, বদ ইত্যাদি।

মনে রাখার কৌশল

মিলির কারখানায় দরদাম কম
তাকে নিমগাছের জন্য ফি দিতে হয়
মিলির বর বোকা না
বদস্বভাব আর বেয়াদবি দুটোই তার মধ্যে আছে

■ ইংরেজি উপসর্গ

ইংরেজিতে উপসর্গ ৪টি। যথা— হাফ, ফুল, সাব ও হেড।

মনে রাখার কৌশল

হাফটিকিটে গ্রামের বাড়ি
ফুল হাতে রূপসী নারী
হেড স্যারের দামি গাড়ি
সাব অফিস দিবে পাড়ি।

■ আরবি উপসর্গ

আরবিতে উপসর্গ ৬টি। যথা— আম, লা, বাজে, গর, খয়ের ও খাস।

মনে রাখার কৌশল

আরবের এক ব্যক্তি খাসমহলে আম খেয়ে বলে লাজবাব বাঙালি উজির ভয়ে গরমিল করে লাপাত্তা।

একই রকম সমার্থক শব্দ

- অনল— আগুন ➤ অনিল— বাতাস
- অশ্ব— ঘোড়া ➤ অশ্ম— পাথর
- অদিতি— পৃথিবী ➤ আদিত্য— সূর্য
- কবরী— চুল ➤ করবী— ফুল
- কান্ত— স্বামী ➤ কান্তা— স্ত্রী
- কপাল— ভাগ্য ➤ কপোল— গাল
- পাবক— আগুন ➤ পবন— বাতাস
- পরভৃত— কোকিল ➤ পরভৃৎ— কাক
- পারাবার— সমুদ্র ➤ পারাবত— কবুতর
- বধূ— বউ ➤ বঁধু— বন্ধু
- দ্বিপ— হাতি ➤ দ্বীপ— জলবেষ্টিত স্থলভাগ
- অলিক— কপাল ➤ অলীক— মিথ্যা
- শশ— খরগোশ ➤ শশী— চাঁদ
- শশিকর— জ্যোৎস্না ➤ শশিকান্ত— পদ্ম (কুমুদ)
- শিখণ্ডী— ময়ূর ➤ শিখণ্ডিক— কুক্কুট (মোরগ)
- কুমুদ— পদ্ম ➤ কৌমুদী— জ্যোৎস্না
- সুত— পুত্র ➤ সুতা— কন্যা
- শর্বর— অন্ধকার ➤ শর্বরী— রাত্রি
- অম্বু/বারি/জল/পয়/তোয়— পানি
- অম্বুদ/বারিদ/জলদ/পয়োদ/তোয়দ— মেঘ
- অম্বুধি/বারিধি/জলধি/পয়োধি/তোয়ধি— সমুদ্র

English Erudition পর্ব-২০

AGREEMENT

আমরা শব্দের অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি এড়াতে বিভিন্ন শব্দ এবং নিয়ম ব্যবহার করি, যা Affirmative এবং Negative Agreement নামে পরিচিত।

■ Affirmative agreement

'And' সংযোজন ব্যবহার করে, এরপর একটি সাধারণ বিবৃতি দিয়ে 'So' বা 'Too' ব্যবহার করে আমরা ইতিবাচক বাক্য থেকে অপ্রয়োজনীয় শব্দের পুনরাবৃত্তি এড়াতে পারি।

♦ প্রধান বাক্যে যদি Be verb-এর কোনো রূপ ব্যবহৃত হয়, তাহলে এরপরে আসা সাধারণ বিবৃতিতেও Be verb এর একই কাল ব্যবহৃত হবে।

Affirmative statement + and +
(i) subject + verb (be) + too (or)
(ii) so + verb (be) + subject

Examples :
- I am happy. You are happy.
- I am happy, and you are too.
- I am happy, and so are you.

♦ প্রধান বাক্যে, যখন একটি Compound verb (auxiliary + verb), যেমন— Will go, should do, has done, have written, must examine, ইত্যাদি আসে, তখন মূল ক্রিয়ার সহায়কটি সাধারণ বিবৃতিতে ব্যবহৃত হয়, Subject এবং Verb-এর মধ্যে সম্মতি থাকতে হয়।

Affirmative statement (compound verb) + and +
(i) subject + only auxiliary + too (or)
(ii) so + only auxiliary + subject

Examples :
- They will work in the lab tomorrow. You will work in the lab tomorrow.
- They will work in the lab tomorrow, and you will too.
- They will work in the lab tomorrow, and so will you.

♦ প্রধান বাক্যে, যখন 'Be' ছাড়া অন্য কোনো Verb কোনো সহায়ক ছাড়া আসে, তখন সাধারণ বিবৃতিতে 'Do', 'Does', অথবা 'Did' —Auxiliary Verb ব্যবহৃত হয়। Tense একই হতে হবে Subject এবং Verb-এর মধ্যে সম্মতি থাকতে হবে।

Affirmative statement + and +
(i) subject + do, does, or did + too (or)
(ii) so + do, does, or did + subject

Examples:
- Jane goes to school. My sister goes to school.
- Jane goes to school and my sister does too.
- Jane goes to school and so does my sister.

■ Negative Agreement

ইংরেজি ভাষায় 'Either' এবং 'Neither' শব্দ দুটি সাধারণ বাক্যে 'So' এবং 'Too' এর মতো কাজ করে, যা ইতিবাচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়। তবে, 'Either' এবং 'Neither' শব্দ দুটি নেতিবাচক সম্মতি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। সাহায্যকারী ক্রিয়াগুলোর জন্য, যেমন— 'be' এবং 'do, does, or did' এর একই নিয়ম প্রযোজ্য হয়।

Negative statement + and + subject +
(i) negative auxiliary or be + either (or)
(ii) neither + positive auxiliary + subject.

Example :
- I didn't see Mary this morning. John didn't see Mary this morning.
- I didn't see Mary this morning and John didn't either
- I didn't see Mary this morning and neither did John.

Diplomatic Words from Newspaper

- ✓ Diplomatic immunity (কূটনৈতিক অনাক্রম্যতা) Canada removes 41 diplomats from India after New Delhi threatens to revoke their diplomatic immunity.
- ✓ Shuttle diplomacy (মধ্যস্থতার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসন) China conducts third round of shuttle diplomacy on Ukraine crisis.
- ✓ Infringement (লঙ্ঘন) AI song-generators Suno and Udio were sued for copyright infringement.
- ✓ Sphere of influence (প্রভাব বলয়) Russia's war comes from will to restore old sphere of influence.
- ✓ Turf war (প্রভাব বিস্তারে লড়াই) Three Rohingyas were killed in Bangladesh refugee camp turf war.
- ✓ Stalemate (অচলাবস্থা) Mexico crush out of Copa America after 0-0 stalemate against Ecuador.
- ✓ Plenipotentiary (পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) Biden nominates Jennifer D. Gavito to be Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Libya.
- ✓ Reconnaissance (পর্যবেক্ষণ) Russia actively uses reconnaissance drones against Ukrain.
- ✓ Rogue state (দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র) Many critics say itÕs time to declare Israel a rogue state.
- ✓ Interlocutor (কথোপকথনকারী) Turkey is no longer considering Israeli PM Netanyahu as its interlocutor.
- ✓ Appeasement (তুষ্টি) Iran says appeasement makes Israel hell-bent on killing Palestinian.

গণিত অনুশীলন পর্ব-১৯

চতুর্ভুজ

চতুর্ভুজ : চারটি সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ চিত্রকে চতুর্ভুজ বলে। চিত্রে ABCD একটি চতুর্ভুজ। প্রতিটি চতুর্ভুজের ৪টি বাহু, ৪টি কোণ, ৪টি শীর্ষবিন্দু, এবং ২টি কর্ণ থাকে। প্রতিটি চতুর্ভুজের ৩ বাহুর সমষ্টি ৪র্থ বাহু অপেক্ষা সর্বদাই বড় হবে।

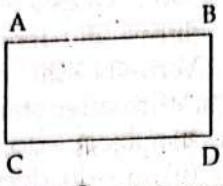

♦ বাহু ও কোণ ভেদে চতুর্ভুজ মোট ৬ প্রকার। যথা : (ক) আয়তক্ষেত্র (খ) বর্গক্ষেত্র (গ) সামান্তরিক (ঘ) রম্বস (ঙ) ট্রাপিজিয়াম (চ) ঘুড়ি

(ক) আয়তক্ষেত্র : যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল এবং অভ্যন্তরের চারটি কোণের প্রত্যেকেই এক সমকোণ তাকে আয়তক্ষেত্র বলে। আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় দৈর্ঘ্যে সমান এবং পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

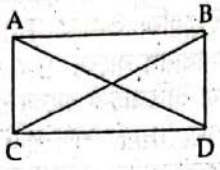

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

♦ ক্ষেত্রফল = (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) বর্গ একক

♦ পরিসীমা = ২ (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ) একক

♦ কর্ণ = $\sqrt{(\text{দৈর্ঘ্য})^2 + (\text{প্রস্থ})^2}$ একক

(খ) বর্গক্ষেত্র : বর্গক্ষেত্র বলতে ৪টি সমান বাহু বা ভুজ বিশিষ্ট বহুভুজ তথা চতুর্ভুজকে বোঝায় যার প্রত্যেকটি অন্তঃস্থ কোণ এক সমকোণ বা 90°। চিত্রে ABCD একটি বর্গক্ষেত্র যার প্রত্যেকটি বাহু (a) সমান।

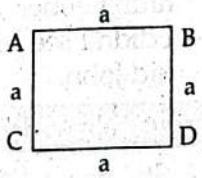

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

♦ ক্ষেত্রফল = (এক বাহু)^2 বর্গ একক

♦ পরিসীমা = (4 × এক বাহু) একক

♦ কর্ণ = ($\sqrt{2}$ × এক বাহু) একক

(গ) সামান্তরিক : যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুদ্বয় পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং বিপরীত কোণগুলোও সমান কিন্তু কোণগুলোর কোনটিই সমকোণ নয়, তাকে সামান্তরিক বলে। সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় অসমান। চিত্রে ABCD একটি সামান্তরিক।

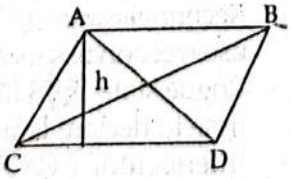

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

♦ ক্ষেত্রফল = (ভূমি × উচ্চতা) বর্গ একক

♦ পরিসীমা = ২ (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ) একক

(ঘ) রম্বস : রম্বস এমন একটি সামান্তরিক যার চারটি বাহুই সমান ও সমান্তরাল এবং বিপরীত কোণগুলো সমান কিন্তু কোণগুলোর কোনটিই সমকোণ নয়। রম্বসকে সমবাহু চতুর্ভুজও বলা হয়। রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

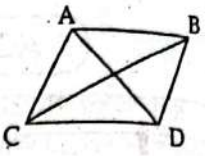

♦ পরিসীমা = (4 × এক বাহুর দৈর্ঘ্য) একক

♦ ক্ষেত্রফল = ($\frac{1}{2}$ × কর্ণদ্বয়ের গুণফল) বর্গ একক

(ঙ) ট্রাপিজিয়াম : যে চতুর্ভুজের একজোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল এবং অপর বাহুদ্বয় তীর্যক তাকে ট্রাপিজিয়াম বলে। ট্রাপিজিয়ামের মূল শর্ত হলো এক জোড়া সমান্তরাল বাহু থাকতেই হবে।

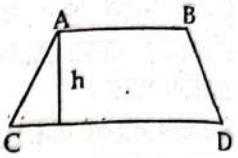

♦ ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল = {$\frac{1}{2}$× (সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল) × উচ্চতা} বর্গ একক

■ আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের হ্রাস/বৃদ্ধি হলে উক্ত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলেরও হ্রাস/বৃদ্ধি হয়। এ ধরণের সমস্যা সমাধানের জন্য শর্টকাট সূত্রটি হলো—

= $(\pm a \pm b \pm \frac{ab}{১০০})\%$

[যেখানে a এক দিকের বাহু এবং b অপরদিকের বাহু। বাহুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে (+a/+b) এবং বাহুর দৈর্ঘ্য হ্রাস হলে (–a/–b) বসিয়ে সমাধান করা হয়।]

উদাহরণ স্বরূপ, একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ২০% হ্রাস এবং প্রস্থ ১০% বৃদ্ধি করা হলে, ক্ষেত্রফলের পরিবর্তন কী হবে?

∴ ক্ষেত্রফল হ্রাস/বৃদ্ধি পাবে = $(\pm a \pm b \pm \frac{ab}{১০০})\%$

= $\{-২০ + ১০ - \frac{(২০) \times ১০}{১০০}\}\%$

= $(-১০ - \frac{২০ \times ১০}{১০০})\%$

= $(-১০ - ২)\% = -১২\%$

[∵ a = –২০%, b = +১০%]

সুতরাং ক্ষেত্রফল হ্রাস পাবে ১২%।

■ **নিজে করুন**

✓ একটি রম্বসের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ১৩ সে.মি. একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ২৪ সে.মি. হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?— ১০ সে.মি.।

✓ একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ২০% বৃদ্ধি, প্রস্থ ১০% হ্রাস করা হলে, ক্ষেত্রফলের শতকরা কত পরিবর্তন হবে?— ৮% বৃদ্ধি।

✓ একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ২৪ বর্গ সে.মি. এবং কর্ণ ও দৈর্ঘ্যের যোগফল প্রস্থের ২ গুণ হলে, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য কত?— ৩$\sqrt{২}$ সে.মি.।

✓ একটি আয়তকার মাঠের দৈর্ঘ্য ৩০ মিটার। একটি বেড়া দিয়ে পুরো মাঠকে ঘিরলে তার মোট দৈর্ঘ্য হয় ১৪০ মিটার। ঐ আয়তাকার মাঠের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?— ৫০ মিটার।

বিজ্ঞান পর্ব-১৪

সালোকসংশ্লেষণ

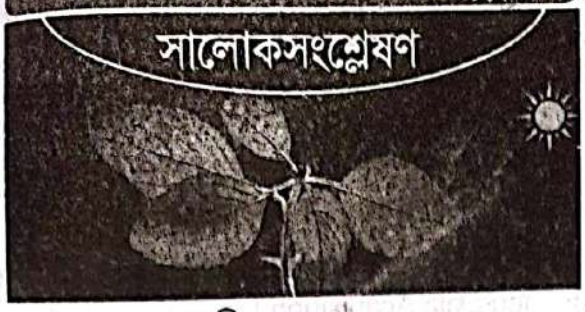

সালোকসংশ্লেষণ কী

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে, তাকে সালোকসংশ্লেষণ (photosynthesis) বলে। Photosynthesis নামকরণ করেন বার্নেস (১৮৯৮)। সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ৪টি। যথা— ক্লোরোফিল, আলো, পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড।

সালোকসংশ্লেষণে ক্লোরোফিল

পাতার ক্লোরোফিলের পরিমাণের সাথে সালোকসংশ্লেষণের হারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, কারণ একমাত্র ক্লোরোফিলই আলোকশক্তি গ্রহণ করতে পারে। তবে কোষে খুব বেশি পরিমাণ ক্লোরোফিল থাকলে এনজাইমের অভাব দেখা দেয় এবং সালোকসংশ্লেষণ কমে যায়।

ক্লোরোফিল : ক্লোরোফিল একধরনের সবুজ রঞ্জক পদার্থ যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং উদ্ভিদকে সূর্যালোক থেকে শক্তি সংগ্রহে সাহায্য করে। প্রধানত পাতার মেসোফিল কলার কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট নামে একধরনের অঙ্গাণু থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড পর্দার মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে। ১৮১৭ সালে জোসেফ নিয়েনাইমে কাভেন্তো এবং পিয়েরে জোসেফ পেল্লেতিয়ের সর্বপ্রথম ক্লোরোফিল আবিষ্কার করেন।

সালোকসংশ্লেষণ কি শুধু সূর্যের আলোতেই হয়?

না, ঘরের বাতির আলোতেও চলে। তবে সেটা হতে হবে সালোকসংশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত। কৃত্রিম আলোয় যদি লাল ও নীল রশ্মি বেশি থাকে তাহলে তা সালোকসংশ্লেষণে বেশি কাজে দেয়। তবে সূর্যের আলোতে সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে ভালোভাবে ঘটে।

জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব

সালোকসংশ্লেষণ বিক্রিয়ার মাধ্যমেই সূর্যালোক এবং জীবনের মধ্যে সেতুবন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা খাদ্য হিসেবে ভাত, রুটি, ফলমূল, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি যা-ই গ্রহণ করি না কেন, তার সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি। আর সবুজ উদ্ভিদ এ খাদ্য প্রস্তুত করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া অক্সিজেন তৈরি করে এ পৃথিবীকে আমাদের জন্য বসবাসযোগ্য রেখেছে। তাই সালোকসংশ্লেষণ না ঘটলে মানবসভ্যতা ধ্বংস হবে; বিলুপ্ত হবে জীবজগৎ।

জানেন কি

সালোকসংশ্লেষণ

- ভালো হয়— লাল, নীল, কমলা, বেগুনী আলোতে।
- সবচেয়ে ভালো হয়— ৪০০-৪৮০nm এবং ৬৮০nm (ন্যানোমিটার) তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোতে।
- ভালো হয় না— সবুজ ও হলুদ আলোতে।
- সবচেয়ে বেশি হয়— লাল আলোতে।
- বেশি হয়— (২২-৩৫)°C তাপামাত্রায়।
- শরৎকালে পাতার রঙ পরিবর্তন হয় কারণ— গাছপালা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়।

একই প্রশ্নের ভিন্ন উত্তর

■ **ফটোসিন্থেসিস গাছের কোন অংশে হয়?** [BREB'র উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০২৩]
ক সবুজ অংশে খ সকল অংশে গ কান্ডে ঘ মূলে

■ **সালোকসংশ্লেষণ গাছের কোন অংশে সংগঠিত হয়?** [বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর'র ফরেস্ট অফিসার ২০২২]
ক ফুলে খ মূলে গ কাণ্ডে ঘ পাতায়
[Note : সালোকসংশ্লেষণ উদ্ভিদের সবুজ অংশ, সবুজ পাতা, থ্যালয়েড, সবুজ ফলের ত্বক, ফুলের বৃতি ও বৃন্তে ঘটে]

♦ **উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণে বাধা দেয়—** [রাবি 'জি' ২০১৭-১৮]
ক NO_2 খ CO_2 গ H_2O ঘ O_2

♦ **কোনটির প্রভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়?** [জাবি 'এ' ২০১৭-১৮]
ক CO_2 খ SO_2 গ NO_2 ঘ SiO_2
[Note : NO_2 ও SO_2 উভয়টির প্রভাবে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।]

বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

♦ সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয়— লাল আলোতে। [২৬তম বিসিএস, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ. শিক্ষক ২০১০]

♦ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুত করে কোষের কোন অঙ্গ?— ক্লোরোপ্লাস্ট। [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহ.কৃষি কর্মকর্তা ২০১৪]

♦ ক্লোরোফিল ছাড়া সম্পন্ন হয় না— সালোকসংশ্লেষণ। [প্রাক প্রা. সহকারী শিক্ষক ২০১৩]

♦ সালোকসংশ্লেষণে সূর্যের আলোর রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করার কর্মদক্ষতা হলো— ৩-৬%। [৪৩তম বিসিএস]

♦ সালোকসংশ্লেষণ ঘটে না— মূলে। [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (বাগানবিলাস) ২০১২]

♦ পাতার যে কোষে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে— প্যালিসেড প্যারেনকাইমা। [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহ. শিক্ষক ২০১১]

♦ Photosynthesis takes place in— Green parts of plants. [৩৪তম বিসিএস]

প্রশ্ন বিশ্লেষণ

২০২৪ সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় আসা সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ আয়োজন। চোখ রাখুন আগামী মাসগুলোতেও।

বস্ত্র অধিদপ্তর
পদ : অফিস সহায়ক। পরীক্ষা : ১৯ জানুয়ারি ২০২৪

✓ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি কত সালে কোথায় পেশ করেন?— ১৯৬৬ সালে লাহোর।
✓ বরেন্দ্র জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?— রাজশাহী।
✓ PPP এর পূর্ণরূপ কী?— Public Private Partnership।
✓ Sustainable Development Goals এ কয়টি Goals এর কথা বলা হয়েছে?— ১৭।
✓ 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান' এর সময়সীমা কত সাল পর্যন্ত?— ২১০০।
✓ নিচের কোনটি বাংলাদেশের UNESCO স্বীকৃত world Heritage স্থান নয়?— চলনবিল।
✓ সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্রের নাম কী?— ফ্যাদোমিটার।
✓ সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ কোনটি?— বৃহস্পতি।
✓ 'জাতীয় বস্ত্র দিবস' কত তারিখ?— ৪ ডিসেম্বর।

নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি
পদ : সহকারী শিক্ষক (মাধ্যমিক)। পরীক্ষা : ২০ জানুয়ারি ২০২৪

✓ রেডক্রস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?— ১৮৬৩ সালে।
✓ বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী?— পুণ্ড্র।
✓ দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?— হাড়িয়াভাঙ্গা।
✓ বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয়— ৯৭৪ সালে।
✓ জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে?— লুই আই কান।
✓ 'Making of a Nation of Bangladesh' গ্রন্থের রচয়িতা কে?— নূরুল ইসলাম।
✓ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?— কামরুল হাসান।
✓ 'লাইন অব কন্ট্রোল' কোন দুটি রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী রেখা চিহ্নিত করে?— ভারত ও পাকিস্তান।
✓ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার মাপের অনুপাত কত?— ৫ : ৩।
✓ বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন কত মেগাওয়াট?— ১৫,৬৪৮ মেগাওয়াট।
✓ বাংলাদেশ কত সালে OIC-এর সদস্যপদ লাভ করে?— ১৯৭৪ সালে।
✓ নেসকো কোম্পানি হিসেবে কবে থেকে বাণিজ্যিক ও অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে?— ১ অক্টোবর ২০১৬।

পদ : সাব-স্টেশন অ্যাটেনডেন্ট
পরীক্ষা : ২৭ জানুয়ারি ২০২৪

✓ SCADA meaning.— Supervisory Control and Data Acquisition।
✓ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল এর নকশাকার কে?— রোহানি বাহারিন।
✓ বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কোনটি?— পায়রা।
✓ মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে বিশ্বের কোন দেশটি সহায়তা করছে?— জাপান।
✓ রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রটি কোন জেলায় অবস্থিত?— বাগেরহাট।
✓ বাংলাদেশ কোন দেশ হতে সবচেয়ে বেশি কয়লা আমদানি করে?— ইন্দোনেশিয়া।
✓ সম্প্রতি বিদ্যুৎ বিভাগকে কোন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়?— স্বাধীনতা পুরস্কার।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
পদ : হিসাব সহকারী/কার্য সহকারী/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। পরীক্ষা : ২৬ জানুয়ারি ২০২৪

✓ বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (First five year plan) কোন মেয়াদকালের জন্য প্রযোজ্য ছিল?— ১৯৭৩-১৯৭৮।
✓ বাংলাদেশের আর্থিক বছর কোনটি?— জুলাই-জুন।
✓ 'স্টপ জেনোসাইড' কার লেখা?— জহির রায়হান।
✓ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র' কে সম্পাদনা করেছেন?— হাসান হাফিজুর রহমান।
✓ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রিট আবেদন করা যায়?— ১০২।
✓ 'লিসবন' কোন দেশের রাজধানী?— পর্তুগাল।
✓ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?— BEZA।
✓ সর্বশেষ বিশ্বকাপ ফুটবল কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?— কাতার।
✓ বিধবা বিবাহ আইন প্রচলনে কার অবদান ছিল?— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
✓ 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' কে বলেছেন?— চন্ডীদাস।
✓ নিম্নের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়?— নোট ছাপানো।
✓ পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ 'কাস্পিয়ান সাগর' কোন মহাদেশে অবস্থিত?— এশিয়া।
✓ ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন কত তম?— ১২।

CamScanner

পদ : সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর/উচ্চমান সহকারী। পরীক্ষা : ২৭ জানুয়ারি ২০২৪

✓সংসদে Casting Vote কী?— স্পিকারের ভোট।
✓জাতীয় শোক দিবস— ১৫ আগস্ট।
✓আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কোন সালে গঠিত হয়?— ১৯১৯।
✓প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?— উড্রো উইলসন।
✓বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরটি কোন জেলায় অবস্থিত?— চট্টগ্রাম।
✓বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান কোন জেলায়?— রংপুর।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২য় পর্যায়)
পদ : সহকারী শিক্ষক। পরীক্ষা : ২ ফেব্রুয়ারি

✓চীন থেকে ভারতবর্ষে আসা প্রথম পর্যটকের নাম কী?— ফা-হিয়েন।
✓বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন বিভাগ দায়িত্ব পালন করে?— অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।
✓কোন দেশে প্রথম আরব বসন্তের সূচনা হয়?—তিউনিশিয়া।
✓'SIM' এর পূর্ণরূপ কী?— Subscriber Identity Module।
✓OIC'র প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?— জেদ্দা।
✓বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
✓১ নটিক্যাল মাইল সমান কত কিলোমিটার?— ১.৮৫২।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
পদ : এয়ারপোর্ট ফায়ার লিডার। পরীক্ষা : ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

✓১৯৭১ সালের কত তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়?— ২ মার্চ।
✓মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিবনগর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?—৮।
✓বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ কোনটি?— আম।
✓বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশের সংখ্যা কত?— ৪৫।
✓বাংলাদেশ টেলিভিশন কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?— ১৯৬৪।
✓কোন জেলার জনসংখ্যা সবচেয়ে কম?— বান্দরবান।
✓হাজার হ্রদের দেশ কোনটি?— ফিনল্যান্ড।
✓বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাওর কোন জেলায় অবস্থিত?— মৌলভীবাজার।
✓বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর কোনটি?— বরেন্দ্র জাদুঘর।
✓রাষ্ট্রের পঞ্চম স্তম্ভ বলা হয় কোনটিকে?— সুশীল সমাজ।
✓রক্তের কত শতাংশ প্লাজমা?— ৫৫%।
✓বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ঢাকা-চেন্নাই-ঢাকা রুটে বিমান পরিচালনা শুরু করেছে কবে থেকে?— ৬ ডিসেম্বর ২০২৩।
✓প্রবাসী আয়ে শীর্ষ দেশ কোনটি?— ভারত।
✓আলু উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?— চীন।
✓বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রেলওয়ে কারখানা কোথায় অবস্থিত?— সৈয়দপুর।
✓২০২৩ সালের পুরুষ হকি বিশ্বকাপে কোন দেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে?— জার্মানি।
✓বাংলাদেশ প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ খেলে কোন দেশের বিপক্ষে?— পাকিস্তান।
✓২০২৪ সালের কোপা আমেরিকা ফুটবল টুর্নামেন্ট কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়?— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
✓ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সবচেয়ে প্রামান্য ও মৌলিক গ্রন্থের লেখক কে?— বদরুদ্দিন ওমর।
✓'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কোন কবির রচিত চরণ?— মাহবুব উল আলম চৌধুরী।
✓১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পুস্তক কোনটি?— বিদ্রোহী বাঙ্গালী।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন
পদ : হোম-ইকোনমিস্ট (নিপোর্ট)। পরীক্ষা : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

✓বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণা এবং দূর অনুধাবন সংস্থাকে সংক্ষেপে কী বলা হয়?— স্পারসো।
✓পৃথিবীর তাপমাত্রা গত ১০০ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে— ০.৮° সেলসিয়াস।
✓রাজনীতিবীদ হয়েও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?— উইনস্টন চার্চিল।
✓কোন পরিষদের সুপারিশে জাতিসংঘে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়?— নিরাপত্তা পরিষদ।
✓শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?— কুমিল্লার ময়নামতি।
✓কোনটি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস?— সমুদ্রের ঢেউ।
✓সর্বশেষ জনশুমারি অনুযায়ী দেশের পুরুষ ও নারীর অনুপাত কত?— ৯৮.৪ : ১০০।
✓ভারতীয় কোন রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের কোনো সীমান্ত নেই?— নাগাল্যান্ড।
✓ভারী পানি (Heavy Water) এর সংকেত কোনটি?— D_2O।
✓ব্রিটিশ প্রিন্স হ্যারির 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থের নাম কী?—Spare।
✓বাংলাদেশের সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন গঠিত হয়?— ১৩৭।
✓কোন সাংবিধানিক পদে শপথ গ্রহণ প্রয়োজন হয় না?— এ্যাটর্নি জেনারেল।
✓পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমানা নির্ধারণকারী লাইনকে কী বলা হয়?— ডুরান্ড লাইন।
✓গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মনোগ্রামে মোট কয়টি তারকা আছে?— ৪টি।
✓ঐতিহাসিক ৬ দফাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়?— ম্যাগনাকার্টা।
✓জাপান পার্ল হারবার কখন আক্রমণ করে?— ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১।
✓জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কোন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন?— বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
✓'স্ট্যাচু অব পিস' (Statue of peace) কোথায় অবস্থিত?— নাগাসাকি।
✓'Vienna convention on diplomatic relations' কত সালে কার্যকর হয়?— ১৯৬৪ সালে।

প্রাক-বিসিএস পরামর্শ

দ্বিতীয় পর্ব

দেশে যত ধরনের চাকরি রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (BCS) কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এজন্য বিসিএস নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের আগ্রহও বেশি থাকে। তাই BCS সম্পর্কিত নানান বিষয় নিয়ে কিছু পরামর্শ দেওয়া হলো।

ক্যাডার নির্বাচন

ক্যাডার পছন্দক্রম (চয়েস) ভুল হলে ভালো পরীক্ষা দেওয়ার পরও কাঙ্ক্ষিত ক্যাডার পাওয়ার সুযোগ যেমন হাতছাড়া হতে পারে, তেমনি অইভা বোর্ডেও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে পারেন। সুতরাং আবেদনের আগেই ঠিক করুন আগে-পরে কোন ক্যাডারটি পছন্দের তালিকায় রাখবেন। যদি প্রার্থী বর্তমানে কোনো চাকরিতে না থেকে থাকেন, তাহলে যে যে ক্যাডারে আবেদন করার যোগ্যতা রয়েছে, এর সবগুলোই ধারাবাহিকভাবে পছন্দক্রমে রাখতে পারেন। অন্যদিকে, প্রার্থী যদি কোনো সরকারি-বেসরকারি কিংবা অন্য কোনো চাকরিতে নিয়োজিত থাকেন, তাহলে শুধু ওই ক্যাডারগুলোকেই পছন্দক্রমে রাখবেন, যেগুলোতে সুপারিশকৃত হলে তিনি নির্দ্বিধায় তার যেকোনো একটিতে যোগদান করবেন।

পছন্দক্রম নির্ধারণ

আপনি যদি একজন বিসিএস প্রার্থী হয়ে থাকেন, সঠিক ক্যাডার পছন্দক্রম ঠিক করার জন্য প্রথমেই বিসিএসের ক্যাডারগুলোকে চারটি শ্রেণি বা গুচ্ছে ভাগ করে নিতে পারেন— ♦ আইন প্রয়োগ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সংক্রান্ত : প্রশাসন, পুলিশ ও আনসার ♦ রাজস্ব ও আর্থিক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত : শুল্ক ও আবগারি, কর, নিরীক্ষা ও হিসাব ♦ অন্যান্য : পররাষ্ট্র, তথ্য, খাদ্য, রেলওয়ে, পরিবার পরিকল্পনা, সমবায় ইত্যাদি ♦ পেশাগত : স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, বন ও প্রকৌশল। আপনি আপনার ভবিষ্যৎ পেশাগত দায়িত্ব সংক্রান্ত আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিজীবন নিয়ে পরিকল্পনা, নিজের কষ্ট সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে উপর্যুক্ত গুচ্ছ থেকে নিজের জন্য প্রযোজ্য ক্যাডার পছন্দক্রম ঠিক করে নিতে পারেন।

- **প্রথমত,** যদি আপনার— মাঠ পর্যায়ে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দায়িত্ব পালন করার মানসিকতা থাকে, আইন প্রয়োগ, বিচারিক প্রক্রিয়া, অপরাধ নির্মূল ইত্যাদিতে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী হন, তাহলে নিশ্চিন্তে আপনার ক্যাডার পছন্দক্রম হতে পারে : ক > খ > গ > ঘ। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে আপনার পছন্দক্রমের প্রথম তিনটি ক্যাডার হবে প্রশাসন, পুলিশ ও আনসার। এ তিনটি ক্যাডারের মধ্যে আপনার পছন্দ অনুযায়ী ১, ২, ৩ ক্রম নির্ধারণ করুন। যেমন— ১. প্রশাসন, ২. পুলিশ, ৩. আনসার অথবা ১. পুলিশ, ২. প্রশাসন, ৩. আনসার। এরপর ৪, ৫, ৬ নম্বরে 'খ', 'গ', 'ঘ' গুচ্ছের ক্যাডারগুলো (শুল্ক ও আবগারি, কর, তথ্য প্রভৃতি) অন্তর্ভুক্ত করুন।
- **দ্বিতীয়ত,** যদি আপনি ঝামেলামুক্ত কর্মজীবন উপভোগ করতে চান, ৯টা-৫টা অফিস, এসি রুম, বেতনের বাইরেও প্রচুর বৈধ আর্থিক প্রণোদনা পেতে চান, বিদেশভ্রমণ, ট্রেনিং ইত্যাদির দিকে ঝোঁক থাকে তাহলে নিশ্চিন্তে আপনার ক্যাডারক্রম দিতে পারেন : খ > ক > গ > ঘ। এক্ষেত্রে আপনি আপনার পছন্দক্রমের ১, ২, ৩-এ 'খ' গুচ্ছের তিনটি ক্যাডারকে আপনার ইচ্ছামতো ক্রমিকে সাজিয়ে পছন্দক্রম দিন। এরপর 'ক' গুচ্ছের ক্যাডারগুলো দিয়ে তারপর 'গ' এবং সর্বশেষ 'ঘ'-এর ক্যাডারগুলো পর্যায়ক্রমে দিয়ে পছন্দক্রম নির্ধারণ করুন।
- **তৃতীয়ত,** যদি আপনি আপনার একাডেমিক অর্জিত জ্ঞানকে সরাসরি পেশাগত কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়নের অংশীদার হতে আগ্রহী হন, তাহলে গুচ্ছ 'গ' তথা কারিগরি ও পেশাগত ক্যাডারগুলো হতে পারে আপনার প্রথম পছন্দ।

কয়েকটি ক্যাডার পছন্দক্রম

- প্রশাসন > পুলিশ > শুল্ক ও আবগারি > কর (এরপর পররাষ্ট্র ব্যতীত লভ্য অন্য সকল ক্যাডার)।
- পররাষ্ট্র > প্রশাসন > পুলিশ > শুল্ক ও আবগারি > কর (এরপর পররাষ্ট্র ব্যতীত লভ্য অন্য সকল ক্যাডার)।
- পুলিশ > প্রশাসন > শুল্ক ও আবগারি > কর (এরপর পররাষ্ট্র ব্যতীত লভ্য অন্য সকল ক্যাডার)।

জেনে রাখুন

- আপনার পছন্দের গুচ্ছ যাই হোক না কেন, প্রশাসন ক্যাডারকে আপনি যেকোনো বিবেচনায় এক নম্বর পছন্দ হিসেবে রাখতে পারেন।
- পররাষ্ট্র ক্যাডার পছন্দ দিলে এক নম্বরে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত হয়ে নিন ইংরেজি ভাষার ওপর আপনার ভালো দখল রয়েছে, আছে বিদেশ জীবনের বড় অংশ অতিবাহিত করে দায়িত্ব পালনের অপূর্ব সুযোগ।
- আপনার রুচি, পছন্দ, যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন গুচ্ছের মিশ্রণেও আপনার ক্যাডার পছন্দক্রম নির্ধারণ করতে পারেন। বস্তুত বেশির ভাগ প্রার্থী এটাই করে থাকেন।

সাইপ্রাস ভূ-মধ্যসাগরে অবস্থিত তৃতীয় বৃহত্তম একটি দ্বীপ রাষ্ট্র

ক্যাডারগুলোর সুবিধা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

বিসিএস ক্যাডারগুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে অনেকেই আবেদনের সময় পছন্দক্রমে ভুল করে থাকেন। ক্যাডারগুলোর সুযোগ-সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানা থাকলে চাকরিপ্রার্থীদের ক্যাডার নির্বাচনে অনেক সুবিধা হবে।

■ প্রশাসন

সামাজিক মর্যাদা, কাজের বৈচিত্র্য, নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণের সুযোগ, মাঠপর্যায়ে জনগণের সঙ্গে যারা কাজ করতে চান, তাদের প্রথম পছন্দ থাকে বিসিএস প্রশাসন। প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দিলে সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মাঠপর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার প্রয়োগ করা যায়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সুযোগ পাবেন। এসব কাজ পরিচালনার জন্য গাড়ির সুবিধা পাওয়া যায়। বেতনের পাশাপাশি ইউএনও, ডিসি হলে সার্বক্ষণিক গাড়ি ও আবাসন সুবিধা পাওয়া যায়। নিরাপত্তার জন্য আনসারও পাওয়া যায়। সর্বোপরি উপজেলা, জেলার প্রধান হিসেবে বৈচিত্র্যময় কাজের সুযোগ পাওয়া যায়।

■ পররাষ্ট্র

কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবেন পররাষ্ট্র ক্যাডারে। লাল পাসপোর্টের অধিকারী হবেন। রয়েছে সরকারি খরচে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুযোগ। প্রশিক্ষণের পর বিদেশের দূতাবাসে পোস্টিং হলে ওই দেশের সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন। আবাসন সুবিধা তো থাকছেই, সেইসঙ্গে পরিবারকেও সঙ্গে রাখতে পারবেন।

■ পুলিশ

শৃঙ্খল জীবন ও দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় অবদান রাখতে চাইলে বিসিএস পুলিশ হতে পারে আপনার প্রথম পছন্দ। বেতনের পাশাপাশি রেশন সুবিধা পাবেন। গাড়ি, ড্রাইভার, বডিগার্ড, বাবুর্চি, কোয়ার্টার সুবিধা পাবেন। তবে অন্যান্য ক্যাডারে শুক্রবার, শনিবার, ছুটি থাকলেও পুলিশের নির্ধারিত ছুটির দিন নেই।

■ কাস্টমস

দেশি-বিদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক আদায়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে এ ক্যাডারে। জব্দকৃত পণ্যের ওপর রিওয়ার্ড মানি হিসেবে ১০% পাবেন। রয়েছে গাড়ির সুবিধাও। সাধারণত কাস্টম হাউস, স্থলবন্দরে পোস্টিং হবে। কাজের চাপ মোটামুটি থাকবে। দ্রুত প্রমোশনের সুযোগ রয়েছে।

■ তথ্য

সরকারের বিভিন্ন কাজের বিবরণী মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করে থাকেন এ কর্মকর্তারা। এ ছাড়া মিডিয়ার বিভিন্ন বিষয়ও তত্ত্বাবধান করতে হয়। এতে মিডিয়া জগতের সঙ্গে পরিচয় গড়ে ওঠে। কাজের চাপ কিছুটা কম।

■ শিক্ষা

শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে নিয়ে অনেকে প্রথম চয়েসে রাখেন শিক্ষাকে। অনেক ছুটি— রোজা, ঈদ, পূজা, শীত, গ্রীষ্মসহ নানা ছুটিতে ভরপুর থাকবে জীবন। পাশাপাশি সম্মান পাবেন সব পক্ষ থেকেই। প্রমোশন কিছুটা ধীরগতির। অন্যান্য ক্যাডারের মতো গাড়ি, বাড়ি, কিংবা অতিরিক্ত অর্থ আয়ের সুযোগ নেই।

■ কর

দেশের উন্নয়নে অর্থের জোগান দেওয়ার মতো কাজ করার সুযোগ দেয় এ ক্যাডার। যারা নির্দিষ্ট অফিস-আওয়ার, অ্যাডমিনের ক্ষমতা বা পুলিশের প্রশিক্ষণ এসব চান না, তারা নির্দ্বিধায় প্রথম পছন্দ হিসেবে এ ক্যাডার দিতে পারেন। কর ফাঁকি ধরতে পারলে রিওয়ার্ড মানি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। গাড়ি সুবিধা ও দ্রুত প্রমোশনের সুযোগ রয়েছে।

■ ডাক

ডাক বিভাগের অধীনে সরকারি চিঠি, কাগজপত্র, ব্যক্তিগত চিঠি, মানিগ্রামসহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। কাজের চাপ তুলনামূলক কম। প্রমোশন কিছুটা ধীরগতির।

■ খাদ্য

দেশের খাদ্য উৎপাদন, বিপণন, বিতরণের কাজ করে থাকেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তারা। কাজেই ঝামেলা বা বাড়তি চাপ নেই। মাঠপর্যায়ে কৃষকের সঙ্গে কাজ করতে চাইলে এবং দেশের খাদ্য ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখতে চাইলে এ ক্যাডারটি পছন্দে রাখতে পারেন।

■ সমবায়

বিভিন্ন সমবায় সমিতির নিবন্ধন, অডিট ও বিভিন্ন দপ্তরের কাজের সমন্বয় করে থাকে সমবায় দপ্তর। কাজের চাপ কম। ছুটিও পাওয়া যায়। গাড়ি বা আবাসন সুবিধা নেই।

■ অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস

সরকারের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব করে থাকে এ ক্যাডারের কর্মকর্তারা। যে কোনো সময় যে কারো হিসাব তলব ও অফিস ভিজিট করার ক্ষমতা রয়েছে। অফিসিয়াল কাজের জন্য গাড়ি সুবিধা রয়েছে। যারা ঢাকায় থাকতে চান এবং নির্ধারিত অফিস আওয়ারে কাজ করতে চান, তারা এ ক্যাডার প্রথম পছন্দে দিতে পারেন।

■ পরিবার পরিকল্পনা

পরিবার পরিকল্পনার জন্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে হয়। জেলা, উপজেলায় পোস্টিং হয়। মাঠপর্যায়ে জনগণের সঙ্গে কাজের সুযোগ রয়েছে। প্রশাসন ক্যাডারের অধীনে কাজ করতে হয়।

■ রেলওয়ে

রেলওয়ের উন্নয়ন, তত্ত্বাবধান ও রেলওয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ে কাজ করতে হয়। কাজের চাপ রয়েছে তবে প্রমোশন ধীরগতির।

■ বাণিজ্য

দেশের আমদানি-রপ্তানির সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করেন বাণিজ্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা। গাড়ি সুবিধা পাবেন। কাজের চাপ তুলনামূলক কম।

■ আনসার

ট্রেনিং, কাজ, সুযোগ-সুবিধা সকল পুলিশের মতো। তবে গ্রেপ্তার করা বা অন্য ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ নেই। কাজের চাপ পুলিশের তুলনায় কম।

সাইপ্রাসের উত্তরাংশ Turkish Republic of Northern Cyprus নামে পরিচিত

PSC নন-ক্যাডার লিখিত মডেল

সাধারণ (৯ম-১৩তম গ্রেড)

বাংলা ‖ মান-৫০

১. যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন : ১৫
ক. বাল্যবিবাহ রোধে নারীশিক্ষার গুরুত্ব
খ. নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ

২. সারমর্ম লিখুন : ০৫
বহুদিন ধরে বহুক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

৩. 'বায়ু দূষণ ও আমাদের জীবন' শিরোনামে কোনো একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে প্রকাশের জন্য সম্পাদক বরাবর চিঠি লিখুন। ১০

৪. বাংলায় অনুবাদ করুন : ০৫
Air is an important element in our environment. Clean air is essential for life. But air can be polluted in many ways. One thing that pollutes air is smoke. Smoke mixes with the air and pollutes it.
অনুবাদ : বায়ু আমাদের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিশুদ্ধ বাতাস জীবনের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু বায়ু নানাভাবে দূষিত হতে পারে। একটি জিনিস যা বায়ুকে দূষিত করে তা হলো ধোঁয়া। ধোঁয়া বাতাসের সাথে মিশে তা দূষিত করে।

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : ১৫
ক. বানানগুলো শুদ্ধ করে লিখুন : গীতাঞ্জলী, নির্ঝরোধী, মুমূর্ষু।
খ. ণত্ব ও ষত্ব বিধানের দুইটি করে নিয়ম লিখুন।
গ. সাধু ও চলিত রীতির সর্বনাম ও ক্রিয়া পদের দুইটি করে পার্থক্য লিখুন।
ঘ. 'সমুদ্র' শব্দের তিনটি সমার্থক শব্দ লিখুন।

ENGLISH ‖ Marks-50

1. Write an essay on the following topics : 15
   a. Tourism in Bangladesh
   b. Importance of Technical Education
2. Write an application to the superior officer in your department praying for three days casual leave. 10
3. এ অংশে একটি Passage এবং সেটির ওপর ৫টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে। Passage-টির সাপেক্ষে প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হবে। 10
4. Make sentences with the following : 05
   a. Look for
   b. Castle in the air
   c. A hard nut to crack
   d. Book-worm
   e. Set out
5. Correct the following sentences : 05
   a. I wish I know you before.
   b. I was disappointed from his work.
   c. I told him to not come on Monday.
   d. Ruma does not believe to ghosts.
   e. What is the cost of this watch?

4 Re-write the following sentences using the right form of verbs in brackets : 05
   a. When he (find) me, he acted crazy.
   b. He said that he (go) there the next day.
   c. When was the book (buy)?
   d. One of my uncles (live) there.
   e. We started after the rain (stop).

সাধারণ জ্ঞান ‖ মান-৪০

■ বাংলাদেশ বিষয়াবলি; মান-১৫

১. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDG)-এর লক্ষ্য কী কী?
উত্তর : দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল, সর্বজনীন শিক্ষা, নারী-পুরুষ সমতা, শিশু স্বাস্থ্য, মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এইচ আইভি নির্মূল, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা ও বিশ্বব্যাপী অংশীদারত্ব।

২. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার আয়তনের অনুপাত এবং লাল-সবুজের তাৎপর্য উল্লেখ করুন।
উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সবুজ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে লাল বৃত্ত। সবুজ রং বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতি ও তারুণ্যের প্রতীক, বৃত্তের লাল রং উদীয়মান সূর্য, স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারীদের রক্তের প্রতীক।

৩. মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য কত ধরনের খেতাব দেওয়া হয়? দুইজন বীরশ্রেষ্ঠের নাম লিখুন।
উত্তর : মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য ৪ ধরনের খেতাব দেওয়া হয়। যথা— বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক। দুইজন বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার নাম : ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর ও ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ।

৪. বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনে মানব সৃষ্ট কারণসমূহ উল্লেখ করুন।
উত্তর : বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনে মানব সৃষ্ট কারণসমূহ— কলকারখানা, যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাস, কয়লা পোড়ানো, ইটভাটার ধোঁয়া, গাছ কাটা ইত্যাদি।

৫. বাংলাদেশের কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী 'মাতৃতান্ত্রিক' হিসেবে পরিচিত?
উত্তর : বাংলাদেশের খাসিয়া ও গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী 'মাতৃতান্ত্রিক' হিসেবে পরিচিত।

সাইপ্রাসের দক্ষিণাংশ Republic of Cyprus নামে পরিচিত

CamScanner

■ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি; মান-৫

১. লাইব্রেরি অব কংগ্রেস কী? এটি কোথায় অবস্থিত এবং কেন বিখ্যাত?
উত্তর : লাইব্রেরি অব কংগ্রেস (LOC) হলো ওয়াশিংটন ডিসির একটি গবেষণা গ্রন্থাগার যা মার্কিন কংগ্রেসের গ্রন্থাগার এবং গবেষণা পরিষেবা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডি ফ্যাক্টো জাতীয় গ্রন্থাগার হিসেবে কাজ করে। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম ফেডারেল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।

২. সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন বলতে কী বুঝি?
উত্তর : সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় বিশ্বজুড়ে ধারণা, অর্থ এবং মূল্যবোধের সংক্রমণ এমনভাবে যাতে সামাজিক সম্পর্ককে প্রসারিত করা যায় এবং তীব্র করা যায়। এ প্রক্রিয়াটি সংস্কৃতির সাধারণ ব্যবহার দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা ইন্টারনেট, জনপ্রিয় সংস্কৃতি মাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

৩. জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা কয়টি এবং কী কী ?
উত্তর : জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ৬টি। যথা– আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ এবং স্প্যানিশ ভাষা।

৪. সার্ক (SAARC) কী? সার্কভুক্ত দেশগুলোর নাম লিখুন।
উত্তর : দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC) দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থা। সার্কভুক্ত দেশগুলো হলো— বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান এবং আফগানিস্তান।

৫. পূর্ণরূপ লিখুন:
ASEAN, UNHCR, ESCAP
ক. ASEAN : Association of Southeast Asian Nations
খ. UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees
গ. ESCAP : United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

■ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; মান-১০

১. ভিটামিন 'এ' এবং 'সি' এর অভাবজনিত কারণে কী ধরনের রোগ হতে পারে?
উত্তর : ভিটামিন 'এ' এবং 'সি' এর অভাবজনিত কারণে যথাক্রমে রাতকানা এবং স্কার্ভি রোগ হতে পারে।

২. নবায়নযোগ্য শক্তি কী? নবায়নযোগ্য শক্তির দুটি উৎসের নাম লিখুন।
উত্তর : নবায়নযোগ্য শক্তি বা রিনিউয়েবল এনার্জি এমন শক্তির উৎস যা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুনরায় ব্যবহার করা যায় এবং এর ফলে শক্তির উৎসটি নিঃশেষ হয়ে যায় না। নবায়নযোগ্য শক্তির দুটি উৎসের নাম হলো— সূর্যরশ্মি, সমুদ্র তরঙ্গ।

৩. বরফ পানিতে ভাসে কেন?
উত্তর : বরফ হলো পানির কঠিন রূপ। প্রমাণ চাপে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি বরফে রূপান্তরিত হয়। বরফের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানির চেয়ে কম বলে বরফ পানিতে ভাসে।

৪. কম্পিউটারের জনক কে? VIRUS এবং HTTP এর পূর্ণরূপ লিখুন।
উত্তর : কম্পিউটারের জনক চার্লস ব্যাবেজ।
VIRUS = Vital Information Resources Under Siege
HTTP = Hypertext Transfer Protocol

৫. সাইবার ক্রাইম কী?
উত্তর : কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক বা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বেআইনীভাবে করা অপরাধকে সাইবার ক্রাইম বলা হয়।

৬. জিন কী?
উত্তর : জিন হলো ক্রোমোজোমের গঠনমূলক একক, যা গঠিত হয় DNA দ্বারা (যেহেতু ক্রোমোজোম DNA দ্বারা গঠিত)। মানবদেহে জিনের সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০।

৭. হর্টিকালচার কী?
উত্তর : উদ্যান পালনবিষয়ক বিদ্যাকে হর্টিকালচার বলে।

৮. বাংলাদেশে চালিত প্রথম কম্পিউটারের নাম কী?
উত্তর : IBM Mainframe Computer (1620)।

গণিত ‖ মান-৪০

■ **পাটিগণিত :** ১৫
অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : সেট ও সংখ্যা, সরল, লাভ-ক্ষতি, শতকরা, গড়, সুদকষা, ক্ষেত্রফল, অনুপাত-সমানুপাত ইত্যাদি।

■ **বীজগণিত :** ১৫
অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : বর্গ ও ঘন এর সূত্র এবং ব্যবহার, ল.সা.গু. এবং গ.সা.গু, উৎপাদকে বিশ্লেষণ, সমাধান, মান নির্ণয় ইত্যাদি।

■ **জ্যামিতি :** ১০
অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : প্রাথমিক ধারণা ও সংজ্ঞা, রেখা, বিন্দু, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ সম্পর্কিত বিষয়াদি, ক্ষেত্রফল ও বৃত্ত সম্পর্কিত বিষয়াদি, ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি।

মানসিক দক্ষতা ‖ মান-২০

অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ : Ability to measure special relationship and direction, Decision making ability, Problem solving ability, Perceptual ability, Ability to understand language etc.

নমুনা প্রশ্ন

১. প্রশ্নবোধক স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে? ৩, ১০, ৯, ৮, ২৭, ৬, ৮১, ৪, ২৪৩, ?
ক ২ খ ১৫
গ ৪ ঘ ১২

২. শব্দ : কর্ণ :: আলো : ?
ক শোনা খ বুদ্ধি
গ চক্ষু ঘ অন্ধকার

৩. .০৩ × .০০৬ × .০০৭ = ?
ক .০০০১২৬ খ .০০০০০১২৬
গ .০০০১২৬০ ঘ .১২৬০০০

৪. ৫০ মিনিট আগে সময় ছিল ৪টা বেজে ৪৫ মিনিট, ৬টা বাজতে আর কতক্ষণ সময় বাকি আছে?
ক ১৫ মিনিট খ ২০ মিনিট
গ ২৫ মিনিট ঘ ৩০ মিনিট

উত্তর :	১ ক	২ গ	৩ খ	৪ গ

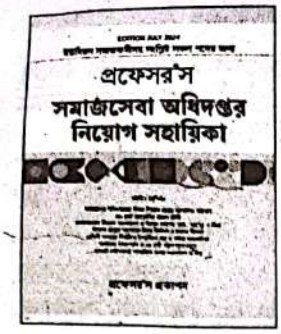

সমাজসেবা অধিদপ্তর নিয়োগ

সম্প্রতি সমাজসেবা অধিদপ্তরের 'ইউনিয়ন সমাজকর্মী' পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২০২২ ও ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন সমাজকর্মীর প্রশ্ন সমাধান নিয়ে আমাদের এ আয়োজন।

ইউনিয়ন সমাজকর্মী ২০২২

✓ $x-y=২$ এবং $xy=24$ হলে, $(x+y)^2$-এর মান কত?— 100।
✓ কোনটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ?— $\frac{6}{5}$।
✓ কোনটি বড়?— ০.৫৫।
✓ ল.সা.গু.-এর পূর্ণরূপ কী?— লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক।
✓ বৃত্তের দৈর্ঘ্যকে কী বলে?—পরিধি।
✓ কোনটি বর্গসংখ্যা নয়?— ৫।
✓ দুইটি সংখ্যার বর্গের অন্তর ৩ হলে, সংখ্যা দুইটি কত?— ১ ও ২।
✓ কবির সাহেবের তিন পুত্রের বয়স যথাক্রমে ৫ বছর, ৭ বছর ও ৯ বছর। তিনি ৪২০০ টাকা বয়স অনুপাতে পুত্রদের মাঝে ভাগ করে দিলেন। ৫ বছর বয়সি ছেলে কত টাকা পেল?— ১০০০।
✓ ৩টি ৫ টাকায় কিনে ৫টি ৯ টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?— ৮%।
✓ কোনো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ৪ বর্গমিটার হলে এর পরিসীমা কত?— ৮ মিটার।
✓ $x=2, y=4$ হলে, $7x-3y=?$—2।
✓ কোনো আসল সরল সুদে পাঁচ বছরে দ্বিগুণ হলে বার্ষিক সুদের হার কত?— ২০%।
✓ কোনো ত্রিভুজের একটি কোণ অপর দুইটি কোণের সমষ্টির সমান হলে এটি কোন ধরনের ত্রিভুজ?— সমকোণী।
✓ সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি কোণের পরিমাণ— ৬০°।
✓ দুইটি কোণের সমষ্টি ৯০ ডিগ্রি হলে এর প্রত্যেকটি কোণের নাম কী?— পূরককোণ।
✓ চীন দেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আগমন করেন?— ফা-হিয়েন।
✓ ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন— ১২০৪ সালে।
✓ কোন মুঘল সম্রাট বাংলার নাম দেন 'জান্নাতাবাদ'?— হুমায়ুন।
✓ ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপনের সময় মুঘল সুবেদার কে ছিলেন?— ইসলাম খান।
✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়— ১ জুলাই ১৯২১।
✓ বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সনে?— ১৯১১।
✓ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কতবার পরিবর্তন করা হয়েছে?— ১৭ বার।
✓ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মোট অনুচ্ছেদ সংখ্যা কত?— ১৫৩।
✓ মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কোন তারিখে?— ১০ এপ্রিল ১৯৭১।
✓ 'গ্রিনপিস' কোন দেশের পরিবেশবাদী গ্রুপ?— নেদারল্যান্ডস।
✓ জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?— ১৯৩।
✓ AGU-এর পূর্ণরূপ কী?— Asian Clearing Union।
✓ বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' উপাধি দিয়েছিল— দ্য নিউজউইক।
✓ 'ইউরোপের রুটির ঝুড়ি' বলা হয় কোন দেশকে?— ইউক্রেন।
✓ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন — ১৭ মার্চ ১৯২০।
✓ 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি কার লেখা?— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
✓ ছেলেটি দ্রুত দৌড়ায়।– 'দ্রুত' কোন পদের উদাহরণ? — ক্রিয়া বিশেষণ।
✓ 'মন রূপ মাঝি = মনমাঝি' কোন সমাসের উদাহরণ? — রূপক কর্মধারয়।
✓ শুদ্ধ বানান কোনটি?— মুমূর্ষু।
✓ 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?— অর্ক।
✓ বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?— ১০টি।
✓ স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?— কার।
✓ যা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কী বলে?— কারক।
✓ বাংলা উপসর্গ কয়টি?— ২১টি।
✓ সংখ্যা গণনার মূল একক— এক।
✓ 'চোখের বালি' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?— বিরক্তিকর বস্তু।
✓ 'উভয় সংকট' বাগ্‌ধারাটির অর্থ কী?— দুইদিকে বিপদ।
✓ বাংলা লিপির উৎস কী?— ব্রাহ্মী লিপি।
✓ বাংলাদেশের জাতীয় কবি কে?— কাজী নজরুল ইসলাম।
✓ বাক্যে যতিচিহ্ন দাঁড়ি (।) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?— এক সেকেন্ড।
✓ কোন পুরুষবাচক শব্দের দুইটি স্ত্রীবাচক শব্দ আছে?— দেবর।
✓ 'তারিখ' কোন ভাষার শব্দ?— আরবি।
✓ 'কবর' কবিতাটি কে লিখেছেন?— জসীমউদ্‌দীন।
✓ 'রবীন্দ্র'-এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?— রবি + ইন্দ্র
✓ ক্রিয়ার কাল প্রধানত কত প্রকার?— ৩।
✓ He has no appetite — food.— for
✓ His words conform — his work.
a. about b. into c. with d. for
[Note : অপশনে সঠিক উত্তর নেই। সঠিক উত্তর হ conform to-অনুরূপ হওয়া, মেনে চলা। খেয়াল রাখ হবে এটা confirm নয়, conform। প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্য দ্বারা কথা কাজে মিল থাকা বোঝাচ্ছে।]
✓ One of the students — failed.— has
✓ The thief ran away after he — the police.— had se
✓ Which of the following is plural?— geese
✓ He got his house—last month.— painted
✓ She made her daughter—homework.— d
✓ The man got used to — a walk eve morning.— taking
✓ He doesn't like company. So he has — friends.— f
✓ There was — water in the jug. She cou quench her thirst.— a little
✓ Which of the following is singular?— athlet
✓ Truth triumphs — falsehood.— over

সাইপ্রাসের মুদ্রার নাম ইউরো

CamScanner

✓ The jury — unanimous in giving verdict.— was
✓ They were sitting by a swimming pool. Here the underlined word is a— participle
✓ A stitch in time saves —. nine
✓ The child saw a flying bird. Here the underlined word is a — .— participle
✓ It was necessary that she — the meeting.— join
✓ If he helped me, I — the work.— would do
✓ I introduced my friend — my parents.— to
✓ Vice results — misery.— in

ইউনিয়ন সমাজকর্মী ২০১৬

✓ বাংলাদেশ ছাড়া কোন অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা?— উড়িষ্যা।
✓ তারিখ শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে?— আরবি।
✓ রিকশা কোন ভাষার শব্দ?— জাপানি।
✓ প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে কী বলে?— পারিভাষিক শব্দ।
✓ বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কয়টি?— ২৫টি।
✓ ব্রহ্মপুত্র শব্দের 'হ্ম' যুক্ত বর্ণটি কোন কোন বর্ণের সংযুক্ত রূপ?— হ্ + ম।
✓ উপরিউক্ত সন্ধিবদ্ধ শব্দ কোনটি?— উপর্যুক্ত।
✓ নিচের কোনটি রূপক কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?— মনমাঝি।
✓ আছো তুমি জগৎ মাঝারে।-এখানে 'মাঝারে' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?— ব্যাপ্তি।
✓ 'বিশ্বজনের হিতকর' এককথায় কী বলে?— বিশ্বজনীন।
✓ 'তামার বিষ' বাগ্ধারাটির অর্থ কী?— অর্থের কুপ্রভাব।
✓ একটি অপূর্ণ বাক্যের শেষে অন্য বাক্যের অবতারণা করতে কী চিহ্ন বসে?— কোলন।
✓ 'অন্ধবধূ' কবিতায় কোন পাখির চেঁচিয়ে সারা হওয়ার কথা উল্লেখ আছে?— চোখ গেল।
✓ "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে" এটি কী?— প্রবাদ।
✓ কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?— অগ্নিবীণা।
✓ 'প্রবাসের দিনগুলি' গ্রন্থের রচয়িতা কে?— জাহানারা ইমাম।
✓ 'ভানুসিংহ' কার ছদ্মনাম?— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
✓ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য কোন যুগের কাব্য?— মধ্যযুগ।
✓ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক— মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
✓ 'যদ্যপি' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কী?— যদি + অপি
✓ কোনটি শুদ্ধ বানান?— Commission
✓ People শব্দটির Adjective— Populous
✓ He is innocent— the charge.— of
✓ Deny শব্দটির Noun— Denial
✓ He has no control—himself.— over
✓ Null and void এর বাংলা কোনটি?— বাতিল
✓ কোনটি Material Noun নয়?— Paper
✓ আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের জনক কে?— Chaucer
✓ কোনটি শুদ্ধ বানান?— Possession
✓ কোনটি Verb?— Feed
✓ "May Allah help you"-what kind of sentence? — Optative
✓ Gentle এর বিপরীত কোনটি?— Rude
✓ Homely শব্দটি কোন Parts of speech?— Adjective

✓ Thief এর plural কোনটি?— Thieves
✓ Students are concerned—their result.— with
✓ Climate হলো— জলবায়ু।
✓ কোনটি স্ত্রীবাচক শব্দ?— Queen
✓ Beautiful শব্দটি কোন Parts of speech?— Adjective
✓ Parts of speech কয় প্রকার?— ৮
✓ Truth শব্দটির adjective হবে—
a. Truly b. True c. Truism ⓓ None of them
✓ বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে?— ১৯১১।
✓ স্বাধীনতা যুদ্ধের মহিলা বীরপ্রতীক কয় জন?— ২ জন।
✓ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ কোনটি?— সেন্টমার্টিন।
✓ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী?— তাজিংডং।
✓ বাংলাদেশের পার্লামেন্টের প্রতীক কী?— শাপলা।
✓ হাইতির রাজধানী— পোর্ট অব প্রিন্স।
✓ সুইডেনের মুদ্রার নাম কী?— ক্রোনা।
✓ পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী কোনটি?— নীলনদ।
✓ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় কোন সালে?— ১৯১৪।
✓ টি-২০ বিশ্বকাপ ২০১৬ এর চ্যাম্পিয়ন দেশ কোনটি? — ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
✓ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস কোনটি?— ৩ ডিসেম্বর।
✓ জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম কী?— অ্যান্টনিও গুতেরেস।
✓ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস কোনটি?— ১৪ ডিসেম্বর।
✓ বার্ষিক ৫% হারে ৭৫০ টাকার ৪ বছরের মুনাফা কত?— ১৫০ টাকা।
✓ করিম ও রহিম এর বেতনের অনুপাত ৭ : ৫; করিমের বেতন রহিমের বেতন অপেক্ষা ৪০০ টাকা বেশি। রহিমের বেতন কত?— ১০০০ টাকা।
✓ ৪০ থেকে ১০০ পর্যন্ত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যার অন্তর কত?— ৫৬।
✓ শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে ১ বছরের সুদ আসলের ১/৫ অংশ হবে?— ২০%।
✓ কোন সংখ্যার ১/২ অংশের সাথে ৬ যোগ করলে সংখ্যাটির ২/৩ অংশ হবে। সংখ্যাটি কত?— ৩৬।
✓ $x-2y=8, 3x-2y=4$ সমীকরণ জোটে x এর মান কত?— $0-2$।
✓ ১ + ২ + ৩ + ৪ + ... + ৯৯ = কত?— ৪৯৫০।
✓ $x-4=\frac{x-4}{x}$ সমীকরণের সমাধান— $x=1, x=4$।
✓ বড় সংখ্যাটি কত?— $2(x+2)$।
✓ ABC ত্রিভুজের পরিসীমা কত একক?— ৩।
✓ যে কোণের ডিগ্রির পরিমাপ 90° তাকে কী বলে?—সমকোণ।
✓ যে ত্রিভুজের তিন কোণ সমান তাকে কোন ধরনের ত্রিভুজ বলে?— সমকোণী।
✓ $x:y=5:6$ হলে, $3x:5y=?$— ১ : ২।
✓ একটি সংখ্যা ৭৪২ হতে যত বড় ৮৩০ হতে তত ছোট, সংখ্যাটি কত?— ৭৮৬।
✓ ৩০ থেকে ৪০-এর মধ্যবর্তী বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর মৌলিক সংখ্যার ব্যবধান কত?
ক. ৩৫ খ. ৪২ গ. ৪৮ ঘ. ৫৫
[Note : ৩০ থেকে ৪০-এর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা যথাক্রমে ৩১ ও ৩৭ ∴ এদের ব্যবধান = ৩৭ − ৩১ = ৬।]

CS CamScanner

থানা শিক্ষা অফিসার

পর্ব-২

সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO) এর সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে PSC। প্রাথমিক শিক্ষকদের থেকে ও সাধারণ চাকরি প্রার্থীদের মধ্য থেকে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। আর এ নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন।

গণিত

✓ তিনটি পরস্পর মৌলিক সংখ্যার প্রথম দুটি সংখ্যার গুণফল ৯১, শেষ দুটির গুণফল ১৪৩ হলে, সংখ্যা তিনটি কত?— ৭, ১৩, ১১।

✓ কোনো বাগানে ১৮০০টি চারা গাছ বর্গাকারে লাগাতে গিয়ে ৩৬টি চারা বেশি হলো। বর্গাকারে সাজানোর পরে প্রতিটি সারিতে চারার সংখ্যা কত?— ৪২।

✓ একজন লোক ডিসেম্বর মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় দ্বিগুণ আয় করে। তার সারা বছরের আয়ের কত অংশ ডিসেম্বর মাসে আয় করে?— $\frac{২}{১৩}$ অংশ।

✓ ০.১ × ৩.৩৩ × ৭.১ = ?— ২.৩৬।

✓ দুটি সংখ্যার গুণফল ১৫৩৬ এবং তাদের ল.সা.গু ৯৬ হলে গ.সা.গু কত?— ১৬।

✓ করিম ও রহিমের নম্বরের অনুপাত ৩ : ৪ এবং রহিম ও মোহনের নম্বরের অনুপাত ৬ : ৭। তাহলে করিম ও মোহনের নম্বরের অনুপাত কত?— ৯ : ১৪।

✓ ২৪ লিটার দুধ ও পানির মিশ্রণে ২০% পানি আছে। ঐ মিশ্রণে কতটুকু পানি মিশালে মিশ্রণে ৪০% পানি হবে?— ৮ লিটার।

✓ একজন ছাত্র বাংলায় ৬৫ এবং ইংরেজিতে ৮০ নম্বর পেল। সে গণিত পরীক্ষায় কত পেলে এই তিন বিষয়ে তার গড় নম্বর ৭৫ হবে?— ৮০।

✓ যদি তেলের দাম ২৫% কমে যায়, তবে একই খরচে তেল কেনা শতকরা কী পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাবে?— ৩৩$\frac{১}{৩}$%।

✓ প্রতি বছর কোনো শহরের লোকসংখ্যার ৭% জন্মগ্রহণ করে এবং ৩% মারা যায়। এক বছরে ঐ শহরে ৪০০ লোক বাড়লে ঐ শহরে মোট লোকসংখ্যা কত?— ১০,০০০ জন।

✓ একজন টিভি বিক্রেতা তার প্রতিটি টিভির দাম x% বৃদ্ধি করল। এতে তার বিক্রীত টিভির সংখ্যা ৬% কমে গেল। কিন্তু এতেও তার মোট বিক্রয়মূল্য অপরিবর্তিত থাকল। y এর সাপেক্ষে x এর মান কত?— $x = \frac{১০০\,y}{১০০ - y}$।

✓ ৬৫০০ টাকা যে হার মুনাফায় ৪ বছরে মুনাফা-আসলে ৮৮৪০ টাকা হয়, ঐ একই হার মুনাফায় কত টাকা ৪ বছরে মুনাফা-আসলে ১০২০০ টাকা হবে?— ৭৫০০ টাকা।

✓ ৪% হার সুদে কোনো টাকার ২ বছরের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য ১ টাকা হলে মূলধন কত?— ৬২৫ টাকা।

✓ একজন ব্যবসায়ী ১৪% ক্ষতিতে একটি পণ্য বিক্রয় করে। যদি সে পণ্যটি ২২১ টাকা বেশি মূল্যে বিক্রয় করত, তাহলে ১২% লাভ হতো। পণ্যটির ক্রয়মূল্য কত টাকা?— ৮৫০ টাকা।

✓ একখানা বাড়ির বিক্রয়মূল্য তার ক্রয়মূল্যের $\frac{৩}{৪}$ অংশের সমান। শতকরা লাভ বা ক্ষতি কত হবে?— ২৫% ক্ষতি।

✓ ৩ জন পুরুষ বা ৯ জন বালক একটি কাজ ৬০ দিনে করতে পারে। ১১ জন পুরুষ ও ২৭ জন বালকের ঐ কাজটি করতে কতদিন লাগবে?— ৯ দিন।

✓ নৌকা ও স্রোতের গতিবেগ যথাক্রমে ঘণ্টায় ১৮ কি.মি. ও ৬ কি.মি.। নদীপথে ৪৮ কি.মি. অতিক্রম করে পুনরায় ফিরে আসতে কত সময় লাগবে?— ৬ ঘণ্টা।

✓ ১০০ মিটার লম্বা একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৩৬ কিলোমিটার গতিতে চললে ১৫০ মিটার একটি সেতু পার হতে কত সেকেন্ড সময় লাগবে?— ২৫ সেকেন্ড।

✓ ১ মিলিমিটার ১ কিলোমিটারের কত অংশ?— $\frac{১}{১০০০০০০}$।

✓ $(a-5)(a+x) = a^2 - 25$ হলে x এর মান কত?— $x = 5$।

✓ $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ হলে, $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$— 10।

✓ $p^3 + \frac{1}{p^3} = 0$ হলে, $p^2 + \frac{1}{p^2}$ এর মান কত?— 1।

✓ $4x^2 + 5x - 6$ এর উৎপাদক কোনটি?— $(x+2)(4x-3)$।

✓ $4^x + 4^{1-x} = 4$ হলে, $x =$ কত?— $\frac{1}{2}$।

✓ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার অঙ্কদ্বয় স্থান পরিবর্তন করলে সংখ্যাটি পূর্বাপেক্ষা ৬৩ বৃদ্ধি পায়। সংখ্যাটির অঙ্কদ্বয়ের পার্থক্য কত?— ৭।

✓ সুমন ১২০ টাকা দিয়ে কয়েকটি কলম কিনলো। প্রতিটি কলমের দাম যদি ২ টাকা কম হতো তবে সে আরও ২টি কলম বেশি পেত। সে কতগুলো কলম কিনেছিল?— ১০টি।

✓ কোন পরীক্ষায় ২০০ জনের মধ্যে ৭০% বাংলায়, ৬০% ইংরেজিতে এবং ৪০% উভয় বিষয়ে পাশ করে। উভয় বিষয়ে ফেল করে কতজন?— ২০ জন।

✓ ১২টি পুস্তক থেকে ৫টি কত প্রকারে বাছাই করা যায় যেখানে ২টি পুস্তক সর্বদাই অন্তর্ভুক্ত থাকবে?— ১২০।

✓ ১১ + ১৮ + ২৫ + ৩২+ ..... ধারাটির ১ম ১৫ পদের সমষ্টি কত?— ৯০০।

✓ একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ বর্গমিটার বৃদ্ধি পায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য কত?— ২ মিটার।

CamScanner

সাধারণ জ্ঞান

✓ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র— হালদা নদী।
✓ বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়— ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২।
✓ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি— হামিদুর রহমান।
✓ মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়— ১০ এপ্রিল।
✓ ভোমরা স্থলবন্দর অবস্থিত— সাতক্ষীরা।
✓ প্রবাসী আয় গ্রহণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান— সপ্তম।
✓ সার্কের বর্তমান চেয়ারপার্সন— কে. পি. শর্মা অলি (নেপাল)।
✓ জনসংখ্যার ঘনত্বে শীর্ষ দেশ— মোনাকো।
✓ ইরানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এর নাম— মাসুদ পেজেশকিয়ান।
✓ আফ্রিকাকে ইউরোপ থেকে পৃথক করেছে— জিব্রাল্টার প্রণালি।
✓ ইন্টারপোলের বর্তমান সদর দপ্তর অবস্থিত— লিও, ফ্রান্স।
✓ 'সাবাস বাংলাদেশ' ভাস্কর্যটি অবস্থিত — রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
✓ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ— ইরাক।
✓ আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ— রাশিয়া।
✓ দশম আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়— ভারত।
✓ ২৯তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে— বাকু, আজারবাইজান।
✓ ন্যাটো'র বর্তমান সদস্য— ৩২।
✓ ন্যাটো'র বর্তমান মহাসচিবের নাম— মার্ক রুট (নেদারল্যান্ডস)।
✓ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার— ১.৩৩%।
✓ দেশের ৬২তম তফসিলি ব্যাংকের নাম— নগদ ডিজিটাল ব্যাংক পিএলসি।
✓ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন— মহামান্য রাষ্ট্রপতি।
✓ দাস প্রথা বিলুপ্ত করেন— আব্রাহাম লিঙ্কন।
✓ বিশ্বকাপ ফুটবল ২০৩৪ অনুষ্ঠিত হবে— সৌদি আরবে।
✓ পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি হয়— ১৯৫৮ সালে।
✓ জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিবের নাম— ট্রিগভেলি।
✓ 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের রচয়িতা— আব্দুল গাফফার চৌধুরী।
✓ বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে— ১৯৭২ সালে।
✓ 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' যে দেশের সর্বোচ্চ খেতাব— যুক্তরাজ্য।
✓ ইংল্যান্ড ও আর্জেন্টিনার মধ্যে 'ফকল্যান্ড' যুদ্ধ হয়— ১৯৮২ সালে।
✓ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত— ফিলিপাইনের ম্যানিলা।
✓ 'চন্দ্রদ্বীপ' এর বর্তমান নাম— বরিশাল।
✓ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বলতে বোঝায়— সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা।
✓ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 'বুনিয়াদি শিক্ষা' নামে এক শিক্ষাতত্ত্ব ঘোষণা করেন— মহাত্মা গান্ধী।
✓ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয়— ১০ ডিসেম্বর।
✓ মিসরে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করা হয়— ১৯৫৬ সালে।
✓ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী উপমহাদেশের প্রথম ব্যক্তি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
✓ 'ভল্গা' নদী যে সাগরে পতিত হয়েছে— কাস্পিয়ান সাগরে।
✓ আন্তর্জাতিক যে সংস্থা সুন্দরবন কে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে— ইউনেস্কো।
✓ 'রয়টার্স' যে দেশ ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা— যুক্তরাজ্য।
✓ 'ফাইভ এস' যে খেলার সাথে জড়িত— হকি।
✓ বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৫৫ সালে
✓ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ সংঘটিত হয়— ১৯৬৭ সালে।
✓ মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী কার্যালয় ছিল— কলকাতা।
✓ ঐতিহাসিক ম্যাগনাকার্টা সনদ স্বাক্ষরিত হয়— ১২১৫ সালে।
✓ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের নাম— UNCAC।
✓ মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকার নকশাকার ছিলেন— শিব নারায়ণ দাস।
✓ 'গ্রীন মানি' বলা হয় যে মুদ্রাকে— ডলার।
✓ 'দ্য পলিটিক্স' গ্রন্থের লেখক— এরিস্টটল।
✓ বাংলাদেশের প্রথম বিচারপতি— এ. এস. এম. সায়েম।
✓ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি— ৪টি।
✓ গণহত্যা জাদুঘর অবস্থিত— খুলনায়।
✓ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন— বাংলাদেশের সংবিধান।
✓ সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ— রুপা।
✓ সারা বছর দিন রাত্রি সমান থাকে— বিষুবীয় অঞ্চলে।
✓ বাতাসে অক্সিজেনের শতকরা হার— ২০.৭১%।
✓ নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ জৈবসার— সরিষার খৈল।
✓ আমরা যে চক দিয়ে লিখি তা হচ্ছে— ক্যালসিয়াম কার্বনেট।
✓ চিন্তার সঙ্গে মস্তিষ্কের যে অংশের সম্পর্ক তাকে বলা হয়— সেরিব্রাম।
✓ কোষের প্রাণশক্তি বলা হয়— মাইটোকন্ড্রিয়াকে।
✓ কোনো কঠিন পদার্থ উত্তপ্ত করলে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয়— ঊর্ধ্বপাতন
✓ কম্পিউটারের ব্রেইন হলো— মাইক্রোপ্রসেসর।
✓ রংধনু সৃষ্টির বেলায় পানির কণাগুলো— প্রিজমের কাজ করে।
✓ পাটের জীবন রহস্য উদ্ভাবনকারী বিজ্ঞানী— মাকসুদুল আলম।
✓ উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম— ট্যাকোমিটার।
✓ ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত গামা বিকিরণের উৎস হলো— আইসোটোপ।
✓ অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি— নদীর পানিতে।
✓ পানিতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এর অনুপাত— ১:২।

লিখিত প্রস্তুতি
১৩-২০তম গ্রেড

। অফিস সহকারী । ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
। কম্পিউটার অপারেটর । অফিস সহায়ক
। উচ্চমান সহকারী । পরিসংখ্যান সহকারী
। হিসাব সহকারী । সাঁটমুদ্রাক্ষরিক । হিসাবরক্ষক
। কার্যসহকারীসহ বিভিন্ন পদের জন্য

বাংলা

১. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :
• অন্বেষণ = অনু + এষণ • বহূর্ধ্ব = বহু + ঊর্ধ্ব
• নিষ্ঠা = নিঃ + ঠা • অন্তর্ধান = অন্তঃ + ধান

২. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখুন :
ক. অনুধাবন— পশ্চাৎ ধাবন বা ধাবনের পশ্চাৎ = অব্যয়ীভাব
খ. দোটানা— দুই দিকে টান যার = প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
গ. স্মৃতিসৌধ— স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঘ. তেপান্তর— তিন প্রান্তরের সমাহার = দ্বিগু সমাস

৩. বাগ্‌ধারাগুলোর অর্থসহ বাক্য গঠন করুন :
ক. ইনিয়ে বিনিয়ে (ঘুরিয়ে ফিরিয়ে) : ইনিয়ে বিনিয়ে অন্যায়কে সমর্থন করার চেষ্টা ভালো অভ্যাস নয়।
খ. বিন্দু বিসর্গ (সামান্যতম) : আমি এ ঘটনার বিন্দু বিসর্গ জানি না।
গ. রুই কাতলা (ক্ষমতাশালী) : দুর্নীতি করলেও রুই কাতলারা থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।
ঘ. সাতেও নেই পাঁচেও নেই (নিরপেক্ষ) : তোমাদের জমির ভাগের ব্যাপারে আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

৪. এককথায় প্রকাশ করুন :
• অগভীর সতর্ক নিদ্রা = কাকনিদ্রা • ক্ষণস্থায়ী প্রভা যার = ক্ষণপ্রভা • বুকে হেঁটে চলে যে = প্লবগ • স্বর্ণকারের মজুরি = বানি • সিংহের ধ্বনি = নাদ।

৫. বিভক্তিসহ কারক নির্ণয় করুন :
ক. কলমের খোঁচা দিও না— করণ কারকে ষষ্ঠী
খ. বাবাকে বড্ড ভয় পাই— অপাদান কারকে দ্বিতীয়া
গ. সরোবরে পদ্ম ফোটে— অধিকরণ কারকে সপ্তমী
ঘ. দেশের সেবা কর— সম্প্রদানে ষষ্ঠী।

English

৬. Make Sentences with meaning by the following phrase and idioms :
a. At a dead lock (অচলাবস্থা) : The discussion among the parties is at a dead lock.
b. A man of letters (বিদ্বান ব্যক্তি) : Professor Abed Ali is a man of letters in Bangladesh.
c. De Jure (আইন অনুসারে) The case is void in de jure.
d. On the contrary (অপরদিকে বা অপরপক্ষে) : Ratul is a good boy on the contrary his brother is culprit.
e. Stone's throw (স্বল্প দূরত্ব) : My school is stone's throw from my house.

৭. Translate into English :
a. শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেল— The child slept crying.
b. দ্রষ্টার চোখের সৌন্দর্য থাকে— Beauty lies in the eye of the beholder.
c. মৌসুমের আগেই বাজারে ইলিশের সরবরাহ বেড়েছে— The supply of hilsa in the market has increased before the season.
d. পানির অপর নাম জীবন— Another name for, water is life.

৮. Fill in the blanks with appropriate preposition
a. All his efforts ended — smoke.— in
b. He is dull — hearing.— of
c. We learn — mistake.— from

৯. Correct the following sentences :
a. Huge quantities to toxic chemicals and water is dumped to the river.— Huge amount of toxic chemicals and water is dumped into the river.
b. Rabindranath Tagore was not only an outstanding poet and he was a very committed educator.— Rabindranath Tagore was not only an outstanding poet but also a very committed educator.
c. Swim is a good exercise.— Swimming is a good form of exercise.
d. My brother and me are secretly planning a surprise for our parents.—My brother and I are secretly planning a surprise for our parents.

১০. Change sentences as directed
a. Iron is more useful than any other metal in the world. (Positive degree)— Iron is the most useful metal in the world.
b. He finished his exercise and put away his books. (Simple)— Finishing exercise he put away his book.
c. Anwar caught a nice catch. (Passive)— A nice catch was caught by Anwar.
d. Where there is smoke, there is fire. (Negative) — There is no smoke without fire.

CamScanner

গণিত

১১. একটি নল দ্বারা একটি ড্রাম 32 মিনিটে পূর্ণ হয়। অপর একটি নল দ্বারা ড্রামটি 16 মিনিটে খালি হয়। যদি ড্রামটি অর্ধেক পূর্ণ থাকে তাহলে দুটি নল এক সাথে খুলে দিলে ড্রামটি কত মিনিটে খালি হবে?

সমাধান : মনে করি, ড্রামটির অর্ধেক x মিনিটে খালি হবে।

প্রশ্নমতে, $(\frac{1}{16}-\frac{1}{32})\times x=\frac{1}{2}$ বা, $\frac{2-1}{32}\times x=\frac{1}{2}$

বা, $2x=32$ বা, $x=16$

উত্তর : 16 মিনিট।

১২. একটি ত্রিভুজাকৃতি পার্কের তিন দিকের দৈর্ঘ্য 18 মিটার, 24 মিটার ও 30 মিটার। প্রতি বর্গমিটারে 1.25 টাকা হিসেবে ঐ পার্কে ঘাস লাগাতে কত খরচ হবে?

সমাধান : ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা

$=\frac{১৮+২৪+৩০}{২}=\frac{৭২}{২}=৩৬$ মিটার

ক্ষেত্রফল $=\sqrt{৩৬\times(৩৬-১৮)\times(৩৬-২৪)\times(৩৬-৩০)}$

$=\sqrt{৩৬\times১৮\times১২\times৬}$

$=\sqrt{৩৬\times১৮\times২\times৬\times৬}$

$=\sqrt{৩৬\times৩৬\times৩৬}$

ক্ষেত্রফল $=৬\times৬\times৬=২১৬$ বর্গমিটার

প্রতি বর্গমিটারে ১.২৫ টাকা হারে ঘাস লাগাতে খরচ হবে $=১.২৫\times২১৬=২৭০$ টাকা

উত্তর : ২৭০ টাকা।

১৩. $a^2-\sqrt{3}a+1=0$ হলে $a^3+\frac{1}{a^3}$ এর মান কত?

সমাধান : দেওয়া আছে, $a^2-\sqrt{3}a+1=0$

বা, $a^2+1=\sqrt{3}a$

বা, $a+\frac{1}{a}=\sqrt{3}$ বা, $(a+\frac{1}{a})^3=(\sqrt{3})^3$

বা, $a^3+\frac{1}{a^3}+3.a.\frac{1}{a}(a+\frac{1}{a})=3\sqrt{3}$

বা, $a^3+\frac{1}{a^3}+3\sqrt{3}=3\sqrt{3}$

বা, $a^3+\frac{1}{a^3}=3\sqrt{3}-3\sqrt{3}=0$

উত্তর : 0।

১৪. দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক দশক স্থানীয় অঙ্কের তিনগুণ অপেক্ষা এক বেশি। অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তা অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টির আটগুণের সমান। সংখ্যাটি কত?

সমাধান : $10x+3x+1=13x+1$

প্রশ্নমতে, $10(3x+1)+x=8(x+3x+1)$

বা, $32x-31x=10-8$

বা, $x=2$

সংখ্যাটি $=13\times2+1=27$

উত্তর : 27।

১৫. উৎপাদকে বিশ্লেষণ করুন : x^2+x+1

x^2+x+1

$=x^2+2x+1-x$

$=(x+1)^2-\sqrt{x^2}$

$=(x+\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1)$ (উত্তর)

সাধারণ জ্ঞান

১৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

ক. বাংলাদেশের কোন বিভাগের সবগুলো জেলা সীমান্তবর্তী?
উত্তর : সিলেট ও ময়মনসিংহ।

খ. মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর কত নং সেক্টরের অধীনে ছিল?
উত্তর : ৮ নং সেক্টর।

গ. দহগ্রাম-আঙ্গোরপোতা ছিটমহল কোন জেলায় অবস্থিত?
উত্তর : লালমনিরহাট।

ঘ. 'স্বর্ণের খাদ' বের করতে কোন এসিড ব্যবহার করা হয়?
উত্তর : নাইট্রিক এসিড।

ঙ. কোন নদীতে জোয়ার ভাটা হয় না?
উত্তর : গোমতী।

চ. কোন নারী মুক্তিযোদ্ধা সর্বপ্রথম বীরপ্রতীক খেতাব পান?
উত্তর : ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম।

ছ. বাংলাদেশের পার্লামেন্টের প্রতীক কী?
উত্তর : শাপলা।

জ. পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর নাম কী?
উত্তর : নীলনদ।

ঝ. বাংলাদেশের মেট্রোরেলের লোগোর নকশাকারীর নাম কী?
উত্তর : আলী আহসান নিশান।

ঞ. সাত সাগরের মাঝি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
উত্তর : ফররুখ আহমেদ।

ট. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের লেখক কে?
উত্তর : শেখ মুজিবুর রহমান।

ঠ. ঘূর্ণিঝড় 'রিমাল' নামকরণ করে কোন দেশ?
উত্তর : ওমান।

ড. স্বাধীনতার পর কবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ফিরে আসেন?
উত্তর : ১০ জানুয়ারি ১৯৭২।

ঢ. জাতীয় সংসদের কাস্টিং ভোট কী?
উত্তর : স্পীকারের ভোট।

ণ. ১৯ মে ২০২৪ কোন বাংলাদেশি মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন?
উত্তর : বাবর আলী।

ত. আয়কর কোন ধরনের কর?
উত্তর : প্রত্যক্ষ কর।

থ. 'মানব উন্নয়ন সূচক ২০২৩' অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ১২৯তম।

দ. জার্মানির মুদ্রার নাম কী?
উত্তর : ইউরো।

CamScanner

সমন্বিত ব্যাংক নিয়োগ প্রস্তুতি

বিভিন্ন সরকারি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার, অফিসার (সাধারণ) অফিসার (ক্যাশ) সহ অন্যান্য বেসরকারি ব্যাংকে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। চাকরি প্রার্থীদের প্রস্তুতির সহায়ক হিসেবে আমাদের এ সংখ্যায় থাকছে সবগুলো বিষয় নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ টিপস।

বাংলা

✓ চর্যাপদ তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন— কীর্তিচন্দ্র।
✓ বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হয়— ১৮৭২ সালে।
✓ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের রচয়িতা— সিকান্দার আবু জাফর।
✓ বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক কমেডি নাটক— পদ্মাবতী।
✓ পদ্মগোখরা রচনা করেন— কাজী নজরুল ইসলাম।
✓ 'ধ্বনার বচন' সমৃদ্ধি লাভ করে— মধ্যযুগের শুরুতে।
✓ বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের আঞ্চলিক কথ্যরীতি উপভাষার নাম— বাঙালি।
✓ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস শ্রীকান্তের চরিত্র— অভয়া ও রোহিনী।
✓ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমার দেবীর রচিত প্রথম উপন্যাস— দীপনির্বাণ (১৮৭৬)।
✓ 'মস্কোতে কয়েকদিন' গ্রন্থের রচয়িতা— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
✓ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক— 'যে অরণ্যে আলো নেই'।
✓ 'ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত।' উদ্ধৃতির রচয়িতা— সুভাষ মুখোপাধ্যায়।
✓ জীবনানন্দ দাশের প্রথম কবিতা— বর্ষ আবাহন।
✓ বাংলা একাডেমি প্রমিত বানানের নিয়ম প্রণয়ন করে — ১৯৯২ সালে।
✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে মুসলমান চরিত্রগুলো— মুকুট (ইশা খাঁ), মুসলমানীর গল্প (হবির খাঁ), কাবুলিওয়ালা (রহমত শেখ), ক্ষুধিত পাষাণ (মেহের আলী) সমস্যাপূরণ (মির্জাবিবি, অছিমদ্দি বিশ্বাস)।
✓ রমেশচন্দ্র দত্তের চারটি উপন্যাস একত্রে সংকলিত হয়— শতবর্ষ নামে।
✓ কবি নজরুল রচিত পত্রিকা নয়— 'সাপ্তাহিক বিজলি'।
✓ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো— টেনিদা।
✓ ফুটপাতে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে ছড়ানো খড় যেন— উদ্ধৃতাংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'নয়নতারা' গল্পের।
✓ 'জীবন আমার বোন' উপন্যাসটির রচয়িতা— মাহমুদুল হক।
✓ ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রদান করে— সংস্কৃত কলেজ।
✓ ভেটো হচ্ছে— পশ্চিমবঙ্গের এক প্রকার লোকসংগীত।
✓ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ছোটগল্প 'নষ্টনীড়' এর চরিত্র— ভূপতি, অমল, চারু।

■ **ধ্বনি**
- বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি = ৭টি
- ভাষার ক্ষুদ্রতম একক = ধ্বনি
- মহাপ্রাণ ধ্বনি = ঢ, খ, ঘ, ছ, ঝ
- ঘর্ষণজাত ধ্বনি = শ, ষ, স, হ।

■ **সন্ধি-বিচ্ছেদ**
অন্যান্য = অন্য + অন্য • পতঙ্গলি = পতৎ + অঞ্জলি • স্বৈর = স্ব + ঈর • বৃষ্টি = বৃষ্ + তি • ষষ্ঠ = ষষ্ + থ।

■ **প্রকৃতি ও প্রত্যয়**
√নন্দি + অন = নন্দন • √পূঁজি + ণক = পূজক • √শম্ + ক্তি = শান্তি • √শুচ্ + ঘঞ্ = শোক।

■ **শুদ্ধ বানান**
ভাগীরথি, পিপীলিকা, শারীরিক, বিভীষিকা, স্বাধিকার, বিবদমান, ভুবন, অন্তঃস্থ, জিগীষা, শ্বশান, প্রোজ্জ্বল।

■ **বিপরীতার্থক শব্দ**
ক. জনবিরল = জনাকীর্ণ খ. সংশয় = প্রত্যয়
গ. ইদানীন্তন = তদানীন্তন ঘ. বিরক্ত = অনুরক্ত।

■ **বিদেশি শব্দ**
ক. তুর্কি শব্দ = বাবুর্চি, বাবা, খান, কফি, বেগম, লাশ, কাঁচি
খ. পর্তুগিজ শব্দ = চাবি, জানালা, বালতি, তামাক, টুপি
গ. জার্মান শব্দ = নাৎসি, কিন্ডারগার্টেন
ঘ. স্প্যানিশ শব্দ = ডেঙ্গু, প্লাটিনাম।

■ **সমার্থক/প্রতিশব্দ শব্দ**
ক. বলবান = দীপ্তিমান, তেজস্বী, বীর, শূর, সবল
খ. নীর = পানি, জল, বারি, অম্বু, পয়, সলিল, উদক
গ. পাবক = অগ্নি, বহ্নি,, অনল, বায়ুসখা, শিখিন
ঘ. সুনয়ন = হরিণ, মৃগ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, সারঙ্গ।

■ **সমাস**
ক. আশীবিষ— আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
খ. পকেটমার— পকেট মারে যে = উপপদ তৎপুরুষ
গ. যথেচ্ছা— ইচ্ছাকে অতিক্রান্ত না করে = অব্যয়ীভাব
ঘ. কাপড়চোপড়— কাপড় ও চোপড় = দ্বন্দ্ব।

■ **বাক্য সংকোচন**
নিন্দা করার ইচ্ছা = জুগুপ্সা • পা ধুইবার জল = পাদ্য • ফুলের মধু = মকরন্দ • জয় লাভ করার ইচ্ছা = জিগীষা

■ **বাগ্‌ধারা**
ইতিকথা = ইতিহাস, কাহিনি, উপকথা • কংস মামা = নির্মম আত্মীয় • একাদশে বৃহস্পতি = সৌভাগ্যের বিষয় • খিচুরি পাকানো = বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি।

English

✓ The price of daily necessaries increases by —. — leaps and bounds.
✓ We asked him why he — telephoned earlier. — had not.
✓ He — arrested if he tried to leave the country.— would have been.
✓ I am looking forward — you.— to seeing.
✓ 'Running is a good exercise.' Here 'Running' is— Gerund.
✓ He raised his eyebrow at my explanation. — means— show surprise or disapproval.
✓ They travelled — the mountains to reach the remote village.— across.
✓ The tree has been blown — by the storm.— away.
✓ Indirect of, 'Thank, my friends.'— He thanked his friends.
✓ Passive form of the sentence, 'I had already shown her photo to the policeman.'— The policeman had already been shown her photo.
✓ The baby clings — his mother's cloak.— to.
✓ A person's first speech.— maiden.
✓ Passive form of— 'Why do you waste time?'— why is time wasted by you?
✓ 'One should keep one's promise.'— passive form is— A promise should be kept.
✓ He joined— army.— the.
✓ He work— a bank. — for.

■ **Identify the error.**

✓ As road traffic increases, elevated highways are built to help solve the problem of traffic jam.— road traffic.
✓ Each furniture on display is on sale for thirty percent of the regular price.— Each furniture.
✓ Contrary to what had previously been reported, the condition governing the truce between many countries arranged by UN has not yet been revealed.— has.
✓ I certainly appreciate him telling us about the delay in delivering the materials.— him.
✓ Several people have apparent tried to change the man's mind.— apparent.
✓ She must retyping the report before she hands it in to the director.— retyping.
✓ The manager asked the worker why was he disturbing the schedule of production.— was he.
✓ The price of crude oil used to be a great deal lower than now, wasn't it?— wasn't it.

■ **Identify the meaning of the following phrases.**

✓ Hush money ; Bribe paid to secure silence.
✓ To show the white fether : To show sings of cowardice.
✓ Swan-song : Last work of a poet or musician before death.
✓ Don't stick your neck out : Invite trouble unnecessary.
✓ To look down one's nose at : To insult in the presence of others.
✓ Break a leg : Good wishes.
✓ Prima facie : At first sight.
✓ Fait accompli : Happened or decided before one's knowledge.

■ **One word substitution**

✓ Having no beginning or end to its existence : Eternal.
✓ Life history of a person written by another : Biography.
✓ Language difficult to understand because of bad form : Jargon.
✓ A person with a beautiful and elegant handwriting : Calligrapher.
✓ A person who pretends to have more knowledge or skill than he really has : Charlatan.
✓ The conclusions derived from experiments showed deviation from the common rule : Anomaly.
✓ One who plays a game for pleasure and not professionally : Amateur.
✓ One who has suddenly gained new wealth, power or prestige : Parvenu.

■ **Write the opposite meaning**

✓ Forbid : Permit • Intricate : Simple • Ostentatious : Unpretentious • Defiance : Obedience • Tangle : Unravel • Sagacious : Fatuous • Recalcitrant : Compliant

■ **Write the word which is nearest in meaning.**

✓ Indolence : Laziness • Jeopardy : Danger • Paramount : Supreme • Panoramic : Bird's eye • Enlarge : Expand • Melee : Brawl.

■ **Correct spelling**

✓ Rebellious • Bureaucrat • Schizophrenic • Precedence

■ **Find out the Correct analogy**

✓ Distance : Light year— Weight : Scale.
✓ Slapstick : Laughter— Horror : Fear.
✓ Gobbler : Shoe — Contractor : Building.

CamScanner

Mathematics

✓ A gardener plants 17956 trees in such a way that there are as many rows as the number of trees in a row. What is the number of trees in a row?— 134.

✓ The smallest of three consecutive even integers is 40 less than three times the largest. What is the largest of these integers?— 18.

✓ The average of five consecutive odd numbers is 61. What is the difference between the highest and lowest numbers?— 8.

✓ If the product of two numbers is 560 and greatest common factor is 4. Then what is the least common multiple?— 140.

✓ A sum of Tk. 312 was divided among 100 boys and girls in such a way that each boy gets Tk. 3.60 and each girl Tk. 2.40. The number of girls is— 40.

✓ Salem earns Tk. 8.50 per hour on days other than Sundays and twich that rate on Sundays. Last week he worked a total of 40 hours, including 8 hours on Sunday. What were his earnings for the week?— Tk. 408.

✓ 3 pumps, working 8 hours a day, can empty a tank in 2 days. How many hours a day must 4 pumps work to empty the tank in 1 day?— 12 hours.

✓ X can complete a certain work in the same time in which Y and Z together can do it. If X and Y together can finish it in 10 days and Z alone in 15 days, then Y alone can do it in?— 60 days.

✓ A tank can be filled with water by two pipes A and B together in 36 minutes. If the pipe B was stopped after 30 minutes, the tank is filled in 40 minutes. The pipe B can alone fill the tank in— 90 minutes.

✓ A person has to cover a distance of 6 km in 45 minutes. If he covers one-half of the distance in two-thirds of the total time, to cover the remaining distance in the remaining time, his speed (in km/hr) must be.— 12 km/hr.

✓ A train 800 metres long is running at a speed of 78 km/hr. If it crosses a tunnel in 1 minute, then the length of the tunnel (in metres) is:— 500 metre.

✓ If 40% of all women are voters, and 52% of the population is women, what percent of the population are women voters?— 20.8%.

✓ A box contains 200 marbles, 25% of which are of black colour. Babu took some marbles from the box and found that 30% of them are black. Of the remaining marbles, 10% were black marbles. How many marbles did Babu take?— 150.

✓ A wholesaler sells goods to a retailer at a profit of 20%. The retailer sells to the customer, who pays 80% more than the cost of the wholesaler. What is the retailer's profit?— 50%.

✓ Mr. Zaman is insured completely for Tk. 150000 of damages to his machinery. For any damage over Tk. 150000, the insurance company will pay Tk. 150000 plus only 15% of the additional amount. For a recent accident, Mr. Zaman was paid Tk. 156000 by the insurance company. What was the total amount of the damage estimated?— Tk. 190000.

✓ What is the rate of simple interest for the first 4 years if the sum of Tk. 360 becomes Tk. 540 in 9 years and the rate of interest for the last 5 years is 6%?— 5%.

✓ The difference between simple and compound interest on a sum of money at 20% per annum for 3 years is Tk. 48. What is the sum?— 375.

✓ In a club 50% of the male voters and 80% of the female voters voted for candidate A. If candidate A received 70% of the total votes, what is the ratio of male to female voters?— ½.

✓ Three partners A,B,C start a business. Twice A's capital is equal to thrice B's capital and B's capital is four times C's capital. Out of a total profit of Tk. 16,500 at the end of the year, B's share is— Tk. 6000.

✓ 18 years ago, a father was three times as old as his son. Now the father is only twice as old as his son. Then the sum of the present ages of the son and the father is— 108 years.

✓ When a student weighting 45 kgs left a class, the average weight of the remaining 59 students increased by 200g. What is the average weight of the remaining 59 students? — 57 kgs.

✓ If $a + b = 3$ and $a - b = 2$, then determine the value of $8ab(a^2 + b^2)$— 5.

✓ If $4m = 9n$, what is the value of $7m$, in terms of n?— $63n/4$.

✓ Half of the students of a school play football and one third of the rest play cricket. The remaining 300 students do not play either of the games. How many students are there in the school?— 900.

General Knowledge

- ✓ In 2024 the total number of days is—366 days.
- ✓ Russia launched a special military operation in Ukraine on—24 February 2022.
- ✓ The famous book titled 'Jaddapi Amar Guru' was written by—Ahmed Sofa.
- ✓ Bangladesh became a member of the United Nations in—17 September 1974.
- ✓ The headquarter of the UNESCO is at—Paris.
- ✓ Bangladesh Bank has approved the digital Bank guideline keeping provision for paid-up capital at—Tk. 125 crore.
- ✓ 'Boston Tea Party' is associated with—American independence.
- ✓ The country known as 'the land of the midnight sun' is—Norway.
- ✓ Bangladesh Bank was established in—16 December 1971.
- ✓ Amar Sonar Bangla 'My Golden Bengal' is the national anthem of Bangladesh, written by Nobel Laureate Rabindranath Tagore in—1905.
- ✓ Poet of politician Pablo Neruda was born in—Chile.

Pablo Neruda

- ✓ Tartar tribe lives in—Russia.
- ✓ Father of the Nation received the Julio-Curie award in—1973.
- ✓ The name of the first Bangladeshi vice-president of the Asian Development Bank is—Fatima Yasmin.
- ✓ World's first budget was presented in—UK.
- ✓ White Collar Job means—a job without manual labour.
- ✓ The first tribal cultural academy of Bangladesh is located in—Netrokona.
- ✓ On peacekeeping mission, Bangladesh Police first went to—Namibia.
- ✓ The father of Modern education is—John Amos Comenius.
- ✓ The English synonym for 'Bir Muktijodda'—Heroic Freedom Fighter.
- ✓ Bangladesh Tea Research Institute is situated in—Moulvibazar.
- ✓ 'Black Monday' is related to—Stock Market.
- ✓ International Court of Justice has—15 Judges.
- ✓ Special Drawings Rights (SDRs) is related to—IMF.
- ✓ The first Geographical Indication (GI) product of Bangladesh is—Jamdani.
- ✓ The first commerce minister of Bangladesh is—Captain Mansur Ali.
- ✓ 'Babri Mosque' of India was destroyed in the year—1992.

■ Recent General Knowledge

- ✓ President of the Executive Board of UNDP, UNFPA, UNOPS for 2024—Muhammad Abdul Muhith.
- ✓ Rokeya Sakhawat Hossain's 'Sultana's Dream' is inscribed in—the UNESCO'S Memory of the word regional register 2024.
- ✓ First person to receive 'war children' recognition in Bangladesh—Merina Khatun from Sirajgonj's Tarash Upazila.
- ✓ The book that won the Pulitzer Prize 2024 for fiction—Jayne Anne Phillip's Night Watch.
- ✓ North Atlantic Treaty Organization's (NATO) new Secretary General—Mark Rutt (Netherlands).
- ✓ BIMSTEC charter entered into force in—20 May 2024.

■ Science

- ✓ One horse power is equal to—746 watts.
- ✓ The instrument used to measure electric current is—Ammeter.
- ✓ The Atomic Nucleus was discovered by—Rutherford.
- ✓ For seeing objects at the surface of water from a submarine under water, the instrument used is—periscope.
- ✓ Main component of natural gas is—Methane.
- ✓ The word 'Mycology' is related to—mushroom.
- ✓ The energy of food is measured in—calories.

Computer

- ✓ The term 'dot per inch' (dpi) reters to—Resolution.
- ✓ The image file extensions are—GIF, JPEG, PNG etc.
- ✓ Keyboard is a computer device known as—Input device.
- ✓ MICR refers to—Magnetic Ink character Recognition.
- ✓ A computer cannot boot unless there is—Operating System.
- ✓ Firewall is used to protect—Unauthorized access.
- ✓ The memory sizes in mainframe computers and advanced technology microcomputer are expressed as—Megabytes.
- ✓ In a computer text codes convert letters into—Binary format.
- ✓ The decimal equivalent of the binary number of 10111 is—23.
- ✓ The keyboard command to reboot a computer is—Ctrl + Alt + Del.
- ✓ The process of copying files to a CD-ROM is known as—Burning.
- ✓ RAM is also called as—Volatile Memory.
- ✓ Types of recipients are there in an e-mail system are—Three.

CamScanner

কর অঞ্চল নিয়োগ টিপস

কর কমিশনার ও বিভিন্ন কর অঞ্চল ঢাকার অধীনে বিভিন্ন শূন্যপদে অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাই সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কর অঞ্চল নিয়োগের উচ্চমান সহকারীর প্রশ্ন সমাধানের বাংলা ও সাধারণ জ্ঞানের অংশ নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন।

কর অঞ্চল

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান যার প্রধান দায়িত্ব শুল্ক-কর আরোপ করা ও তা আদায় করা। প্রশাসনিকভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়। রাজস্ব আদায় করতে NBR'র আয়কর বিভাগ মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর অঞ্চল সৃষ্টি করে। বর্তমানে ৫৯টি কর অঞ্চল রয়েছে। এসব কর অঞ্চল দিয়ে এলাকা ও বিষয়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে NBR'র আয়কর বিভাগ।

১. এককথায় প্রকাশ করুন :
যে মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয়— সংবর্ত • ঈষৎ কম্পিত— আধুত • সাপের খোলস— নির্মোক/কুঞ্চক • কুকুরের ডাক— বুকন • যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না— উষর।

২. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন :
বিমুগ্ধ = বিমুহ্ + ত • বিন্নর = কিম্ + নর • আকৃষ্ট = আকৃষ্ + ত • অবিদ্ধন = অপ্ + ইন্ধন

৩. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন :
ক. পরোক্ষ = অক্ষির অগোচরে— অব্যয়ীভাব
খ. একোন = এক দ্বারা উন— তৃতীয়া তৎপুরুষ
গ. দ্বীপ = দু দিকে অপ যার— নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি
ঘ. পঁসুরি = পাঁচ সেরের সমাহার— দ্বিগু।

৪. অর্থসহ বাক্য গঠন করুন :
ক. কুয়োর ব্যাঙ (সংকীর্ণমনা লোক/কূপমণ্ডূক) : তোমার মতো কুয়োর ব্যাঙের সাথে আমি সাহিত্যের বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।
খ. সপ্তমে চড়া (প্রচণ্ড উত্তেজনা) : এইসব অনাচার দেখলে আমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়।
গ. কাছাড়িলা (অসাবধান) : কাছাড়িলা অবস্থায় মটর বাইক চালানো উচিত নয়।
ঘ. আঁতে ঘা (মনে ব্যথা দেওয়া) : দুর্দিনের কথা বলে মানুষের আঁতে ঘা দেওয়া ঠিক না।

৫. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন :
ক. জিজ্ঞাসিব জনে জনে— কর্মকারকে ৭মী।
খ. আমাদের একটি গল্প বলুন— কর্মে ৬ষ্ঠী।
গ. সারারাত বৃষ্টি হয়েছে— অধিকরণে শূন্য।
ঘ. আত্মার সম্পর্কই আত্মীয়— করণে ৬ষ্ঠী।

৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :
ক. বাংলাদেশের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বের চতুর্থ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ 'লোৎসে' জয় করেন কে?
উত্তর : বাবর আলী।

খ. বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠান দেশি শিং মাছের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন?
উত্তর : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

গ. দেশের প্রথম 'যুদ্ধশিশু' হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পান কে?
উত্তর : মেরিনা খাতুন।

ঘ. OIC'র বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : Adama Barrow (গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট)।

ঙ. ৪৮তম কোপা আমেরিকা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

চ. 'ক্রলিং পেগ' কী?
উত্তর : ক্রলিং পেগ হলো কোনো দেশের স্থানীয় মুদ্রার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমন্বয়ের একটি পদ্ধতি।

ছ. SDGs এর উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান কোনটি?
উত্তর : জাতিসংঘ।

জ. TRD এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : Taxation and Revenue Department.

ঝ. মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য কতজন ছিলেন?
উত্তর : ৬ জন।

ঞ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ভিডিও রেকর্ড করেন কে?
উত্তর : আবুল খায়ের।

ট. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'সমাবেশের স্বাধীনতা'র কথা বলা হয়েছে?
উত্তর : ৩৭।

ঠ. 'সুনীল অর্থনীতি' কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট?
উত্তর : সমুদ্র সম্পদ।

ড. 'নয় কুড়ি কান্দা ছয় কুড়ি বিল' নামে পরিচিত কোন হাওড়?
উত্তর : টাঙ্গুয়ার হাওড়।

ঢ. বঙ্গাব্দ সন কোন সালে প্রবর্তিত হয়?
উত্তর : ১৫৮৪ সাল।

ণ. 'উত্তরা গণভবন' কোন জেলায় অবস্থিত?
উত্তর : নাটোর।

ত. e-TIN চালু হয় কত সালে?
উত্তর : ২০১৩ সালে।

থ. প্রধান বীজ উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান কোনটি?
উত্তর : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC)।

দ. মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বাংলাদেশে মর্যাদা অনুসারে ৩য় বীরত্বসূচক খেতাব কোনটি?
উত্তর : বীরবিক্রম।

ধ. বাংলার সর্ব প্রাচীন জনপদের নাম কী?
উত্তর : পুণ্ড্র।

CamScanner

চাকরি পরীক্ষার সমন্বিত মডেল টেস্ট

PSC নন-ক্যাডার ॥ কর কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা ॥ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ॥ খাদ্য অধিদপ্তর ॥ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ॥ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ॥ বাংলাদেশ রেলওয়ে ॥ সমাজসেবা অধিদপ্তরসহ যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য

১. কোন দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি?
ক ক, খ খ ত, দ গ খ, ঝ ঘ চ, জ

২. 'শৈশব'-এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
ক শিশু + ষ্ণ খ শিশু + শব
গ শৈ + শব ঘ শিশু + ষ্ণ্য

৩. 'তিলে তৈল হয়' এখানে 'তিল' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক অপাদানে ৭মী খ অধিকরণে শূন্য
গ অধিকরণে ৭মী ঘ কোনোটিই নয়

৪. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্য কোনটি?
ক পাতালে হাসপাতালে খ বন্দী শিবির থেকে
গ একদা এক রাজ্যে ঘ যখন উদ্যত সঙ্গীন

৫. 'প্রসূন'-এর প্রতিশব্দ হচ্ছে—
ক পাখি খ পুষ্প গ কেশ ঘ কোকিল

৬. অর্থ অনর্থ ঘটায়— কোন কারকে কোন বিভক্তি?
ক কর্তায় শূন্য খ করণে ৭মী
গ কর্মে শূন্য ঘ অপাদানে শূন্য

৭. 'আকাশ' কোন শব্দের উদাহরণ?
ক তদ্ভব খ তৎসম গ অর্ধতৎসম ঘ ফারসি

৮. 'ইঁদুর কপালে' কোন সমাস?
ক বহুব্রীহি খ কর্মধারয় গ দ্বন্দ্ব ঘ তৎপুরুষ

৯. ভাষার কোন রীতি তদ্ভব শব্দবহুল?
ক সাধুরীতি খ কথ্যরীতি
গ চলিতরীতি ঘ বানানরীতি

১০. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ?
ক তৃন খ ঘৃণা গ কস্ট ঘ স্টীমার

১১. 'লোকটি গরিব কিন্তু সৎ' এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক সরল খ জটিল গ মিশ্র ঘ যৌগিক

১২. কোনটি উভয়লিঙ্গের উদাহরণ?
ক পাঠক খ রাষ্ট্রপতি গ গুণবতী ঘ ভাগ্যবান

১৩. মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের আদি নিদর্শন কোনটি?
ক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খ বৈষ্ণব পদাবলী
গ লাইলি মজনু ঘ পদ্মাবতী

১৪. প্রখ্যাত সাহিত্যিক শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম—
ক আবুল ফজল খ আব্দুল হাই
গ কাজেম আল কুরায়েশী ঘ শেখ আজিজুর রহমান

১৫. মতিচূর কার লেখা?
ক সুফিয়া কামাল খ কুসুমকুমারী দাশ
গ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ঘ কামিনী রায়

১৬. কবিকঙ্কণ কে ছিলেন?
ক ভারতচন্দ্র খ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ বিদ্যাপতি ঘ কোরেশি মাগন ঠাকুর

১৭. অন্যপুষ্ট কোন পাখিকে বলা হয়?
ক কাক খ ময়ূর গ কবুতর ঘ কোকিল

১৮. আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে— উক্তিটি কার?
ক ভারতচন্দ্র খ ঈশ্বরগুপ্ত
গ মুকুন্দরাম ঘ দীনবন্ধু মিত্র

১৯. মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থ হচ্ছে—
ক গাজী মিয়ার বস্তানী খ আলালের ঘরের দুলাল
গ ছতোম প্যাঁচার নকশা ঘ কলিকাতা কমলালয়

২০. 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'- কে বলেছেন?
ক চণ্ডীদাস খ বিবেকানন্দ
গ রামকৃষ্ণ পরমহংস ঘ জ্ঞানদাস

২১. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ
ক মনীষী খ মনিষি গ মনীষি ঘ মনিষী

২২. 'সূর্য'-এর প্রতিশব্দ কোনটি?
ক সুধাংশু খ শশাঙ্ক গ বিধু ঘ আদিত্য

২৩. 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক সুফিয়া কামাল খ কাজী নজরুল ইসলাম
গ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ঘ দীনবন্ধু মিত্র

২৪. Choose the antonym for 'soggy'.
ক Moist খ Soaked গ Dry ঘ Soft

২৫. The comparative degree of 'cold' is—
ক cooler খ colder গ coldest ঘ coolest

২৬. She was glad when the meeting was over. The underlined word is—
ক a verb খ a noun
গ an adverb ঘ an adjective

২৭. Who is an Indian writer?
ক T. S. Eliot খ R. K. Narayan
গ Jane Austen ঘ G. Orwell

২৮. The color of his eyes — blue.
ক are খ is গ were ঘ was

২৯. Smoking tells—our health. (Fill in the gap)
ক upon খ above গ about ঘ into

৩০. Which one is spelt correctly?
ক accomodation খ accommodation
গ acommodation ঘ Acomodation

৩১. Which one is a noun?
ক Access খ Reduce গ Unfair ঘ Sick

৩২. 'A farewell to Arms' is written by—
ক G. B. Shaw খ William Shakespeare
গ Ernest Hemingway ঘ Ben Jonson

৩৩. The children were arguing amongst—
ক them খ theirself
গ themselves ঘ themself

৩৪. 'Eat like a horse' refers to—
ক eating quickly খ eating head down
গ eating too much ঘ eating too less

উত্তর	
১.	গ
২.	ক
৩.	ক
৪.	খ
৫.	খ
৬.	গ
৭.	খ
৮.	ক
৯.	গ
১০.	খ
১১.	ঘ
১২.	খ
১৩.	ক
১৪.	ঘ
১৫.	গ
১৬.	খ
১৭.	ঘ
১৮.	ক
১৯.	ক
২০.	ক
২১.	ক
২২.	ঘ
২৩.	গ
২৪.	গ
২৫.	খ
২৬.	ঘ
২৭.	খ
২৮.	ঘ
২৯.	ক
৩০.	খ
৩১.	ক
৩২.	গ
৩৩.	গ
৩৪.	গ

জর্জিয়া পশ্চিম ইউরোপের ককেশাশ অঞ্চলের দেশ

CamScanner

৩৫. Identify the correct spelling.
ক Progrum খ Programatically
গ Programmatic ঘ Programm

৩৬. A 'cannibal' is a person who eats—
ক human flesh খ only plants
গ only sweets
ঘ all types of fish and vegetables

৩৭. Which one is the antonym of 'Endurance'?
ক Tolerance খ Impatience
গ Patience ঘ Forbearence

৩৮. Identify the correct sentence.
ক The criminal was hung for murder
খ He has come home last night
গ The boat get drowned into the sea
ঘ I have had my lunch already

৩৯. Which word is in the past form?
ক Uprisen খ Read
গ Mistaken ঘ Sung

৪০. The plural form of 'Oasis' is—
ক oases খ oasises গ oasiss ঘ oasea

৪১. What is the verb of 'legal'?
ক Legally খ Legalise
গ Legalisation ঘ Legality

৪২. He died—cholera
ক at খ of গ from ঘ by

৪৩. What is the time—your watch.
ক at খ by গ in ঘ to

৪৪. Maiden Speech means?
ক First Speech খ Last Speech
গ Late Speech ঘ Long speech

৪৫. Choose the correct option : 'The number of students seeking admission'—
ক has increased খ have increased
গ is increased ঘ have been increased

৪৬. —mother rose in her.
ক A খ An গ The ঘ No article

৪৭. $\frac{x}{y}$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল $\frac{y}{x}$ হবে?
ক $\frac{x^2-y^2}{xy}$ খ $\frac{2x^2-y^2}{xy}$ গ $\frac{y^2-x^2}{xy}$ ঘ $\frac{x^2-2y^2}{xy}$

৪৮. শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে কোন মূলধন ২৫ বছরে সুদে-মূলে ৪ গুণ হবে?
ক ১৫% খ ১৬% গ ৮% ঘ ১২%

৪৯. সরল সুদে ৬৫০ টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা হলো। ৫ বছর পর ৭৬৩.৭৫ টাকা পেলে সুদের হার কত?
ক ৩% খ ৩.৫% গ ৪% ঘ ৪.৫%

৫০. ৫৬টি কলা ৩৩৬ টাকায় কিনে ৪২টি কলা ২৫২ টাকায় বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?
ক ক্ষতি ৫% খ লাভ ১০%
গ ক্ষতি ১০% ঘ কোনো লাভ বা ক্ষতি হবে না

৫১. ১০-এর ৩০% কোন সংখ্যার ১০%?
ক ১০ খ ২০ গ ৩০ ঘ ৪০

৫২. বর্গক্ষেত্রের একবাহু 4 মিটার হলে কর্ণ কত মিটার?
ক $4\sqrt{2}$ খ 16 গ 32 ঘ $32\sqrt{2}$

৫৩. $4^{x+1} = 32$ হলে, x এর মান কত?
ক 4 খ 2 গ $\frac{3}{2}$ ঘ $\frac{5}{2}$

৫৪. ১২০টি ২৫ পয়সা ও ১০ পয়সার কয়েন একসাথে ২৭ টাকা হলে, ১০ পয়সার কয়েন কতটি?
ক ১০০টি খ ৮০টি গ ৪০টি ঘ ২০টি

৫৫. 2r ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি কত?
ক $2\pi r^2$ খ 4π গ $2\pi r$ ঘ $4\pi r$

৫৬. $\text{Log}_{\sqrt{8}} x = 3\frac{1}{3}$ হলে x এর মান কত?
ক 32 খ 8 গ 3 ঘ $\sqrt{8}$

৫৭. একটি থলিতে ৫টি নীল, 10টি সাদা, 20টি কালো বল আছে। দৈব চয়নের মাধ্যমে একটি বল তুললে সেটি সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা কত?
ক $\frac{3}{10}$ খ $\frac{5}{7}$ গ $\frac{7}{5}$ ঘ $\frac{7}{10}$

৫৮. 4 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রে পরিলিখিত বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত?
ক 8π বর্গ সেমি খ 6π বর্গ সেমি
গ 4π বর্গ সেমি ঘ $2\sqrt{2}\,\pi$ বর্গ সেমি

৫৯. ১ + ৩ + ৫ + ৭ .... ধারাটির n সংখ্যক পদের সমষ্টি কত?
ক n (n+1) খ n (n-1) গ n^2 ঘ $n^2 + 1$

৬০. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা ৯ সে.মি. হলে, এর উচ্চতা কত সে. মি.?
ক $2\sqrt{3}$ খ $4\sqrt{3}$ গ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ঘ $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

৬১. $a+b=\sqrt{7}, a-b=\sqrt{3}$ হলে, 5ab এর মান কত?
ক $\sqrt{3}$ খ $\sqrt{7}$ গ 5 ঘ 7

৬২. ০.০১ × ০.০১ = ?
ক ০.০০১ খ ০.০০০১ গ ০.০১ ঘ ০.১

৬৩. একটি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা 44 মিটার। এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ অপেক্ষা 4 মিটার বেশি। উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত কত?
ক 2 : 3 খ 5 : 6 গ 6 : 5 ঘ 13 : 9

৬৪. কাফি ও খলিল একটি কাজ যথাক্রমে ১০ দিনে ও ১৫ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কাজটি কত দিনে করতে পারবে?
ক 8 খ ৫ গ ৬ ঘ ৭

৬৫. বার্ষিক শতকরা $১২\frac{১}{২}\%$ সুদে কত টাকায় ৪ বছরের সুদ ১০০ টাকা হবে?
ক ১০০ খ ২০০ গ ৩০০ ঘ ৪০০

৬৬. ৫ টাকায় ৮টি কলা ক্রয় করে ৫ টাকায় ৬টি কলা বিক্রি করলে শতকরা কত টাকা লাভ হবে?
ক $৩০\frac{১}{৩}\%$ খ $৩১\frac{১}{৩}\%$ গ $৩২\frac{১}{৩}\%$ ঘ $৩৩\frac{১}{৩}\%$

৬৭. ঘণ্টায় ২ কি.মি. গতি বৃদ্ধি করায় ৩৬ কি. মি. পথ অতিক্রম করতে ৩ ঘণ্টা সময় কম লাগে। বৃদ্ধির পূর্বে গতি কত কি.মি. ছিল?
ক ৩ খ ৪ গ ৬ ঘ ৮

উত্তর	
৩৫.	গ
৩৬.	ক
৩৭.	খ
৩৮.	ঘ
৩৯.	খ
৪০.	ক
৪১.	খ
৪২.	খ
৪৩.	খ
৪৪.	ক
৪৫.	ক
৪৬.	গ
৪৭.	গ
৪৮.	ঘ
৪৯.	খ
৫০.	ঘ
৫১.	গ
৫২.	ক
৫৩.	গ
৫৪.	ঘ
৫৫.	ঘ
৫৬.	ক
৫৭.	খ
৫৮.	ক
৫৯.	গ
৬০.	গ
৬১.	গ
৬২.	খ
৬৩.	ঘ
৬৪.	গ
৬৫.	খ
৬৬.	ঘ
৬৭.	খ

CamScanner

৬৮. ৪ জন পুরুষ বা ৬ জন মহিলা একটি কাজ ৯ দিনে করতে পারে। ৬ জন পুরুষ এবং ৬ জন মহিলা সেই কাজ কত দিনে করতে পারবে?
ক ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৬

৬৯. যদি $x^2+1=\sqrt{3}x$ হয়, তাহলে $x^2+\frac{1}{x^2}=$ কত?
ক 2 খ 1 গ 0 ঘ 3

৭০. একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য ১২ সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত সে.মি.?
ক ৩৬ খ ৪৮ গ ৫৬ ঘ ৭২

৭১. কোন অনুচ্ছেদবলে বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি পরিবর্তনযোগ্য নয়?
ক অনুচ্ছেদ-৭ খ অনুচ্ছেদ-৭(ক)
গ অনুচ্ছেদ-৭(খ) ঘ অনুচ্ছেদ-৮

৭২. হালদা নদী গুরুত্বপূর্ণ কেন?
ক মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র খ পানি বিদ্যুৎ
গ সুপেয় পানির উৎস ঘ কৃষি সেচের উৎস

৭৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি কোথায় উত্থাপন করেছিলেন?
ক ঢাকা খ লাহোর গ করাচি ঘ রাওয়ালপিন্ডি

৭৪. বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৩ গ ১৯৭৪ ঘ ১৯৭৫

৭৫. বাংলাদেশে কত দৈর্ঘ্যের কম ইলিশ মাছকে জাটকা বলে?
ক ২৫ সে.মি. খ ২৪ সে.মি.
গ ১০ সে.মি. ঘ ৯ সে.মি.

৭৬. বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয় কত তারিখে?
ক ১০ জানুয়ারি খ ১৫ জুন
গ ১০ ডিসেম্বর ঘ ১২ ফেব্রুয়ারি

৭৭. বাংলাদেশে প্রথম ভ্যাট (VAT) চালু হয় কোন সালে?
ক ১৯৭৩ খ ১৯৯১ গ ১৯৯৬ ঘ ২০০৩

৭৮. চ্যাটবট Chat GPT-র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ক IBM খ Open AI
গ Science Soft ঘ Data Robot

৭৯. Mc Mahan Line কী?
ক পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত খ চীন-রাশিয়া সীমান্ত
গ পাকিস্তান-ইরান সীমান্ত ঘ ভারত-চীন সীমান্ত

৮০. কোনো কঠিন পদার্থ বিশুদ্ধ নাকি অশুদ্ধ তা কী করে নির্ণয় করা যায়?
ক ঘনীভবন খ বিজারণ গ গলনাঙ্ক ঘ স্ফুটনাঙ্ক

৮১. মুদ্রিত লেখা সরাসরি ইনপুট নেওয়ার জন্য নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক OMR খ OCR গ MICR ঘ Sanner

৮২. ডিমে কোন ভিটামিন নাই?
ক ভিটামিন-এ খ ভিটামিন-বি
গ ভিটামিন-সি ঘ ভিটামিন-ডি

৮৩. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ক জেনেভা খ ভিয়েনা গ লন্ডন ঘ রোম

৮৪. কোনটি বিশ্বব্যাংকের অঙ্গসংগঠন নয়?
ক IFC খ IFAD গ IBRD ঘ MIGA

৮৫. Conference of the parties-27 (Cop-27) কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ক ব্যাংকক খ কানকুন
গ শারম আল শেখ ঘ জাকার্তা

৮৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মনোগ্রামে কয়টি তারকা চিহ্ন রয়েছে?
ক ৪টি খ ৩টি গ ৫টি ঘ ২টি

৮৭. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল—
ক শুক্রবার খ বৃহস্পতিবার
গ বুধবার ঘ মঙ্গলবার

৮৮. পক প্রণালি পৃথক করেছে—
ক মরক্কো ও স্পেন খ ভারত ও শ্রীলংকা
গ সুমাত্রা ও মালয়েশিয়া ঘ সুমাত্রা ও জাভা

৮৯. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে কোন তারিখে?
ক ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ খ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
গ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ ঘ ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২

৯০. জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা কত মিটার?
ক ৪৬.৫ মিটার খ ৪২.৫ মিটার
গ ৪৮.৫ মিটার ঘ ৪৪.৫ মিটার

৯১. সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটির স্থপতি কে?
ক হামিদুজ্জামান খ নিতুন কুণ্ডু
গ মাইনুল হোসেন ঘ রবিউল হুসাইন

৯২. ইউনেস্কো ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য ঘোষণা করে—
ক ৩০ অক্টোবর ২০১৬ খ ২৬ অক্টোবর ২০১৬
গ ৩০ অক্টোবর ২০১৭ ঘ ২৬ অক্টোবর ২০১৭

৯৩. বাংলাদেশ সংবিধান এর মোট অনুচ্ছেদ—
ক ১৪৩টি খ ১৫৩টি গ ১৬৩টি ঘ ১৪৫টি

৯৪. ১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা সমান—
ক ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস খ ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস
গ ৩৯.৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঘ ৪৯.৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস

৯৫. আধুনিক জার্মানির প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক হিটলার খ নাদির শাহ
গ বিসমার্ক ঘ টম মুলার

৯৬. কোন দেশের লিখিত সংবিধান নেই?
ক যুক্তরাষ্ট্র খ কানাডা
গ যুক্তরাজ্য ঘ ইতালি

৯৭. নিচের কোন উপাদানটি বায়ুতে সবচেয়ে বেশি রয়েছে?
ক কার্বন ডাই-অক্সাইড খ অক্সিজেন
গ নাইট্রোজেন ঘ জলীয়বাষ্প

৯৮. কোনটি মৌলিক পদার্থ?
ক চিনি খ লবণ গ পানি ঘ নিয়ন

৯৯. মনিটরের কাজ কী?
ক বিভিন্ন কাজের মধ্যে সংগতি স্থাপন করা
খ গাণিতিক সমাধান করা
গ লেখা ও ছবি দেখানো ঘ এদের কোনোটিই নয়

১০০. পদ্মা সেতুর প্রস্থ কত?
ক ১৮.০০ মিটার খ ১৮.১০ মিটার
গ ১২৮.২০ মিটার ঘ ২০.০০ মিটার

উত্তর

৬৮.	খ
৬৯.	খ
৭০.	ক
৭১.	গ
৭২.	ক
৭৩.	খ
৭৪.	গ
৭৫.	ক
৭৬.	গ
৭৭.	খ
৭৮.	খ
৭৯.	ঘ
৮০.	গ
৮১.	গ
৮২.	গ
৮৩.	ক
৮৪.	খ
৮৫.	গ
৮৬.	ক
৮৭.	খ
৮৮.	খ
৮৯.	গ
৯০.	ক
৯১.	খ
৯২.	গ
৯৩.	খ
৯৪.	গ
৯৫.	গ
৯৬.	গ
৯৭.	গ
৯৮.	ঘ
৯৯.	গ
১০০.	খ

জর্জিয়ার রাষ্ট্রীয় নাম Georgia

CamScanner

চিকিৎসায় ভর্তি পরীক্ষা

■ মেডিকেল ও ডেন্টাল

সরকারি ও বেসরকারি সব মেডিকেল কলেজের জন্য একই সঙ্গে একই প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ৩০ দিন পর সরকারি ও বেসরকারি সকল ডেন্টাল কলেজ এবং ডেন্টাল ইউনিটের জন্য একই সঙ্গে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

আসন সংখ্যা : ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে সরকারি মেডিকেলে আসন সংখ্যা ছিল ৫,৩৮০টি।

- পূর্ববর্তী বছরের এইচএসসি পাশ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মোট নম্বর থেকে ৫ নম্বর এবং পূর্ববর্তী বছরের সরকারি মেডিকেল, ডেন্টাল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিটে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মোট নম্বর থেকে ১০ নম্বর কেটে মেধা তালিকা তৈরি করা হয়।

■ আর্মড ফোর্সেস ও ৫ আর্মি মেডিকেল

ঢাকা সেনানিবাসসহ দেশের মোট ৬টি সেনানিবাসে এ সকল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজসমূহ—

♦ আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ♦ আর্মি মেডিকেল কলেজ চট্টগ্রাম ♦ আর্মি মেডিকেল কলেজ কুমিল্লা ♦ আর্মি মেডিকেল কলেজ বগুড়া ♦ আর্মি মেডিকেল কলেজ যশোর ♦ রংপুর আর্মি মেডিকেল কলেজ।

■ নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি

নার্সিং পড়াশোনায় শুরুতে রয়েছে তিনটি কোর্স : বিএসসি ইন নার্সিং ৪ বছর, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ৩ বছর ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ৩ বছর।

- ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে শুধু মহিলা প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবে। বিএসসি ইন নার্সিং এ পড়াশোনা করতে হলে অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগ থাকতে হবে।
- ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারিতে বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসা, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা শাখার সকলেই পড়তে পারবেন।

নার্সিং কোথায় পড়বেন?

বর্তমানে দেশে ৩২টি সরকারি নার্সিং কলেজে আসন সংখ্যা ২,১০০টি, পাশাপাশি ৪৬টি সরকারি নার্সিং কলেজ এবং ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ আসন রয়েছে ২,৭৩০টি। ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারির জন্য ৬২টি সরকারি নার্সিং কলেজ এবং ইনস্টিটিউটে আসন রয়েছে ১,৮৬৫টি। এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারি অনেক নার্সিং কলেজ এবং ইনস্টিটিউটে নার্সিং পড়ার সুযোগ আছে।

■ হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক

সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এবং সরকারি ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজে ৩টি কোর্স রয়েছে। ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারী (BHMS), ব্যাচেলর অব ইউনানি মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারী (BUMS), এবং ব্যাচেলর অব আয়ুর্বেদিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারী (BAMS)।

আসন সংখ্যা : সরকারি ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজে ২টি বিভাগে মোট (২৫ + ২৫) = ৫০টি আসন রয়েছে। সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে ৫০টি আসন রয়েছে।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

■ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৯৪টি অনার্স মাদ্রাসায় ফাজিল অনার্স প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা সারাদেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৫টি বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীরা স্নাতক পড়াশুনা করতে পারে। বিষয়গুলো হলো— ♦ আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ♦ আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ♦ দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ ♦ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ♦ আরবি ভাষা ও সাহিত্য।

- ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবে।

■ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদকর্তৃক প্রণীত আইন অনুযায়ী, ২০ অক্টোবর ১৯৯২ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। এটি একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।

- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারা দেশের কলেজগুলোতে রয়েছে ৩ বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্স।
- রয়েছে চার বছর মেয়াদি অনার্স সমতুল্য বিবিএ, বিএ/বিএসএস প্রোগ্রাম।

■ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের একটি এফেলিয়েট বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এটি গাজীপুর জেলার বোর্ডবাজারে অবস্থিত। বিদ্যার্থী তালিকাভুক্তি অনুসারে, এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। সারাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায়, সরকারি ও বেসরকারি কলেজের মোট সংখ্যা ২,৪৯৯টি। এর মধ্যে ৮৫৭টি কলেজে স্নাতক (সম্মান), অনার্স, ডিগ্রি এবং মাস্টার্স কোর্স পড়ানো হয়।

ভর্তি পরীক্ষা : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না। এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী আবেদনের ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

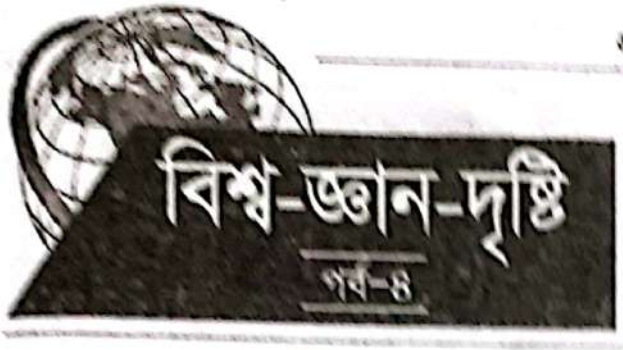

বিশ্ব-জ্ঞান-দৃষ্টি
পর্ব-৪

সাধারণ জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। এ ব্যাপকতার মধ্যে জানার জন্য প্রয়োগ করতে হয় নানা ধরনের টেকনিক। টেকনিকে আলোকপাত উপস্থাপনে এবারের পর্বে রয়েছে মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, জার্মানি, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, মিশর, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত বিভিন্ন সংস্থার সদর দপ্তর।

জার্মানি

১. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তর কোথায়? [৩৬তম বিসিএস]
ক) ম্যানিলা, ফিলিপাইন ● বার্লিন, জার্মানি
গ) ব্যাংকক, থাইল্যান্ড ঘ) সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর

২. ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায়?/ ইউরো মুদ্রার সেন্ট্রাল ব্যাংক কোথায় অবস্থিত? [জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার ২০১৫]
ক) লন্ডন, যুক্তরাজ্য খ) প্যারিস, ফ্রান্স
গ) ব্রাসেলস, বেলজিয়াম ● ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি

মালয়েশিয়া

৩. কোন দেশে World Fish Center-এর সদর দপ্তর অবস্থিত? [ঢাবি ২০০৮-০৯]
ক) হনসু, জাপান ● পেনাং, মালয়েশিয়া
গ) নাইরোবি, কেনিয়া ঘ) ঢাকা, বাংলাদেশ

ফিলিপাইন

৪. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় বা সদর দপ্তর কোথায়? [জীবন বীমা কর্পোরেশন'র উন্নয়ন সহকারী ২০১১]
ক) হংকং, চীন খ) সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর
● ম্যানিলা, ফিলিপাইন ঘ) ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

৫. আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [অফিসার ও বিভিন্ন সহকারী অ্যাকাউন্টস ২০১৫]
ক) ঢাকা খ) নয়াদিল্লি ● ম্যানিলা ঘ) ব্যাংকক

ইন্দোনেশিয়া

৬. আসিয়ানের সদর দপ্তর কোথায়? [সোনালী ব্যাংক পিএলসি-এর ক্যাশ অফিসার ২০১৪]
● জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া খ) মালে, মালদ্বীপ
গ) সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর ঘ) ম্যানিলা, ফিলিপাইন

সৌদি আরব

৭. ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার সদর দপ্তর কোথায়? [২২তম বিসিএস]
ক) তেহরান, ইরান ● জেদ্দা, সৌদি আরব
গ) কায়রো, মিশর ঘ) রিয়াদ, সৌদি আরব

৮. কোথায় এবং কোন সালে ওআইসি'র সূচনা হয়?
ক) জেদ্দা, ১৯৫৯ খ) রিয়াদ, ১৯৬০
● রাবাত, ১৯৬৯ ঘ) দুবাই, ১৯৬১

৯. ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায়? [সহকারী তথ্য অফিসার ২০০৫]
ক) রিয়াদ খ) কায়রো গ) কুয়েত ● জেদ্দা

সংযুক্ত আরব আমিরাত

১০. আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (ICC)-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [CGA'র জুনিয়র অডিটর ২০১৯]
ক) লন্ডন খ) মুম্বাই ● দুবাই ঘ) মেলবোর্ন

মিসর

১১. প্রতিষ্ঠাকালীন আরব লীগের সদর দপ্তর কোথায় ছিল? [পিএসসি'র সহকারী পরিচালক ১৯৯৪]
ক) তিউনিস ● কায়রো গ) রাবাত ঘ) দামেস্ক

১২. আরব লীগের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? [১৫তম বিসিএস]
● তিউনিস, তিউনিশিয়া খ) কায়রো, মিসর
গ) রাবাত, মরক্কো ঘ) জেদ্দা, সৌদি আরব

ভারত

১৩. সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত? [ডাকঘর'র কো-অর্ডিনেটর ২০১৭]
● দিল্লি, ভারত খ) ইসলামাবাদ, পাকিস্তান
গ) কলম্বো, শ্রীলংকা ঘ) ঢাকা, বাংলাদেশ

১৪. সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? [৩৭তম বিসিএস]
ক) গুজরাট ● নয়াদিল্লি গ) ঢাকা ঘ) কাঠমান্ডু

■ **জার্মানি**
বার্লিন : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (TI), বন : জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক দল (UNV), জাতিসংঘ আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো সনদ (UNFCCC)।

■ **মালয়েশিয়া**
কুয়ালালামপুর : এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (AFC), পেনাং : বিশ্ব মৎস্য কেন্দ্র।

■ **ফিলিপাইন**
ম্যানিলা : এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI)।

■ **সৌদি আরব**
জেদ্দা : ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC), ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB), রিয়াদ : উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা (GCC)।

■ **ইন্দোনেশিয়া**
জাকার্তা : আসিয়ান।

■ **সংযুক্ত আরব আমিরাত**
দুবাই : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC), আবুধাবি : আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য শক্তি সংস্থা (IRENA)।

■ **ভারত**
নয়াদিল্লি : সার্ক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র।

জর্জিয়ার মুদ্রার নাম ল্যারি

ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরামর্শ

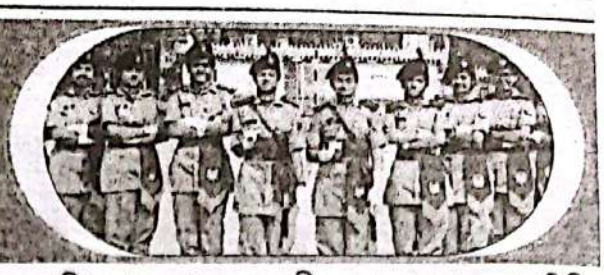

ক্যাডেট কলেজগুলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুটেন্ট জেনারেলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে অতিরিক্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে ক্যাডেটদের সু-নাগরিক এবং চৌকশ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

ইতিহাস

ক্যাডেট কলেজ হলো সামরিক বাহিনী পরিচালিত বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অটো ফন বিসমার্ক জার্মানিতে প্রথম ক্যাডেট কলেজের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে নেপোলিয়ান ফ্রান্সে এ ব্যবস্থা চালু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ক্যাডেট কলেজ মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক সমন্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কেবল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানেই ক্যাডেট নামটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১৯৫২ সালে সামরিক বাহিনীকে সহায়তা প্রদানের জন্য পাকিস্তানের শাহিওয়ালের গভর্নমেন্ট কলেজ এবং পেশোয়ারের ইসলামিয়া কলেজে মিলিটারি উইং খোলা হয়। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম জেলার ফৌজদারহাটে প্রথম ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এ কলেজের নাম রাখা হয় ইস্ট পাকিস্তান ক্যাডেট কলেজ। পরবর্তীকালে কলেজের নাম হয় ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ। বাংলাদেশে বর্তমানে ১২টি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে যার মধ্যে তিনটি মেয়েদের জন্য।

১২ ক্যাডেট কলেজ

নাম	প্রতিষ্ঠা
ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম	২৮ এপ্রিল ১৯৫৮
ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ	১৯৬৩ সালে
মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল	৯ জানুয়ারি ১৯৬৫
রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ	১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
সিলেট ক্যাডেট কলেজ	১৯৭৮ সালে
রংপুর ক্যাডেট কলেজ	১ জুলাই ১৯৭৯
বরিশাল ক্যাডেট কলেজ	১ জুলাই ১৯৮১
পাবনা ক্যাডেট কলেজ	৭ আগস্ট ১৯৮১
ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ	১৯৮২ সালে
কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ	১৯৮৩ সালে
ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ	৭ জুন ২০০৬
জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ	২০০৬ সালে

পরীক্ষার মাধ্যম

বাংলা ও ইংরেজি, এ দুটি মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়া যায়। তবে প্রার্থীকে যেকোনো একটি মাধ্যম বেছে নিতে হয়।

ভর্তি প্রক্রিয়া

বর্তমানে বাংলাদেশে ছেলেদের ৯টি এবং মেয়েদের ৩টিসহ সর্বমোট ১২টি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে। সকল ক্যাডেট কলেজে ৭ম শ্রেণিতে ক্যাডেট হিসেবে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

আবেদনকারীর যোগ্যতা

- জাতীয়তা : ছাত্রছাত্রীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা : ছাত্রছাত্রীকে ষষ্ঠ শ্রেণি অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
- শারীরিক যোগ্যতা : প্রার্থীকে নিচের শারীরিক যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

- উচ্চতা : ন্যূনতম ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি (বালক ও বালিকা উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
- সুস্থতা : প্রার্থীকে অবশ্যই শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া

https://cadetcollegeadmission.army.mil.bd/ ওয়েবসাইটে। আবেদন করতে ওয়েবসাইটের অ্যাডমিশন মেন্যুতে গিয়ে 'অ্যাপ্লাই নাউ' বাটনে ক্লিক করে 'সাইন আপ' করতে হবে। এজন্য নাম, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল, জন্ম তারিখ ও পাসওয়ার্ড দিতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

মোট নম্বর ৩০০। গণিত ১০০, ইংরেজিত ১০০, বাংলা ৬০ ও সাধারণ জ্ঞান ৪০ নম্বর।

যা কিছু জানা প্রয়োজন

সাধারণত প্রতি বছর নভেম্বরে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণের কাজ শুরু হয় এবং চলে ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারিতে। ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা কী, কীভাবে আবেদন করা যায়, আবেদন ফি কত, আবেদনের সময় কী কী কাগজপত্র লাগবে তা জানতে হবে সবার আগে।

জর্জিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট Giorgi Margvelashvili

CamScanner

সফলতার কৌশল

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা অন্য সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা থেকে ভিন্ন। এ ছাড়া আসন সংখ্যার তুলনায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা থাকে কয়েকশ গুণ। তাই এ পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পেতে প্রয়োজন দীর্ঘ অধ্যবসায় ও যথাযথ গাইডলাইন মেনে পড়াশোনা।

- হাতের লেখা অবশ্যই যথাসম্ভব সুন্দর/সোজা লাইনে শুদ্ধ বানানে লিখতে হবে।
- যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে খাতা পরিপূর্ণ করতে।
- প্রশ্নপত্র যতটুকু জায়গা দেওয়া থাকবে তার মধ্যেই সুন্দর করে উত্তর লিখতে হবে। অতিরিক্ত কোনো কাগজ সরবরাহ করা হয় না।
- পরীক্ষার খাতায় কোনো প্রকার ঘষামাজা ও ওভার রাইটিং করা যাবে না।
- উত্তরপত্রে অপ্রাসঙ্গিক কিছুই লেখা যাবে না।

টিউশন ফি

ক্যাডেট কলেজে পড়ালেখার মাসিক খরচ নির্ধারণ হয়, পিতা-মাতার আয়ের ওপর। অভিভাবকদের আয়ের ওপর ভিত্তি করে এখানে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি ও থাকা-খাওয়ার খরচ ধার্য করা হয়। সরকারি চাকরিজীবীদের সর্বনিম্ন ১৫০০ থেকে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা এবং বেসরকারি চাকরিজীবীদের সর্বনিম্ন ১৫০০ থেকে সর্বোচ্চ ২২,০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক ফি দিতে হয়। পিতা বা অভিভাবক শিল্পপতি হলে মাসিক ফি সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা। মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে টিউশন ফি মওকুফের সুবিধাও রয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

■ বাংলা

মূল বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন পড়তে হবে। লেখক পরিচিতি থেকে সব সময় ১/২টি প্রশ্ন থাকে। কবিতাগুলো মুখস্থ রাখতে হবে কারণ কবিতার একটি লাইন প্রশ্নে দিয়ে তার আগের বা পরের লাইন লিখতে বলা হয়। সারাংশ, অনুচ্ছেদ, ভাবসম্প্রসারণ প্রতিটি পরীক্ষায় থাকে, তবে এগুলো লিখতে বেশি সময় ব্যয় করা যাবে না। ব্যাকরণ অংশ থেকে এককথায় প্রকাশ, বাগ্‌ধারা, সন্ধি বিচ্ছেদ, লিঙ্গান্তর, সমাস, কারক, বাক্য বা শব্দ শুদ্ধিকরণ, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার, সাধু ও চলিত ভাষা থেকে প্রশ্ন এসে থাকে।

■ ইংরেজি

ক্যাডেট কলেজগুলোতে ২০০৩ সাল থেকে ইংরেজি ভার্সনে পড়া লেখা চালু করা হয়েছে। তাই ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজির ওপর বিশেষ নজর থাকে। ইংরেজির paragraph Story writing লেখার সময় বানানের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রশ্নের শুরুতে তোমাদের text book একটি প্যারাগ্রাফ দেওয়া হয়। সেখান থেকে ১০/১৫ নম্বরের উত্তর দিতে হয়। যদি ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের ওপর ভালো দখল থাকে তাহলে অনুচ্ছেদ না পড়েই উত্তর দেওয়া যায়। ইংরেজির Number, Gender, Tense, One word Substitution, Rights Form of verb, Idiom and phrase, Preposition, Transformation of sentence, Voice change, Group verb, Comparision of words এগুলোর ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে। Tag question, WH words, Rearrange, Translation থেকেও প্রশ্ন আসে।

■ গণিত

গণিতে মোট নম্বর থাকে ১০০। ভালো করলে এখানে ১০০-তে ১০০ পাওয়া সম্ভব। শুধু ৬ষ্ঠ শ্রেণির গণিত করলেই হবে না। এক্ষেত্রে ৭ম ও ৮ম শ্রেণির গণিতের মান নির্ণয়, সুদ কষা, অনুপাত, ঐকিক নিয়ম, বীজগণীতিয় রাশি, সরল অঙ্ক ইত্যাদি অধ্যায় দেখে নিতে পারো। কিছু অঙ্কের এককথায় উত্তর চাওয়া হয়, এগুলোতে খুব বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। কিছু অঙ্ক রয়েছে যেগুলোতে নম্বর থাকে ২ বা ৩, এগুলোতে কীভাবে সংক্ষেপে করা যায় সেই টেকনিক শিখতে হবে। জ্যামিতি অংশ থেকে কমপক্ষে একটি উপপাদ্য বা সম্পাদ্য লিখতে হবে। এগুলো সাধারণত ৬ষ্ঠ শ্রেণির বই থেকে আসে। কোণের মান নির্ণয় থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। এক্ষেত্রে একান্তর কোণ, অনুরূপ কোণ, বৃত্তস্থ কোণ, সম্পূরক কোণ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে।

■ সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং সাধারণ বিজ্ঞান থেকে প্রশ্ন আসে এ অংশে। সাধারণ জ্ঞানে মোট নম্বর থাকে ৪০। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ, দর্শনীয় স্থান, বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশের ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, খেলাধুলা থেকে প্রশ্ন আসে। সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত বিষয়াবলি থেকেও কিছু প্রশ্ন থাকে। কিছু প্রশ্ন যেগুলো মুখস্থ বিদ্যা থেকে উত্তর দেওয়া যায় না। যা ভেবে চিন্তা করে উত্তর দিতে হয়। ধারার পরবর্তী সংখ্যা নির্ণয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্ণয়, ব্যতিক্রম শব্দ নির্ণয় থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে।

এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ

ক্যাডেট কলেজে খেলাধুলা, বিতর্ক, আবৃত্তি, নাট্যাভিনয় করা, সংগীত চর্চা, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, ক্বিরাত ও কুরআন তিলাওয়াত সকল কিছুর জন্যই রয়েছে পর্যাপ্ত সুবিধা। পাঠ্যবই বহির্ভূত শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম দেওয়ার লক্ষ্যে রয়েছে ইনফরমেশন রুম ও মিউজিয়াম। লাইব্রেরিতে রয়েছে সৃজনশীল সাহিত্য পাঠের ব্যবস্থা। ক্যাফেটেরিয়া, কম্পিউটার ল্যাব, আর্ট গ্যালারি, হাসপাতাল, মসজিদ, জিমনেশিয়াম, ট্রেনিং গ্রাউন্ড, সুইমিংপুল, মেটাল ও উড ওয়ার্কশপসহ বিভিন্ন ধরনের খেলার মাঠও রয়েছে। সৃজনশীলতা চর্চায় দেয়াল পত্রিকা বের হয় নিয়মিত। উন্নত জীবন গঠন ও শিক্ষালাভের এক অনন্য প্রতিষ্ঠান ক্যাডেট কলেজসমূহ।

জর্জিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী Giorgi Kvirikashvili

CamScanner

টেলিভিশন : বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার

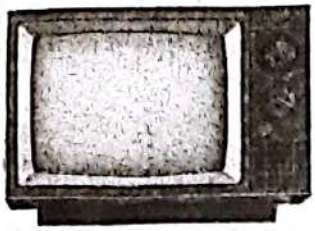

টেলিভিশন বিগত শতাব্দীর বিস্ময়কর আবিষ্কার, যা বিশ্ব সমাজকে অভূতপূর্বভাবে পরিবর্তন করেছে। প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের ফলে টেলিভিশন এ মুহূর্তে বিশ্বকে এক গৃহে উপস্থিত করেছে। এর ফলে পৃথিবী আজ পরিণত হয়েছে 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এ। সারা বিশ্বের মানব সভ্যতাকে এক সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করতে সক্ষম এ টেলিভিশন।

নামকরণ

টেলিভিশন (Television) শব্দটি ইংরেজি; মূলত প্রাচীন গ্রিক শব্দ 'টেলি', অর্থ 'দূর' ও ল্যাটিন শব্দ 'ভিশন', অর্থ 'দর্শন'— মিলিয়ে টেলিভিশন শব্দটি তৈরি হয়। তাই টেলিভিশনকে বাংলায় কখনো কখনো 'দূরদর্শন যন্ত্র' বলা হয়ে থাকে। মূলত টেলিভিশন হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা চিত্র এবং শব্দ সম্প্রচার করতে ব্যবহৃত হয় এবং এটি একটি স্ক্রিন বা ডিসপ্লে দ্বারা দেখা যায়। টেলিভিশন একটি ভিডিও সিগন্যাল রিসিভ করে এবং এটি একটি অডিও সিগন্যালসহ স্ক্রিনে প্রদর্শন করে।

ইতিহাস

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে টেলিভিশনের ধারণা প্রথম মানুষের মাথায় আসে। ১৮৬২ সালে তারের মাধ্যমে প্রথম স্থির ছবি পাঠানো সম্ভব হয়। এরপর ১৮৭৩ সালে বিজ্ঞানী মে ও স্মিথ ইলেকট্রনিক সিগন্যালের মাধ্যমে ছবি পাঠানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ১৯২৬ সালে প্রথম টেলিভিশন আবিষ্কার করেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন লগি বেয়ার্ড। তিনি সাদা-কালো ছবি দূরে বৈদ্যুতিক সম্প্রচারে পাঠাতে সক্ষম হন। এরপর রুশ বংশোদ্ভূত প্রকৌশলী আইজাক শোয়ানবার্গের কৃতিত্বে ১৯৩৬ সালে প্রথম টিভি সম্প্রচার শুরু করে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (BBC)। তবে ১৯৪০ সালে টেলিভিশনের বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে ক্যাবল টেলিভিশনের প্রসার ঘটে। যার মাধ্যমে মানুষের সামনে আসে পছন্দ ও আগ্রহ অনুযায়ী, চ্যানেল দেখার অবারিত সুযোগ। এরপর শুরু হয় স্যাটেলাইট টিভির সম্প্রচার। শুরু হয় নতুন শতাব্দী। এ সময় জনপ্রিয়তা পায় High Definition (HD) টেলিভিশন। যার মধ্যদিয়ে আরও আকর্ষণীয় ও বিস্তারিতভাবে ছবি দেখা যায়। ২০১০-এর পর টেলিভিশনে আরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। শুরু হয় লাইভ স্ট্রিমিং। লাইভ স্ট্রিমিংয়ের পাশাপাশি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা যায় স্মার্ট টিভির ব্যবহার। স্মার্ট টিভিতে ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের সুযোগ থাকে। স্কাইপে, টুইটার, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

টেলিভিশন যেভাবে কাজ করে

টেলিভিশনে দেখা ও শোনা দুটোই ঘটে। শব্দ ও ছবি প্রেরণের জন্য প্রয়োজন একটি প্রেরক স্টেশন। একটি প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে ছবিকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে প্রেরণ করা হয়। অন্য একটি প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে ছবিকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে তা তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে প্রেরণ করা হয়। যে দৃশ্য প্রেরণ বা সম্প্রচার করতে হবে তার প্রতিবিম্ব বা ছবি লেন্সের মধ্য দিয়ে টেলিভিশন ক্যামেরার পর্দায় ফেলা হয়। এ ছবিকে টেলিভিশন ক্যামেরা তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করে। এ তরঙ্গ বা সংকেতকে মডুলেশন প্রক্রিয়ায় উচ্চ কম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়। এন্টেনার সাহায্যে টিভি সেট ছবির জন্য প্রেরিত তাড়িতচৌম্বক বাহক তরঙ্গ গ্রহণ করে। এভাবেই আমরা টিভিতে ছবি দেখতে পাই।

শ্রেণিবিভাগ : ডিসপ্লে, অর্থাৎ প্রদর্শনীর প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে টেলিভিশনকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন— সিআরটি, এলসিডি, এলইডি ইত্যাদি। সম্প্রচার থেকে প্রদর্শন পর্যন্ত টেলিভিশনের সম্পূর্ণ পদ্ধতিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— অ্যানালগ টেলিভিশন (সনাতন পদ্ধতি), ডিজিটাল টেলিভিশন (ডিটিভি) ও এইচডিটিভি (হাই ডেফিনেশন টেলিভিশন)। এছাড়া আরও চার ধরনের টিভি রয়েছে, এগুলো হলো— মেকানিক্স, ইলেকট্রনিক্স, ডিজিটাল, স্মার্ট টিভি।

জন বেয়ার্ড

জন লগি বেয়ার্ড একজন স্কটল্যান্ডীয় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বিশ্বের প্রথম কার্যক্ষম ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল টেলিভিশন আবিষ্কারের জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত। তিনি ১৩ আগস্ট ১৮৮৮ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪ জুন ১৯৪৬ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মেকানিক্যাল টেলিভিশন আবিষ্কারের জন্যও পরিচিত। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৯২০ এর দশকে একটি কাজে টেলিভিশন প্রদর্শন করেন এবং তিনি তার পরীক্ষার জন্য একটি পেটেন্টও পান। ১৯২৫ সালে বেয়ার্ড প্রথম চলমান চিত্র বিকাশে সফল হন, যা টেলিভিশনে একটি মানুষের মুখের চিত্র ছিল।

CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ টিভি পরিচিতি

- **ক্যাথোড-রে টিউব (Cathode Ray Tube – CRT) টিভি :** এটি প্রাচীন এবং প্রথম প্রজন্মের টেলিভিশন প্রযুক্তি। যা একটি বৃহত্তর টিউব ব্যবহার করে, ইলেকট্রন প্রেরণ করে এবং একটি ছবি তৈরি করে।
- **লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে (Liquid Crystal Display – LCD) টিভি :** এ প্রযুক্তিতে একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অডিও ক্রিস্টাল ব্যবহৃত হয়, যা আলো প্রসার করে এবং স্ক্রিনে ছবি তৈরি করে।
- **ওয়ালেট ওলেড ডিসপ্লে (Organic Light Emitting Diode – OLED) টিভি :** এ প্রযুক্তিতে প্রতি একটি পিক্সেল স্বতন্ত্রভাবে আলো এবং রং প্রসার করতে সক্ষম, এটি প্রথাগত LCD ডিসপ্লের তুলনায় ভাল কনট্রাস্ট এবং এনার্জি অফিসিয়েন্সি প্রদান করে।
- **এলইডি ডিসপ্লে (Light Emitting Diode – LED) টিভি :** এটি সাধারণত LCD টিভির একটি উন্নত সংস্করণ, যেখানে স্ক্রিনের পৃষ্ঠে লেড ব্যবহার হয়। সাধারণ আলোকসজ্জাতেও এদের ব্যবহার করা যায়।

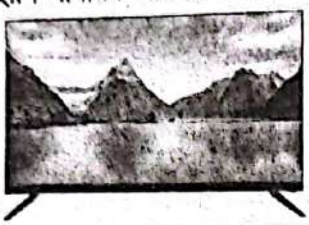

- **স্মার্ট টিভি :** এ প্রযুক্তিতে একটি ইন্টারনেট সংযোগ থাকে এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এবং অনলাইন সেবা ব্যবহার করা যায়। স্মার্ট টিভি ব্যবহারকারীদের ওয়েব ব্রাউজ করার এবং সাইনেট মিডিয়া স্ট্রিমিং করার জন্য সুযোগ থাকে। ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট দেখা থেকে শুরু করে গেম খেলা, অফিস মিটিংয়ের সময় প্রেজেন্টেশন দেওয়া কিংবা জুম মিটিংয়েও ব্যবহার করা যায় এ টেলিভিশন।
- **হাই-ডেফিনিশন টেলিভিশন (HD) :** এ প্রযুক্তির টেলিভিশনে পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে উচ্চ মানসম্পন্ন চিত্র উপভোগ করা যায়।

বাংলাদেশে টেলিভিশন

বাংলাদেশ টেলিভিশন বাংলাভাষায় বিশ্বের প্রথম টেলিভিশন। ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৪ একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন ডি আই টি ভবনের (বর্তমানে রাজউক কার্যালয়) দুটি কক্ষে মাত্র ৩ ঘণ্টা চলতো এর সম্প্রচার কার্যক্রম। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশন ও ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে (পি.ও নং-১১৫) বাংলাদেশ টেলিভিশন নামে রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেলে পরিণত হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ বিটিভি স্থানান্তরিত হয় রামপুরার নিজস্ব টিভি ভবনে। ৬ মার্চ ১৯৭৫ হতে রামপুরা টিভি ভবনে নতুন আঙ্গিকে শুরু হয় বিটিভির সম্প্রচার কার্যক্রম। ১৯৮০ সালে শুরু হয় বিটিভির রঙিন সম্প্রচার। দেশের ৯৫% মানুষ টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার সুবিধার মাধ্যমে বিটিভির অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছে। বিটিভির অনুষ্ঠান বহির্বিশ্বে সম্প্রচার শুরু করার লক্ষ্যে ১১ এপ্রিল ২০০৪ বিটিভি ওয়ার্ল্ড নামে বিটিভির আরেকটি নতুন চ্যানেল চালু করা হয়। ২০১৩ সাল থেকে আইপিটিভি, মোবাইল টিভি ও ওয়েবটিভি এর মাধ্যমেও বিটিভির অনুষ্ঠানমালা দেশে ও বিদেশে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন দর্শকরা। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪টি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে, সেগুলো হলো— বিটিভি, বিটিভি চট্টগ্রাম, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, এবং দেশের সংসদীয় টেলিভিশন চ্যানেল সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন।

জানেন কি?

- বিশ্ব টেলিভিশন দিবস— ২১ নভেম্বর
- প্রথম টেলিভিশন বিজ্ঞাপন— ১ জুলাই ১৯৪১ নিউইয়র্ক সিটিতে সম্প্রচারিত হয়। বিজ্ঞাপনটিতে একটি বুলোভা ঘড়ি ছিল এবং এটি ২০ সেকেন্ড সময় নেয়।
- Crusader Rabbit ছিল প্রথম টিভি কার্টুন
- ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (BBC) বিশ্বে সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলক টিভির সম্প্রচার করে।
- ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিক ছিল পৃথিবীর প্রথম কোনো বড় ইভেন্ট যা টিভিতে দেখানো হয়।
- সাধারণ জনগণের কাছে বাণিজ্যিক বিক্রয়ের জন্য টেলিভিশনের প্রথম সেটটি ১৯২৮ সালে বিক্রয় শুরু হয়।
- ১৯৫০ সালে জেনিথ রেডিও কর্পোরেশন প্রথম টিভি রিমোট কন্ট্রোল প্রকাশ করে।

বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

- ✓ টেলিভিশনে যে তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়— রেডিও ওয়েভ। [৪৫তম বিসিএস]
- ✓ টেলিভিশন আবিষ্কার করেন— জন এল বেয়ার্ড। [সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০১২]
- ✓ রঙিন টেলিভিশন থেকে কোন ধরনের ক্ষতিকর রশ্মি বের হয়?— রঞ্জন। [জাবি 'এ' ২০১৬-১৭]
- ✓ বাংলাদেশে টিভি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অডিও সিগনাল পাঠানো হয়— ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন করে। [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট অব সার্ভে ২০০৫]
- ✓ টেলিভিশনে ছবি প্রেরণের সময় ছবিকে যে পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়, তাকে কী বলা হয়— স্ক্যানিং। [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০০৪]
- ✓ নিচের কোনটিতে সাধারণত ইনফ্রারেড ব্যবহার করা হয়?— TV রিমোট কন্ট্রোল। [সহ. জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/এইচআর) ২০১৭]
- ✓ In TV transmission the modulated voice signal is— FM. [BREB'র উপ-সহ. প্রকৌশলী ২০২০]
- ✓ What is the full name of LCD?— Liquid Crystal Display. [BREB'র উপ-সহ. প্রকৌশলী ২০২০]

সাংস্কৃতিক জনপদ কুষ্টিয়া

পটভূমি

১৭২৫ সালে কুষ্টিয়া নাটোর জমিদারীর অধীনে ছিল এবং এর পরিচিতি আসে কান্তানগর পরগণার রাজশাহী ফৌজদারীর সিভিল প্রশাসনের অন্তর্ভুক্তিতে। ১৭৭৬ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কুষ্টিয়াকে যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু ১৮২৮ সালে এটি পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৬১ সালে নীল বিদ্রোহের কারণে কুষ্টিয়া মহকুমা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৮৭১ সালে কুমারখালী ও খোকসা থানা নিয়ে নদীয়ার অন্তর্গত হয়। উপমহাদেশ বিভক্তির পূর্বে কুষ্টিয়া নদীয়া জেলার আওতায় একটি মহকুমা ছিল। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ১৭তম জেলা হিসেবে কুষ্টিয়ার অভ্যুদয় ঘটে। তখন কুষ্টিয়া জেলা ৩টি মহকুমা কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা এবং মেহেরপুর নিয়ে গঠিত ছিল। এরপর ১৯৮৪ সালে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর আলাদা জেলা হিসেবে পৃথক হয়ে গেলে কুষ্টিয়া মহকুমার ৬টি থানা নিয়ে বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা গঠিত হয়।

নামকরণ

সবচেয়ে সমর্থিত মতটি হেমিলটনস-এর গেজেটিয়ার সূত্রে পাওয়া তা হলো— কুষ্টিয়াতে এক সময় প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপাদিত হতো। পাটকে স্থানীয় ভাষায় 'কোষ্টা' বা 'কুষ্টি' বলতো, যার থেকে কুষ্টিয়া নামটি এসেছে। কারো মতে, ফারসি শব্দ 'কুশতহ' থেকে কুষ্টিয়ার নামকরণ করা হয় যার অর্থ ছাই দ্বীপ। আবার সম্রাট শাহজাহানের সময় কুষ্টি বন্দরকে কেন্দ্র করে কুষ্টিয়া শহরের উৎপত্তি বলেও একটি মত রয়েছে।

সাধারণ তথ্যাবলি

- প্রতিষ্ঠা : ১৯৪৭ সালে
- সীমানা : পূর্বে রাজবাড়ী, পশ্চিমে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা এবং ভারতের নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তরে পদ্মা নদীর অপর তীরে রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা এবং দক্ষিণে ঝিনাইদহ অবস্থিত।
- আয়তন : ১৬০৮.৮০ (বর্গ কিমি)
- জনসংখ্যা : ২১,৪৯,৬৯২ জন [জনশুমারি ২০২২]
- সাক্ষরতা (৭ বছর তদূর্ধ্ব) : ৭১.৩১ আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক জরিপ ২০২৩]
- ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) : ১৩৩৬ জন।

প্রশাসনিক কাঠামো

- উপজেলা : ৬টি— কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, খোকসা, মিরপুর, ভেড়ামারা, দৌলতপুর
- থানা : ৭টি
- পৌরসভা : ৫টি
- ইউনিয়ন : ৬৭টি
- জাতীয় সংসদের আসন : ৪টি।

- প্রধান নদনদী ➤ ইছামতি, কালীগঙ্গা, কুমার গড়াই, মাথাভাঙ্গা, সাগরখালী, সিরাজপুর হাওর ও হিশনা-ঝাঞ্চা।

উল্লেখযোগ্য স্থাপনা ও দর্শনীয় স্থান

- সদর ➤ মোহিনী মিল, রেনউইক যঞ্জেশ্বর এন্ড কোং, গড়াই বাঁধ, নফর শাহের দরগাহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের টেগর লজ, কুষ্টিয়া সুগার মিল, ঝাউদিয়া শাহী মসজিদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কবি আজিজুর রহমানের মাজার, হাটশ হরিপুর ও শাহ সুফী মনছুর শাহ-এর দায়রা পাক।
- খোকসা ➤ খোকসা কালী পূজা মন্দির।
- ভেড়ামারা ➤ কুয়ান্তাম পাওয়ার স্টেশন, লালন শাহ সেতু ও হার্ডিঞ্জ ব্রিজ।
- দৌলতপুর ➤ পচামাদিয়া নীলকুঠি।

জানেন কি : কুষ্টিয়া জেলা

- আয়তনে : দেশের ৪২তম খুলনা বিভাগে : ষষ্ঠ
- জনসংখ্যায় : দেশের ৩৩তম খুলনা বিভাগে : চতুর্থ

মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়া

- সেক্টর ➤ ৮নং
- হানাদার বা শত্রুমুক্ত দিবস
  8 ডিসেম্বর : খোকসা
  ৮ ডিসেম্বর : মিরপুর ও দৌলতপুর
  ৯ ডিসেম্বর : কুমারখালী ও ভেড়ামারা
  ১১ ডিসেম্বর : কুষ্টিয়া সদর।
- মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য : মুক্তবাংলা (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়) ও বিজয় উল্লাস, (কুষ্টিয়া পৌরসভা চত্বর)।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

- প্যারী সুন্দরী (মহিলা জমিদার ও নীল বিদ্রোহের নেত্রী)
- আজিজুর রহমান (গীতিকার, সুরকার ও কবি)
- হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী (২৩তম প্রধান বিচারপতি)
- মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (লেখিকা)
- আবু জাফর (এই পদ্মা এই মেঘনা গানের রচয়িতা)
- বাঘা যতীন (স্বদেশী আন্দোলনের নেতা)
- মো. আবদুল জব্বার (কণ্ঠশিল্পী) ও ফরিদা পারভীন (কণ্ঠশিল্পী)
- গগন হরকরা (গগন হরকরা বা গগন চন্দ্র দাস বাংলা লোকসংগীত শিল্পী ও বিশিষ্ট বাউল গীতিকার)।
- কাজী মিয়াজান (ওহাবী আন্দোলনের অগ্রপথিক)।

লালন ছেঁউড়ি

১৭ অক্টোবর ১৭৭২ (মতান্তরে ১৭৭৪) ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলার হারিশপুর গ্রামে আধ্যাত্মিক সাধক লালন শাহ জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ অক্টোবর ১৮৯০ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। লালন শাহ কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়াতে আশ্রয় লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে ছেঁউড়িয়াতে মৃত্যুর পর সেখানে সমাধিস্থলেই এক মিলন ক্ষেত্র (আখড়া) গড়ে ওঠে। ১৯৬৩ ছেঁউড়িয়ায় আখড়া বাড়ি ঘিরে লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৪ সালে সেখানেই আধুনিক মানের অডিটোরিয়ামসহ একাডেমি ভবন নির্মাণ করা হয়।

CamScanner

রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়ী

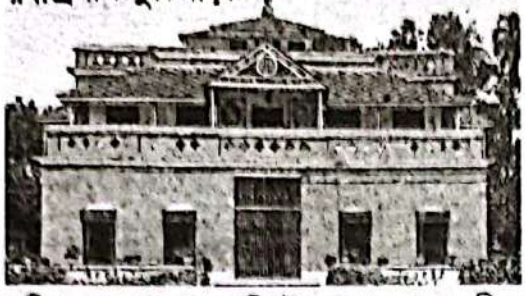

কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি উপজেলার পদ্মার তীরে অবস্থিত রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়ী। রবীন্দ্রনাথের দাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮০৭ সালে এ অঞ্চলের জমিদারি পান। পরবর্তীতে ১৮৮৯ সালের নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে জমিদার হয়ে আসেন। এখানে তিনি ১৯০১ সাল পর্যন্ত জমিদারী পরিচালনা করেন। এ সময় এখানে বসেই তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ— সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী ইত্যাদি। গীতাঞ্জলি কাব্যের অনুবাদ কাজও শুরু করেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করতে আসেন জগদীশ চন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরীসহ আরও অনেকে।

কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর

'কাঙাল হরিনাথ মজুমদার' উল্লেখযোগ্য ও আলোচিত মানুষের মধ্যে একজন। ২০১৩ সালে কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরটি উদ্বোধন করা হয়। জাদুঘরটি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি শাখা জাদুঘর। কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরটি ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরটি ২৮ শতক জমির উপর দ্বিতল বিশিষ্ট ভবন। জাদুঘরটিতে একটি গ্যালারিতে ১৭০টি নিদর্শন রয়েছে এবং একটি মিলনায়তন ও একটি পাঠাগার রয়েছে।

কুষ্টিয়ার দুই GI পণ্য

■ বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল

ব্ল্যাক বেঙ্গল-ছাগল বা বাংলার কালো ছাগল বাংলাদেশ এবং ভারতের কিছু রাজ্যে পালিত ছাগলের একটি প্রজাতি।

২০১৮ সালে ব্ল্যাক বেঙ্গল গোটের জেনোম সিকোয়েন্সিং বা পূর্ণাঙ্গ জীবন রহস্য উন্মোচনের দলের নেতৃত্ব দেন চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমাম জুনায়েদ ছিদ্দিকী। অন্যদিকে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ এলাকায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বেশি উৎপাদন হয়। বিশ্ববাজারে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া 'কুষ্টিয়া গ্রেড' নামে পরিচিত। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ২৫ অক্টোবর ২০১৭ দেশের ১৮তম ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

■ কুষ্টিয়ার তিলের খাজা

কুষ্টিয়ার একটি খামারে কাজ করাতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 'তেলি' সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে ভারতের অন্য অঞ্চল থেকে কুষ্টিয়ায় নিয়ে আসে। কৃষিপণ্য তিল থেকে

তেল নিঃসরণের কাজ তাদেরকে দেওয়া হয়। সেই হিসেবে এ মিষ্টান্নের উদ্ভাবক সেই 'তেলি' সম্প্রদায়। ১৯০০ সালে 'তেলি' সম্প্রদায়ের লোকদের মাধ্যমে এ খাবারটি প্রথম কুষ্টিয়াতে তৈরি হয়। স্বাদে অতুলনীয় হওয়ায় আধ্যাত্মিক বাউল সম্রাট ফকির লালন সাঁই বলেছিলেন, হায় রে মজার তিলের খাজা/ খেয়ে দেখলি না মন কেমন মজা/ লালন কয়, বেজাতের রাজা হয়ে রইলাম এ ভুবনে...।' কুষ্টিয়ার তিলের খাজা ১৭ এপ্রিল ২০২৩ দেশের ২১তম ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

মীর মশাররফ হোসেন

(১৩ নভেম্বর ১৮৪৭-১৯ ডিসেম্বর ১৯১২)

কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়ায় মীর মশাররফের জন্ম। তার পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন জমিদার। নিজগৃহে মুনশির নিকট আরবি ও ফারসি শেখার মাধ্যমে মশাররফ হোসেনের লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়। তার উল্লেখযোগ্য রচনা হলো— গোরাই-ব্রিজ অথবা গৌরী-সেতু, বসন্তকুমারী নাটক, জমিদার দর্পণ, এর উপায় কি, বিষাদ-সিন্ধু, সঙ্গীত লহরী, গো-জীবন, বেহুলা গীতাভিনয়, উদাসীন পথিকের মনের কথা।

রাধা বিনোদ পাল

(২৭ জানুয়ারি ১৮৮৬-১০ জানুয়ারি ১৯৬৭)

তিনি কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বাঙালি আইনবিদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দূরপ্রাচ্যে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচারার্থে স্থাপিত আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 'জাপান-বন্ধু ভারতীয়' বলে খ্যাতি রয়েছে তার।

কাঙাল হরিনাথ

(২০ জুলাই ১৮৩৩-১৮ এপ্রিল ১৮৯৬)

হরিনাথ মজুমদার যিনি কাঙাল হরিনাথ নামে সমধিক পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। তিনি বাউল সংগীতের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫ নিজ গ্রামে একটি ভার্নাকুলার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন হরিনাথ মজুমদার। কাঙাল হরিনাথ ১৮৬৩ সালে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামে বাংলা ভাষার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

জর্জিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ত্যাগ করে ৯ এপ্রিল ১৯৯১

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

পটভূমি

উপমহাদেশে ১৯৪৬ সালে Indian Standards Institute স্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় মান সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ১৯৫৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তানে Pakistan Standards Institute (PSI) প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপূর্বে ১৯৫৬ সালে Colombo Plan-এর অধীনে ঢাকায় Central Testing Laboratory (CTL) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় ১৯৬৩ সালে PSI এর অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে CTL এবং BDSI, এ দুটি সংস্থা পৃথক সত্তা হিসেবে নিজ নিজ দায়িত্বে কার্যরত ছিল। ১৬ মে ১৯৮৩ তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Science & Technology Division এর অধীনস্থ সরকারি প্রতিষ্ঠান সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরি (CTL) ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন (BDSI)-কে একীভূত করে ২৫ জুলাই ১৯৮৫ বাংলাদেশ সরকারের জারীকৃত 'দ্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫'-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI) গঠিত হয়। এরপর ১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশটি বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে ৮ মে ২০১৮ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। ২৮ অক্টোবর ২০১৮ বিলটি জাতীয় সংসদে পাশ হয়। ১৪ নভেম্বর ২০১৮ রাষ্ট্রপতি বিলটিতে স্বাক্ষর করলে আইনে পরিণত হয়। এ আইনের মোট ধারা রয়েছে ৫২টি।

কার্যাবলি

দেশের মান নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে BSTI'র মূল কার্যাবলি হলো—

- দেশে উৎপাদিত শিল্পপণ্য, বৈদ্যুতিক ও প্রকৌশল পণ্য, খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়া ও পরীক্ষণ পদ্ধতির জাতীয় মান প্রণয়ন।
- প্রণীত মানের ভিত্তিতে পণ্য সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ এবং মানের নিশ্চয়তা বিধান।
- দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির প্রচলন, বাস্তবায়নসহ ওজন ও পরিমাপের সঠিকতা তদারকি ও নিশ্চিতকরণ।

BSTI কাউন্সিল

কাউন্সিল হলো BSTI-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কর্তৃপক্ষ। শিল্প মন্ত্রীর নেতৃত্বে ৩৬ সদস্য নিয়ে কাউন্সিল গঠিত। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮ এর ৭নং ধারায় BSTI-এর কাউন্সিলের ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য

জাতীয় মান সংস্থা হিসেবে BSTI ১৯৭৪ সাল হতে আন্তর্জাতিক মান প্রণয়নকারী সংস্থা তথা International Organization for Standardization (ISO)-এর পূর্ণ সদস্য দেশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। ISO কর্তৃক আন্তর্জাতিক মান প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিফলিত করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে বিএসটিআই। অপরদিকে কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক মান প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা Codex Alimentarius Commission (CAC)-এর সদস্য ও ন্যাশনাল কোডেক্স কন্টাক্ট পয়েন্ট (NCCP) হিসেবে BSTI ১৯৭৫ সাল হতে দায়িত্ব পালন করছে।

আঞ্চলিক সম্পর্ক

সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড হারমোনাইজেশনের মাধ্যমে অবাধ বাণিজ্য চালু করার নিমিত্তে ২০১১ সালে আঞ্চলিক মান সংস্থা হিসেবে South Asian Regional Standards Organization (SARSO) প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটির সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। বিএসটিআইসহ সার্কভুক্ত ৮টি দেশের জাতীয় মান সংস্থাসমূহ SARSO-এর সদস্য। বিএসটিআই SARSO প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য।

Fact File

প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন • ইংরেজি : Bangladesh Standards and Testing Institution • প্রতিষ্ঠা : ২৫ জুলাই ১৯৮৫ • প্রধান কার্যালয় : তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, ঢাকা • নির্বাহী প্রধান : মহাপরিচালক • যে মন্ত্রণালয়ের অধীন : শিল্প মন্ত্রণালয়।

জেনে রাখুন

- BSTI-এর বাধ্যতামূলক মান সনদের আওতাভুক্ত পণ্য ২৭৬টি।
- ১৪ অক্টোবর বিশ্ব মান দিবস। পণ্য ও সেবার মানের বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশে BSTI-এর উদ্যোগে প্রতিবছর এ দিবস পালন করা হয়।
- ২০ মে বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস। ওজন ও পরিমাপ বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশে BSTI-এর উদ্যোগে প্রতিবছর এ দিবসটি পালন করা হয়।

CamScanner

বিদ্যুৎ খাতে ক্যারিয়ার

বিদ্যুৎ খাতে বাড়তি বেতন ও সুবিধার কারণে এ খাত চাকরিপ্রার্থীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এ খাতের কর্মকর্তাদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, আবেদন পদ্ধতি, প্রস্তুতি ও পদায়ন নিয়ে বিস্তারিত আয়োজন থাকছে এ সংখ্যায়।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বিদ্যুৎ খাতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সংস্থাসমূহে এন্ট্রি লেভেলে সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল/ সিভিল), সহকারী ব্যবস্থাপক (এইচআর/ অ্যাডমিন/ অর্থ ও হিসাব/ অডিট/কোম্পানি সচিবালয়/আইসিটি/কেমিক্যাল/ পরিবেশ/ স্টোর/ নিরাপত্তা), উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল/ সিভিল/ পাওয়ার), জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক (এইচআর/ অ্যাডমিন/ অর্থ ও হিসাব/ অডিট/ আইসিটি/ কেমিক্যাল/ পরিবেশ/ স্টোর/ নিরাপত্তা) হিসেবে লোক নিয়োগের জন্য শূন্য পদের বিপরীতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

আবেদন পদ্ধতি

শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং উপসহকারী প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা চাওয়া হয়। আবেদন ফি হিসেবে ১,০০০-১,৫০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়।

নিয়োগ পরীক্ষা

লিখিত পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক (পদভিত্তিক), বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যুৎ সম্পর্কিত, মানসিক দক্ষতার ওপর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সর্বমোট ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হয়। প্রতিষ্ঠানভেদে এমসিকিউ এবং লিখিত বা শুধু লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুলিশ ভেরিফিকেশনের ফলের ভিত্তিতে প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে (অন প্রবেশন) নিয়োগ প্রদান করা হয়।

পদায়ন

কর্মকর্তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান অফিস, বিদ্যুৎকেন্দ্র, বিক্রয় ও বিতরণ কেন্দ্রে পদায়ন করা হয়। সহকারী জেনারেল ম্যানেজারের পদায়ন হয় পল্লীবিদ্যুৎ সমিতিতে। পদসোপান কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিদ্যুৎ খাতের সব প্রতিষ্ঠানে সময়মতো পদোন্নতি হয়।

পদসোপান

- **প্রকৌশল বিভাগ :** উপসহকারী প্রকৌশলী < সহকারী প্রকৌশলী < উপবিভাগীয় প্রকৌশলী < নির্বাহী প্রকৌশলী < তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী < প্রধান প্রকৌশলী < নির্বাহী পরিচালক।
- **এইচআর অ্যাডমিন, অর্থ ও হিসাব/কোম্পানি সচিবালয় বিভাগ :** জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক < সহকারী ব্যবস্থাপক < উপব্যবস্থাপক < ব্যবস্থাপক < উপমহাব্যবস্থাপক < মহাব্যবস্থাপক < নির্বাহী পরিচালক।
- **সমিতি :** সহকারী জেনারেল ম্যানেজার < ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার < জেনারেল ম্যানেজার < সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার। বিদ্যুৎ সেক্টরের কোম্পানিগুলোর সর্বোচ্চ পদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সর্বোচ্চ পদ চেয়ারম্যান।

কাজের ধরন

- **প্রকৌশল বিভাগ :** বিদ্যুৎকেন্দ্র অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল মেইনটেন্যান্স, প্রকিউরমেন্ট, প্ল্যানিং ও ডেভেলপমেন্ট, প্রকল্পের সিভিল ওয়ার্ক।
- **এইচআর অ্যাডমিন বিভাগ :** জনবল নিয়োগসংক্রান্ত কার্যক্রম, পদোন্নতি, কর্মমূল্যায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, নথিপত্র সংরক্ষণ, সম্পদ/সম্পত্তির রেজিস্টার সংরক্ষণ, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সভায় যোগদান।
- **অর্থ ও হিসাব বিভাগ :** বিভিন্ন বিল পরিশোধ, অর্থ সংস্থান, এলসি-সংক্রান্ত কার্যক্রম, ব্যাংকিং ও ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, পিডিবির/ পিজিসিবির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, নিরীক্ষা-সংক্রান্ত কাজ।
- **কোম্পানি সচিবালয় :** সভার নোটিশ প্রস্তুত করা, পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ, শেয়ার বিলি ও হস্তান্তর-সংক্রান্ত কার্যক্রম, লভ্যাংশ ও বোনাস শেয়ার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি।

সুযোগ-সুবিধা

সহকারী প্রকৌশলী বা সহকারী ব্যবস্থাপকরা মূল বেতন হিসেবে ৫২,০০০ টাকা (বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৫১,০০০ টাকা), উপসহকারী প্রকৌশলী বা জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপকরা ৪০,০০০ টাকা (বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩৯,০০০); বাড়িভাড়া হিসেবে মূল বেতনের ৬০%-৪০%, যাতায়াত ভাতা, ইলেকট্রিসিটি ভাতা, টেলিফোন বিল এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রে কর্মরত-কর্মকর্তারা পাওয়ার প্লান্ট ভাতা পেয়ে থাকেন। ঈদ বোনাস, উৎসব বোনাস, নববর্ষ বোনাস, স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কর্মচারীরা তিন বছর পার হওয়ার পর গ্র্যাচুইটি (কর্মরত প্রতিবছরের জন্য সর্বশেষ মূল বেতনের ২.৫ গুণ), অংশগ্রহণ মূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে সুবিধা পান। এছাড়া প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের অংশ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ/কেপিআই) বোনাস দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানভেদে নির্বাহী প্রকৌশলী বা ব্যবস্থাপক পদ হতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সার্বক্ষণিক গাড়ি সুবিধা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা সরকারি রাজস্ব খাত অনুযায়ী বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। *(সংগৃহীত ও পরিমার্জিত)*

জর্জিয়ার অভ্যন্তরে আজারিয়া ও আবখাজিয়া নামক দুইটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান

পাঠকের জানালা
প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছেন
নিলয় চক্রবর্তী, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ | সাকিবুন নাহার, আনন্দপুর, কুমিল্লা | জুবায়ের ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম | মাজহারুল শান্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | মো সোহেল, গাজীপুর | ইসরাত জাহান, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ | অসিম কুমার, রাজশাহী।

প্রশ্ন : জাতীয় পতাকা আয়তাকার নয় এমন দেশের নাম কী?
উত্তর : নেপাল। নেপালই বিশ্বের একমাত্র দেশ যার জাতীয় পতাকা আয়তাকার নয়, যুক্ত ত্রিভুজাকার।

প্রশ্ন : ক্রিকেটে 'গুগলি বল' কাকে বলে?
উত্তর : লেগ স্পিনাররা বল করার সময় যদি বলটিকে লেগ সাইডে টার্ন না করিয়ে অফসাইডে টার্ন করান, তবে সেই বলকে 'গুগলি বল' বলা হয়। একে দুসরা, Wrong'un, Bosie বা Boseyও বলা হয়।

প্রশ্ন : ভারী পানি (D_2O) বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : দুই পরমাণু ভারী হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু অক্সিজেন মিলে তৈরি হয় Heavy Water বা ভারী পানি। এ ভারী হাইড্রোজেন মূলত হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ যাতে একটি নিউট্রন বেশি থাকে। তাই এটি সাধারণ পানি অপেক্ষা ভারী হয়।

প্রশ্ন : DO letters-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : DO letters-এর পূর্ণরূপ হলো— Densi Official letters।

প্রশ্ন : সমাস-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
উত্তর : সমাস-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Compound word।

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনের সূরা আল কাহাফ এ বর্ণিত যুলকারনাইন কে?
উত্তর : পবিত্র কুরআনের সূরা আল কাহাফের ৮৩-১০১নং আয়াতে যুলকারনাইন সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। যুলকারনাইন কে এবং কোন যুগে ছিলেন— এ বিষয়ে তাফসিরবিদরা একমত হতে পারেননি। যদিও নবি হিসেবে যুলকারনাইনের নাম উল্লেখ নেই কিন্তু তিনি নবি ছিলেন না এমনটিও বলা হয়নি। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাকে সব বিষয়ে পথনির্দেশ বা দিকনির্দেশ অথবা কার্যোপকরণ দিয়েছেন। যুলকারনাইন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়াতেন নির্যাতিত, বঞ্চিত, শাসকের হাতে শোষিত লোকদের মুক্তি দিতে। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় সেখানে ইয়াজুজ, মাজুজের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য দেয়াল তুলে দেন যুলকারনাইন।

প্রশ্ন : হাইব্রিড সূর্যগ্রহণ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : সূর্যগ্রহণ চার ধরনের হয়। এর মধ্যে একটি হাইব্রিড। সূর্যগ্রহণের অন্য তিনটি হলো— পূর্ণগ্রাস, বলয়গ্রাস এবং আংশিক সূর্যগ্রহণ। ১৮ মাস পর পর একটি করে সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হয়। এ সময় সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে দেয় চাঁদ। কখনো আংশিক ঢাকা পড়ে সূর্য। আবার কখনো বলয়গ্রাস হয়। আর যদি তিনরকমই গ্রহণ একসঙ্গে ঘটে, তখন তাকে বলে হাইব্রিড গ্রহণ।

প্রশ্ন : 'টাকা' শব্দের উদ্ভব কীভাবে হয়েছে?
উত্তর : 'টাকা' শব্দটি সংস্কৃত 'টঙ্ক' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ রৌপ্য মুদ্রা।

প্রশ্ন : 'অন এরাইভাল ভিসা' দ্বারা কী বোঝায়?
উত্তর : On Arrival Visa বা Visa on Arrival (VOA) বলতে অগ্রিম ভিসা না করে কাঙ্ক্ষিত দেশে পৌঁছে তৎক্ষণাৎ ভিসা করাকে বোঝায়।

প্রশ্ন : টার্ডিগ্রেড কী?
উত্তর : টার্ডিগ্রেড (Tardigrade) হলো একটি অতিক্ষুদ্র প্রাণী। এটি 'জল ভালুক' বা 'Water Bear' নামেও পরিচিত। এ জীব পৃথিবীর অতি প্রাচীন জীবগুলোর একটি। এটি এতই ছোট যে একে শুধু মাইক্রোস্কোপ দিয়েই দেখা যায়। এটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন জার্মান বিজ্ঞানী Johann August Ephraim Goeze, ১৭৭৩ সালে। টার্ডিগ্রেড ৩০ বছর পর্যন্ত বিনা খাদ্য গ্রহণে বেঁচে থাকতে পারে। তাছাড়াও এটি শূন্য ডিগ্রি থেকে হাজার ডিগ্রি তাপমাত্রায় বেঁচে থাকে। এমনকি এটি মহাশূন্যেও বেঁচে থাকতে পারে।

প্রশ্ন : VPN কী? বাংলাদেশে VPN ব্যবহার করা কী অবৈধ বা বেআইনি?
উত্তর : VPN-এর পূর্ণরূপ— Virtual Private Network। VPN ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল টানেলের মাধ্যমে কম্পিউটার থেকে এক বা একাধিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। প্রত্যেক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একটি নিজস্ব আইপি অ্যাড্রেস থাকে, যার দ্বারা তাকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়। কিন্তু VPN ব্যবহারের ফলে ব্যবহারকারীর আইপি অ্যাড্রেস দ্বারা আর তাকে শনাক্ত করা সম্ভব হয় না, VPN এ আইপি অ্যাড্রেসটি বদলে দেয়। বাংলাদেশে এখনো VPN-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়নি।

প্রশ্ন : বিয়োগের রাশি কয়টি ও কী কী?
উত্তর : বিয়োগের রাশি (অংশ) দুইটি। যথা : বিয়োজন (Minuend যে সংখ্যা থেকে বিয়োগ করা হয়) এবং বিয়োজ্য (Subtrahend যাকে বিয়োগ করা হয়)।

প্রশ্ন : মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েডের মাসকটের নাম-কী?
উত্তর : বাগড্রয়েড (Bugdroid)। ৫ নভেম্বর ২০০৭ গুগলের গ্রাফিক ডিজাইনার ইরিনা ব্লক এর ডিজাইন করেন।

আপনার যেকোনো জিজ্ঞাসা নাম ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দিন ca@professorsprokashon.com-এ বা ডাকযোগে।

পৃথিবীর গভীরতম গুহা বরোনিয়া জর্জিয়ায় অবস্থিত

বিচিত্র-বিশ্ব

বিয়ে নিয়ে ডিগ্রি

বিয়ে শাদি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি চালু করবে চীনের 'সিভিল অ্যাফেয়ার্স ইউনিভার্সিটি'। 'ম্যারিজ সার্ভিস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট' নামের এ প্রোগ্রামে বিয়ে-সম্পর্কিত পরিষেবা প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পাঠদান করা হবে। চীনে বিয়ের হার কমছে। ফলে এ ধরনের বিষয় চালু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিষয়টির কার্যক্রম শুরু হবে। বেইজিংভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়টির এ ডিগ্রি চালুর উদ্দেশ্য বিয়ে-সম্পর্কিত পরিষেবা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো শক্তিশালী করা।

পোষা প্রাণীদের 'কিন্ডারগার্টেন'

চীনে চালু হয়েছে পোষা প্রাণীদের জন্য কিন্ডারগার্টেন। শুধু কিন্ডারগার্টেন নয়, একে পোষা প্রাণীদের দিবাযত্নকেন্দ্রও বলা যেতে পারে। প্রিয় প্রাণীকে সেখানে রেখে কাজে যান মালিকেরা। সেখানে প্রাণীদের দেখাশোনা করা হয়। খাওয়ানো ও খেলাধুলা করানো হয়। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।

এক শ্রেণিতে ২৩ জোড়া যমজ

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণত কয়েকজন যমজ ভাই-বোনকে পড়াশোনা করতে দেখা যায়। কিন্তু কোনো একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক শ্রেণিতে যদি ২৩ জোড়া যমজ পড়াশোনা করে, তাহলে সেটা অবাক হওয়ার মতো। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের নিধাম এলাকার পোলার্ড মিডল স্কুলে অষ্টম শ্রেণির মোট শিক্ষার্থীর ১০% যমজ। ২৩ জোড়া বা ৪৬ যমজের পাশাপাশি আরেক যমজের একজন রয়েছে এ বিদ্যালয়ে। ওই ছাত্রীর যমজ ভাই পড়ে অন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

১০ সেকেন্ডেই তিন দেশে ভ্রমণ

অবিশ্বাস্য মনে হলেও একটি দেশ ভ্রমণে বের হয়ে অতিরিক্ত কোনো অর্থ খরচ করা ছাড়াই তিনটি দেশ ঘুরে আসা সম্ভব। তা-ও মাত্র ১০ সেকেন্ডে। সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মান সীমান্তের সংযোগস্থল সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহর। ইউরোপের শহরটিতে গেলে ১০ সেকেন্ডে তিন দেশের মাটিতে পা রাখার অসাধারণ অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন একজন পর্যটক।

চার হাজার বছরের পুরানো ভবন

গ্রিসে ক্রিট দ্বীপে পাহাড়ের ওপর ৪,০০০ বছরের পুরানো বড় ও গোলাকার একটি পাথরের ভবন খুঁজে পাওয়া গেছে। এটি ক্রিটের মিনোয়ান সভ্যতার একটি নিদর্শন। মিনোয়ানরা তাদের জমকালো প্রাসাদ, চটকদার শিল্প ও রহস্যময় লিখনপদ্ধতির জন্য বিখ্যাত। এটি ওপর থেকে দেখলে একটি গাড়ির চাকার মতো মনে হয়। এটি মূলত, গোলকধাঁধাটির ধ্বংসাবশেষ। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০-১৭০০ সালের দিকে এটি ব্যবহার করা হতে পারে।

বেগুনের ওজন ৩.৫ কেজি

যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যের ডেভিস কাউন্টির নাগরিক ডেভ বেনেট বিশাল আকৃতির একটি বেগুন উৎপাদন করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। বেগুনটির ওজন ৮.৩৩ পাউন্ড (৩.৫ কেজির বেশি)। আইওয়া কৃষি বিভাগের ওজন ও পরিমাপবিষয়ক ব্যুরোর তথ্যমতে, ৮.৩৩ পাউন্ড ওজনের বেগুনটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেগুন।

প্রযুক্তি দিয়ে মন্দিরে চুরি

এক চোর চীনের এক বৌদ্ধমন্দিরে দানের উদ্দেশ্যে রাখা QR কোড বদলে দিয়ে নিজের QR কোড বসিয়ে নিজের পকেটে ভরেন লাখ লাখ টাকা। চীনের শানসি প্রদেশের বাওজি শহরের ফামেন মন্দিরে গৌতম বুদ্ধের মূর্তির সামনে থাকা দান বাক্সে QR কোডের ওপর নিজের QR কোড বসিয়ে দেন তিনি। চুরির বিষয়টি সামনে আসার পর তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গিনেস বুকে এক দিনে ১৫ রেকর্ড

'সিরিয়াল রেকর্ড ব্রেকার' নামে খ্যাতি পাওয়া মার্কিন নাগরিক ডেভিড রুশ এক দিনে ১৫টি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়েন। যুক্তরাষ্ট্রের আইডাহো অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা ডেভিড এ পর্যন্ত ২৫০টিরও বেশি বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন। ৯ আগস্ট ২০২৪ ডেভিড রুশকে নিয়ে একটি ফিচার প্রকাশ করা হয়। ডেভিড রুশ প্রথমে জাগলিংয়ের (হাতের কসরত) মনোমুগ্ধকর একটি প্রদর্শন করেন। জাগলিংয়ের সময় বাতাসে থাকা বস্তুগুলোকে ধরতে হয় ও হাতে থাকা বস্তু বাতাসে ছুড়তে হয়। জাগলিংয়ের সময় তিনটি আপেলে এক মিনিটে ১৯৮টি কামড় বসিয়ে রেকর্ড গড়েন ডেভিড।

কিশোরের লম্বা চুলের রেকর্ড

লম্বা চুলের জন্য এখন পর্যন্ত অনেক নারী বিশ্বরেকর্ড করেন। তবে এবার এক কিশোরের ঝুলিতে এ রেকর্ড। নেটিভ আমেরিকার ১৭ বছর বয়সি কিশোর রুবেন লুকস টুইস জুনিয়র বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা চুলের রেকর্ডটি করেন। রুবেনের চুলের দৈর্ঘ্য ১৬১ সেমি (৫ ফুট ৩.৩ ইঞ্চি)। এর আগে ভারতের সিদাকদীপ সিং চাহাল এ রেকর্ড করেন।

জর্জিয়ার নাগরিকদের কার্টভেলেবি নামে ডাকা হয়

অফলাইন ও অনলাইনে ব্যাংক জব কোর্সের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান...

Only Bank Job

TURNING POINT

A place where you can Trust

Bank Job

(প্রিলি. + লিখিত) কোর্সে ভর্তি চলছে...

Our Courses:

- BB-AD (Special Batch)
- Govt. & Private Bank Batch
- Bank Job Written Batch
- Bank Job Exam Batch
- Bank Job Model Test Batch
- Bank Job Online Batch

ব্যাংক জব কোর্সের আউটলাইন জানতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অভিজ্ঞ ও জনপ্রিয় শিক্ষকমণ্ডলীর একাংশ...

নেছার স্যার, সা. জ্ঞান

প্রাবন স্যার, গণিত ও ইংরেজি

শুভ্র স্যার, গণিত

শাকিল স্যার; ইংরেজি

তানিন স্যার, বাংলা

যেকোনো প্রয়োজনে আমাদের শিক্ষকগণ সার্বক্ষণিক আপনার সেবায় নিয়োজিত!!!

১২, আখন্দ টাওয়ার (লিফট-এর ৪/৫ম তলা),
ফলপট্টি গলির মসজিদের বিপরীত পাশে,
মিরপুর-১০, ঢাকা।

01896 22 42 10
01896 22 42 11

Turning Point Job Aid

বসুন্ধরা খা
লেখ তোমার ভ
ব্রেইল বুক
ডোনেশন
প্রোগ্রাম
তোমার হাতে
তোমার ভবিষ্যৎ
ওঁদের ভবিষ্যৎ
সুরক্ষায়
আরো
একধাপ
এগিয়ে
২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতে আমরা তুলে দিয়েছি এনসিটিবি অনুমোদিত বাংলা সাহিত্যপাঠ, বাংলা সহপাঠ ও ইংলিশ ফর টুডে বইগুলো। এই বছর আবারও নতুনভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা ও ইংরেজি বইগুলো সহ আইসিটি বইটি ব্রেইল পদ্ধতিতে তৈরি করে ওঁদের উপহার দেয়া হবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে পাশে থাকতে পেরে আমরা গর্বিত।
বিস্তারিত জানতে
সম্মিলিত উদ্যোগেঃ
VIEW FOUNDATION